দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-২১১ ॥ ২০ নভেম্বর ২০২৩ ॥ ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা ॥ ০৫ জমাঃ আউঃ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নির্বাচন বর্জন করতে পারে প্রতিহত করার অধিকার নেই : হাছান মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৭ আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহমুদ। গতকাল রোববার দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্ধারিত বুথ থেকে ফরম সংগ্রহ করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হাছান মাহমুদ বলেন, আপনারা জানেন একটি দল নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছে। নির্বাচন বর্জন যে কেউ করতে পারে। কিন্তু প্রতিহত করার অধিকার কারও নেই। নির্বাচনে প্রতিহত করার ঘোষণার মাধ্যমে তারা গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। তারাই ঘোষণা দিয়ে সারাদেশে আগুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আগুন সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় হোটেল র‌্যাডিসনে ব্লু'তে 'ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ৬০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো ২০২৩-এর উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন -পিআইডি

দ্বিতীয় দিনে আ.লীগের ১২১২ মনোনয়ন ফরম বিক্রি

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রির দ্বিতীয় দিনে ১২১২টি ফরম বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে সরাসরি মনোনয়ন ফরম কিনেছেন ১১৮০ জন। আর অনলাইনে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন ৩২ জন। গতকাল রোববার বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম বিক্রি শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দলের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। তিনি জানান, দ্বিতীয় দিনে ১১৮০টি ফরম মনোনয়ন প্রত্যাশীরা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে ফরম সংগ্রহ করেছেন আরও ৩২ জন। সব মিলিয়ে ফরম বিক্রি হয়েছে ১২১২টি। এর মাধ্যমে দলের আয় হয়েছে ৬ কোটি ৬ লাখ টাকা। শনিবার প্রথম দিনে ১০৭৪টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়। এতে দলের আয়ের খাতায় যোগ হয় ৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। আর এ দুই দিনে মোট ১১ কোটি ৪৩ লাখ টাকার মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছে দলটি। এ সময় বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২-এর পাতায় দেখুন

হরতাল-অবরোধেও চলছে পরীক্ষা

উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্কুলের সব পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেজন্য রাজধানীসহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলছে বার্ষিক পরীক্ষা কিংবা মূল্যায়নের কার্যক্রম। এর মধ্যে আবার গত ২৯ অক্টোবর থেকে চলছে হরতাল-অবরোধ। হরতাল-অবরোধে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ ও বাস-ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। সে কারণে ছুটির দিনে এবং কর্মসূচির বিরতির দিনে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। সেটি সম্ভব না হলে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন তারা। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, এখন অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এদিকে, বিএনপিসহ সরকারবিরোধী দলগুলোর হরতাল-অবরোধে দিশেহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও। তারা বলছেন, হরতাল-অবরোধে শিক্ষার্থীদের স্কুলে না আসার অপশন থাকলেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে তা করা কঠিন। বাধ্য হয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান ছুটির দিন শুক্র-শনিবার এবং হরতাল-অবরোধের বিরতির দিন মঙ্গলবার পরীক্ষা নিচ্ছে। তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান হরতাল-অবরোধেও মধ্যে পরীক্ষা নিচ্ছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্কুলগুলোকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা শেষ করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিতে চায় তা নিতে পারে। এজন্য মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের কোনো নিষেধ নেই। তবে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর বেলাল হোসাইন বলেন, নির্বাচনের বছর হওয়ায় একটু আগেভাগেই পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এদিকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে হরতাল-অবরোধও চলছে। তাই অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হরতাল-অবরোধের ফাঁকে ছুটির দিনে পরীক্ষা নিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলাদা কোনো নির্দেশনা নেই। কিন্তু অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ নেই। অভিভাবকরা বলছেন, গত ২৮ অক্টোবরের পর হরতাল-অবরোধ কর্মসূচিতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ ও গাড়ি-ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এ অবস্থায় সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন ২-এর পাতায় দেখুন

হরতাল-অবরোধে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ ও বাস-ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

যুক্তরাজ্য-জার্মানির বাজারকে ছাড়িয়ে যেতে কাজ করছি

স্টাফ রিপোর্টার : ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্য-জার্মানি এবং বর্তমান উচ্চ-প্রবৃদ্ধির ভিয়েতনাম বা থাইল্যান্ডের বাজারকে ছাড়িয়ে যেতে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল রোববার রাজধানীর হোটেল র‌্যাডিসনে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ফিকি) ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে বলে আমাদের ধারণা। তখন যুক্তরাজ্য এবং জার্মানির মতো প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলোকে এবং বর্তমান উচ্চ-প্রবৃদ্ধির ভিয়েতনাম বা থাইল্যান্ডকেও বাংলাদেশ যেন ছাড়িয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সেই প্রচেষ্টাই আমাদের রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের বিশাল জনসংখ্যা আছে। সেটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবো। তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আমরা গড়ে তুলছি। টানা তিন মেয়াদে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে পরিণত করেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। তিনি বলেন, শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়সমূহ ও বাণিজ্য সংহতকরণের ফলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র এক দশকে তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলারে। জিডিপির আকার ২০০৬ সালের ৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৩ গুণ কমে ১৮.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকারের বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বাণিজ্য সংহতকরণের ওপর ভিত্তি করে আজকের এই টেকসই অর্থনীতি ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ৩৯টি হাই-টেক পার্ক বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কর মওকুফ, রেমিট্যান্স রয়্যালটি, প্রস্থান নীতি, লভ্যাংশ এবং মূলধন সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, আইন দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষাসহ বিনিয়োগ নীতিকে আরও সহজ করার জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি, বিনিয়োগবান্ধব নীতি, বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার, কৌশলগত অবস্থান, উচ্চ মুনাফা, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ, শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যাপকহারে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, নদীর তলদেশে টানেল, গভীর সমুদ্র বন্দর এবং গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। পদ্মা বহুমুখী সেতু, পদ্মা সেতুর রেল লাইন সংযোগ, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমাদের সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ। ২০২৫ সালের মধ্যে শুধু লজিস্টিকস খাতই ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে পরিণত হবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন জ্বালানি, পানি, লজিস্টিকস এবং পরিবহন খাতে ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অবকাঠামো গড়ার সুযোগ রয়েছে। ২০৩১ ২-এর পাতায় দেখুন

হোটেল র‌্যাডিসনে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জোট-মহাজোট নয় এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে চাই

— মুজিবুল হক চুন্নু

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সব প্রস্তুতি জাপার আছে। এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে চাই। আমরা জোট, মহাজোট ইত্যাদি করতে চাই না। গতকাল রোববার রাজধানীর বনানীতে নিজ কার্যালয়ে এ কথা বলেন জাপা মহাসচিব। চুন্নু বলেন, তফসিল ঘোষণা ইসির রুটিনকাজ। এটার সঙ্গে আমাদের নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার সম্পর্ক নেই। নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়ার বিষয়টা নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষ জিম্মি অবস্থায় আছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ চেষ্টা করছে। সব দল নির্বাচন করতে পারলে এ সমস্যা হতো না। আমরা সরকারকে বারবার বলেছি একটা পরিবেশ তৈরি করুন, আলোচনায় সবাই আসুক। কিন্তু সরকার আহ্বান করলো না, যারা আন্দোলন করছে তারাও ছাড় দিয়ে কথা বললো না। মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, আমরা সরকার পদত্যাগ করে চলে যাক এটা চাই না। আবার সরকারকে বাধ্য করবো, এটাও চাই না। আমরা মাঝামাঝি পথে চাই, যে সংবিধানের আলোকে একটা পথ বের করা হোক যাতে সবাই নির্বাচনে আসে। ভোটাররা ভোট ২-এর পাতায় দেখুন

হরতালেও চলছে না দূরপাল্লার বাস

রাজধানীর সড়কে কম গণপরিবহন

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চম দফা অবরোধ শেষে দুদিনের হরতাল কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি ও জামায়াতসহ সমমনা দলগুলো। অবরোধের ন্যায় হরতালের মধ্যেও আতঙ্ক আর যাত্রী সংকটের কারণে চলছে না দূরপাল্লার বাস। রাজধানীতে গণপরিবহন চললেও সংখ্যায় কম। অফিস খোলা থাকায় ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে অফিসগামী যাত্রীদের। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কল্যাণপুর, টেকনিক্যাল, গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কে চাপ কম যানবাহনের। পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও যানবাহনের চাপ নেই সিগন্যালগুলোতে। টেকনিক্যাল মোড়ে কথা হয় উত্তরাগামী যাত্রী আফজালের সঙ্গে। তিনি বলেন, সাভার থেকে ছেড়ে আসা বাস থেকে টেকনিক্যালে নেমেছি। উত্তরা যাওয়ার মতো সরাসরি কোনো বাস পাচ্ছি না এখানে। অপেক্ষা করছি। দেড় ঘণ্টায় সরেজমিনে দেখা যায়, ইতিহাস, ডি-লিংক, সেলফি, রাজধানী, বৈশাখী, এসবি লিঙ্ক, সাভার পরিবহন, ঠিকানা পরিবহনসহ বেশ কিছু বাস চলাচল করছে। সেসব বাসে ঠাসা যাত্রী। নতুন যাত্রী তোলার মতো অবস্থা নেই। তবে গণপরিবহনের তুলনায় অন্যান্য যানবাহন বেশি চলাচল করতে দেখা যায় সড়কে। এরমধ্যে রয়েছে, ট্রাক, পিকআপ, মিনি ট্রাক, ময়লার গাড়ি, সিমেন্ট কোম্পানির গাড়ি, লরিসহ পণ্যবাহী পরিবহন। গাবতলী পর্বতা সিগন্যালে ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল জাকির হোসেন জানান, ভোরে ও সকালে কিছু দূরপাল্লার বাস ঢাকায় ঢুকতে দেখা গেছে। এরপর আর চলছে না দূরপাল্লার কোনো বাস। যেসব বাস চলাচল করছে এসব আন্তঃজেলা ও সাভার থেকে ঢাকার ভেতরে চলাচল করে। এর সংখ্যাও আজ কম। এই সিগন্যালে সাধারণ সময়ে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। এতো ব্যস্ত সময় পার করতে হয়। সেসবের কিছুই নেই আজ। অনেকক্ষণ পর একটি মোটরসাইকেলে ওঠেন সোহরাব আলী নামে এক যাত্রী। তিনি বলেন, অফিস বন্ধ থাকলে না ঠিক ছিল। হরতালে অফিস খোলা। গুলশান যাওয়ার মতো কোনো বাসের দেখা পাচ্ছি না। বাধ্য হয়ে রাইডে ২-এর পাতায় দেখুন

"ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে অফিসগামী যাত্রীদের"

'বিএনপি ভোটে এসে সহায়তা চাইলে অবশ্যই করবো'

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর বলেছেন, বিএনপি নির্বাচন এসে যদি সহায়তা চায় আমরা অবশ্যই সহায়তা করবো। যারা নির্বাচনে অংশ নেবে তাদের জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হবে। রোববার (১৯ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন মন্তব্য করেন। মো. আলমগীর বলেন, বিএনপি যদি বলে আমরা নির্বাচন করবো, আমাদের সহায়তা করেন। তাহলে অবশ্যই আমরা সহায়তা করবো। তবে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আমাদের না। যেসব দল নির্বাচনে অংশ নেবে, তাদের জন্য যতরকম চেষ্টা করা তা করা হবে। যারা নির্বাচনে আসবে না তাদের ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে রাজনৈতিক উত্তাপে হোটেল ব্যবসায় ধস

পর্যটন খাতে বড় ধাক্কা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে সরব বিরোধী দলগুলো। নিয়মিত বিরতিতে চলছে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি। এতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। বিশেষত, রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল, অবরোধ আর সহিংস কর্মকাণ্ডে দেশের আবাসিক হোটেলগুলোর ব্যবসায় এখন চরম মন্দা। বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় কমছে পর্যটকের সংখ্যা। সব মিলিয়ে ধস নামতে শুরু করেছে হোটেল ব্যবসা ও পর্যটন খাতে। সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ ঘুরে এবং সেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে কয়েক সপ্তাহ ধরে যে উত্তাপ-উত্তেজনা বিরাজ করছে তারই প্রভাব পড়েছে আবাসিক হোটেল ব্যবসায়। ঢাকার আবাসিক হোটেলগুলোতে বুকিং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। এতে ভরা মৌসুমের শুরুতেই লোকসানের শঙ্কায় পড়েছেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, এখন পর্যটনের মৌসুম। আবার বছরের শেষভাগে নানা সামাজিক ও করপোরেট অনুষ্ঠানের সময়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পর্যটনের এই মৌসুমেও দেশের আবাসিক হোটেলগুলোতে দেশি-বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অনেক কম। দেশে শিগগির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না ফিরলে তাদের লোকসানের বোঝা আরও বাড়বে। ঢাকার গুলশানে অভিজাত হোটেল দ্য ওয়েস্টিন। স্বাভাবিক সময়ে হোটেলটির লবিতে মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। তবে বিরোধী দলগুলোর সাম্প্রতিক অবরোধকালীন সেখানে গিয়ে জনাকয়েক মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অথচ বছরের এই সময় হোটেলটিতে দেশি-বিদেশি প্রচুর অতিথির যাওয়া-আসা হয়। এখন যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশই অতি জরুরি কাজে এসেছেন, তাদের মধ্যে পর্যটকের সংখ্যা একেবারেই কম। কথা হয় ওয়েস্টিনের প্রটোকল ম্যানেজার নাজিমুল হুদার সঙ্গে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার খুব বেশি প্রভাব পড়েছে আমাদের ব্যবসায়। অন্য বছর এসময় শতভাগ বুকিং থাকতো, এখন সেটা কমে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে নেমেছে। পিক সিজনে এ পরিস্থিতি চরম সমস্যায় ফেলেছে। বিভিন্ন হোটেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছেন, ঢাকার আবাসিক হোটেলগুলোতে বর্তমানে দেশি-বিদেশি পর্যটকের উপস্থিতি একদম কম। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় হোটেল ব্যবসার ভরা মৌসুম ধরা হয়। এসময় গড়ে অন্তত ৯০ শতাংশ রুম বুকিং থাকে। হরতাল-অবরোধ আর রাজনৈতিক অস্থিরতায় এবার তা দুই-তৃতীয়াংশ কমে ২-এর পাতায় দেখুন

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব

কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তাণ্ডব চালায় বিএনপি কর্মীরা : ডিবি

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে বিএনপির কর্মীরা তাণ্ডব চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। তিনি বলেন, রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ কেন্দ্রিক হরতাল ও অবরোধে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও পুলিশের সরকারি কাজে বাধা দেয় নেতাকর্মীরা। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগের ফলে জনমনে ভীতির সৃষ্টি হয়। গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির ডাকা সমাবেশে হামলা ভাঙচুর ও পুলিশকে মারধরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ জন ও গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজন বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে এ কথা বলেন। গ্রেপ্তাররা হলেন- বিএনপিকর্মী ইসমাঈল পাটোয়ারী (৬৫), শ্যামপুর থানার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল সাঈদ রনি, শ্যামপুর থানার ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ২০ নভেম্বর ২০২৩ ॥ ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

তফসিল পেছানো যায় কি না রাষ্ট্রপতি দেখবেন : রওশন

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেছেন বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদ। রোববার দুপুর ১২টার পর তিনি বঙ্গভবনে প্রবেশ করেন। দুপুর পৌনে ২টায় তিনি বঙ্গভবন থেকে বের হন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে রওশন এরশাদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির এমপি মসিউর রহমান রাঙ্গা, রাহগির আল মাহী এরশাদ সাদ, অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান ও বিরোধী দলের নেতার মুখপাত্র কাজী মামুনুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, ইসি ঘোষিত তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে রওশন এরশাদ তফসিল পেছানোর আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানাতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছেন। বঙ্গভবন থেকে রওশন এরশাদ বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন, তফসিল পেছানো বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য কী এর জবাবে রওশন বলেন, রাষ্ট্রপতি বলেছেন

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীসহ সারাদেশে র‍্যাবের ৪৬০ টহল দল মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশেই চলছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল। এমন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীসহ সারাদেশে ৪৬০ টহল টিম মোতায়েন করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গতকাল রোববার সকালে র‍্যাবের মিডিয়া বিভাগের পক্ষ থেকে এক ক্ষুদেবার্তায় বিষয়টি জানানো হয়। এতে বলা হয়, রাজধানীতে র‍্যাব ফোর্সের ১৬০টি টহল দলসহ সারাদেশে ৪৬০টি টহল দল মোতায়েন রয়েছে। গত কয়েকদিনে অবরোধ এবং হরতালকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে র‍্যাবের এসব টিম কাজ করেছে। এর আগে, বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এক ভার্চুয়াল সংবাদ ব্রিফিংয়ে হরতালের ডাক দেন। ঘোষিত তফসিল প্রত্যাখান করে রিজভী তখন বলেন, এই নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ কমিশন। জনমতকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে তফসিল জারি করে পুরো দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে সরকার। গত ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। তফসিল অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর, মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল ও নিষ্পত্তি ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৭ ডিসেম্বর, প্রতীক বরাদ্দ ১৮ ডিসেম্বর এবং নির্বাচনী প্রচারণা ১৮ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির ৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে বলে জানায় ইসি।

আমেরিকা স্যাংশনের দেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : আমেরিকাকে স্যাংশনের দেশ উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আমরা তো একদিনে আমেরিকা হতে পারব না। আমাদের ইচ্ছে ওনাদের মতো ভালো হতে। কিন্তু আমরা একদিনে হতে পারব না। গতকাল রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার ও তাদের মান উন্নয়ন নিয়ে সম্প্রতি একটি নতুন স্মারকপত্র স্বাক্ষর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্মারকপত্র প্রকাশের পর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তার বক্তব্যে কল্পনা আক্তার নামে বাংলাদেশের এক গার্মেন্টস শ্রমিক ও নেত্রীর কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দেন। এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা। জবাবে মোমেন বলেন, ওরা স্যাংশনের দেশ। ওরা দিতে পারে। ওরা বড় লোক। কিন্তু আমরা আমাদের মতো কাজ করব। বাস্তবতার নিরিখে আমরা কাজ করব। আমরা তো একদিনে আমেরিকা হতে পারব না। ওনারা (যুক্তরাষ্ট্র) যাদের টাকাটুকা দিয়ে রাখে তারা মনে করে একদিনে বাংলাদেশ আমেরিকা হয়ে যাবে। হঠাৎ করে ওনারা বড় লোকের কথা বললে তাজ্জবের বিষয় মনে হয়। আমেরিকার শ্রমিক ইতিহাস টেনে ড. মোমেন বলেন, আমেরিকার এ অবস্থায় আসতে আড়াইশ বছরের মতো সময় লেগেছে। আমেরিকাতে এক সময় শ্রমিকরা ক্রীতদাস ছিল। আব্রাহাম লিংকনের সময় এটা বাদ পড়ে। এটা বাদ পড়ায় আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ হয়। ১৯০০ শতকের শুরুতে আমেরিকায় প্রতিটি শ্রমিক ১৮ ঘণ্টা কাজ করত। ২০ সেন্ট মাত্র মজুরি পেত। সেই ইতিহাস তো আমরা ভুলিনি। আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা জানি। সে দিক থেকে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদক্ষেপে শ্রমিকরা আমেরিকার তুলনায় অনেক ভালো। এখন তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) জনপ্রতি আয় ৬৫ হাজার ডলার। আর আমার ২ হাজার ৮০০ ডলার। সেই তুলনায় আমার শ্রমিকরা অনেক ভালো। তাদের আমাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

কেউ নির্বাচনে অংশ না নিলে অপেক্ষা করা হবে না
— শাহরিয়ার আলম

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। তবে কোনো দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। গতকাল রোববার (১৯ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আইডিডিবির উদ্যোগে আয়োজিত 'দক্ষিণ

৭-এর পাতায় দেখুন

গণপরিবহনে মেশিন আছে ব্যবহার নেই

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকার গণপরিবহনে যাত্রীদের ভোগান্তি যেন নৈমিত্তিক ঘটনা, যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বাড়তি ভাড়া আদায়, যাত্রী হয়রানিসহ নানা অভিযোগ উঠছে নিয়মিত। ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরদের কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া যেন ঢাকার বাসে স্বাভাবিক ঘটনা। যাত্রীদের এসব ভোগান্তি নিরসনে সময় সময় কিছু উদ্যোগ নিলেও সুফল মিলছে না। যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় বন্ধ, যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ও হয়রানি বন্ধে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। কিন্তু সেই ঘোষণার এক বছরেও পুরোপুরি চালু হয়নি ই-টিকেটিং ব্যবস্থা। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি পরিবহনে এ ব্যবস্থা চালু হলেও অধিকাংশই এর তোয়াক্কা করছে না। গণপরিবহনে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালু না হওয়ায় যাত্রীদের ভোগান্তি রয়েই গেছে। যাত্রীদের অভিযোগ, অধিকাংশ বাসেই নেই ই-টিকেটিং ব্যবস্থা। আবার কোনো কোনো বাসে থাকলেও অনেক বাসে প্রয়োগ নেই। টিকিট ছাড়াই ভাড়া কাটেন কন্ডাক্টররা, সেই সঙ্গে আদায় করেন বাড়তি ভাড়া। আবার অনেক ক্ষেত্রে মেশিনেও বেশি ভাড়া রাখা হয়। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে কন্ডাক্টররা বলছেন, মেশিনেই ভাড়া কাটছেন তারা, ফলে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সড়কে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে গত বছরের ১৩ নভেম্বর মিরপুরকেন্দ্রিক ৩০টি কোম্পানির ১ হাজার ৬৪৩টি বাসে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালুর কথা জানায় মালিক সমিতি। চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে ১১টি কোম্পানির ৭১৭টি বাসে এবং তৃতীয় ধাপে আরও ১৩টি কোম্পানির ৯৪৭টি বাসে ই-টিকেট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিবহন মালিক সমিতির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীতে ৬০টি বাস কোম্পানি ও শহরতলি এলাকায় ৩৭টি বাস কোম্পানি মিলিয়ে মোট ৯৭টি বাস কোম্পানি রয়েছে। ঢাকা ও শহরতলি মিলিয়ে বাস আছে ৫ হাজার ৬৫০টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকার অভ্যন্তরে চলাচল করে ৩ হাজার ৩১৪টি বাস। বাকিগুলো চলে ঢাকাসহ আশপাশের জেলা ও উপজেলায়। গত কয়েকদিন ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বাসে ঘুরে দেখা যায়, ভিআইপি, দেওয়ান, বিকাশ, তরঙ্গ প্লাস, বলাকা, আজমেরী

৭-এর পাতায় দেখুন

ই-টিকেটিংয়ের ১ বছর

বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ যাত্রীদের

কয়েকটি পরিবহন বাদে সবই চলছে আগের নিয়মে

ডিভাইসে ত্রুটি, রোল না থাকার অজুহাত

যাত্রী চাইলে টিকিট দেয় না চাইলে নাই

হরতালে 'যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে'

দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বিরোধিতা করে দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো। হরতালে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে কিছুটা বিলম্বে ট্রেন ছাড়ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। গতকাল রোববার সকালে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে থাকা অন বোর্ড স্ক্রিনে দেখা যায়, পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস (৭০৫) সকাল ১০টায় স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি ১১টায়ও ছেড়ে যায়নি। তবে ট্রেনটি তখন প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিল। কিশোরগঞ্জগামী কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস (৭৮১) ট্রেন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও সেটিও তখন ছাড়েনি। সিলেটগামী জয়ন্তিকা এক্সপ্রেসও (৭১৭) যথাসময়ে ছাড়েনি। তারাকান্দিগামী অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস (৭৩৫) ট্রেন বেলা সাড়ে ১১টায় ছাড়ার কথা থাকলেও সেটি ছাড়ার সম্ভব্য সময় দেওয়া হয় দুপুর ১টা ৫ মিনিটে। এই একটি ছাড়া বাকি ট্রেনগুলো কখন ছাড়তে পারে সে বিষয়ে কোনো সম্ভাব্য সময় বেলা ১১টা পর্যন্ত জানানো হয়নি। স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় থাকা এক যাত্রী বলেন, রংপুরগামী রংপুর এক্সপ্রেস (৭৭১) দুই ঘণ্টা দুই মিনিট বিলম্বে কমলাপুর ছেড়ে গেলো। ট্রেনে ভ্রমণ নিরাপদ হলেও নির্ধারিত সময়ে না ছাড়ায় তা এখন ভোগান্তি হয়ে গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা (কমলাপুর) রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার মো. মাসুদ সারওয়ার বলেন, 'হরতাল অবরোধের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনগুলো কিছুটা বিলম্বে ছাড়ছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই ট্রেন চলাচল করছে। এতে আধা ঘণ্টা, এক ঘণ্টা সময় বেশি লাগায় যাত্রীদের কিছুটা ভোগান্তি হলেও আমাদের কাছে যাত্রীদের নিরাপত্তা সবার আগে।'

'উন্নত নিরাপদ টেকসই হবে স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজ'

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে, সেই স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজ উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, '২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সহনশীল। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা হবে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির ডাকা ৪৮ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিন রোববার গাজীপুর নগরীতে সড়কে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

ক্লিয়ারিং হাউজে চেক জমা দেওয়ার সময় বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : ক্লিয়ারিং হাউজে লেনদেনে আন্তঃব্যাংকের চেক নিষ্পত্তির জন্য চেক জমা দেওয়ার সময় আধা ঘণ্টা বাড়িয়ে নতুন সময়সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টে থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, স্বয়ংক্রিয় চেক নিকাশ ঘর (বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ-বিএসিএইচ বা ব্যাচ) এবং বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস) কার্যক্রমের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। এ সেবার মাধ্যমে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বা অন্য ব্যাংকের গ্রাহককে অর্থ পরিশোধ ও স্বয়ংক্রিয় চেক নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। বিএসিএইচ'র মাধ্যমে হাই ভ্যালু চেক (৫ লাখ টাকার বেশি) এবং রেগুলার ভ্যালু চেক (৫ লাখ টাকার কম) নিকাশ ব্যবস্থা নিষ্পত্তি করা

৭-এর পাতায় দেখুন

খান ইউনিস শহরও খালি করার নির্দেশ ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর গাজার পর এবার দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহর ছাড়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর আগে গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি বাহিনী স্থল অভিযান শুরু করার পর লাখ লাখ মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে খান ইউনিসে আশ্রয় নেন। কিন্তু ইসরায়েলি বাহিনীর নতুন নির্দেশনার ফলে দক্ষিণাঞ্চল থেকেও লোকজনকে সরে যেতে হচ্ছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসকে একেবারে নির্মূল করে ফেলাই হচ্ছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ১২০০ মানুষের মৃত্যু হওয়ার পর পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ১২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচ হাজারই শিশু। শনিবার খান ইউনিসের একটি বাড়িতে ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। ওই ঘটনার বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েল। কিন্তু খান ইউনিসে লিফলেট বিতরণ করেছে ইসরায়েল। সেখানকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উপদেষ্টা মার্ক রেজেভ বলেন, আমরা লোকজনকে অন্যত্র চলে যেতে বলছি কারণ আমরা চাই না বেসামরিক মানুষজন ক্রসফায়ারে মারা যাক। তিনি বলেন, ভূগর্ভস্থ টানেলে লুকিয়ে থাকা হামাস যোদ্ধাদের নির্মূল করতে ওই শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার দরকার হতে পারে ইসরায়েলি বাহিনীর। এদিকে ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, গাজার মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ১৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজার মধ্যাঞ্চলের নুসেইরাত ক্যাম্পের একটি বাড়িতে হামলার ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছে। অপরদিকে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন ডেটা সেন্টার চালু করলো ডিএসই

স্টাফ রিপোর্টার : অটোমেটেড ও নিরবচ্ছিন্ন লেনদেন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন ডেটা সেন্টার চালু করেছে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। এটি ১০৬ র্যাক সম্বলিত অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার বলে রোববার ডিএসই থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ডিএসই জানিয়েছে, ডেটা সেন্টারটি এরই মধ্যে এএনএসআই/টিআইএ-৯৪২, রেটেড-৩ (ডিজাইন এবং কন্সট্রাকশন) আন্তর্জাতিকমানের সনদ অর্জন করেছে। রেটেড-৩ ডেটা সেন্টারে পাওয়ার, কুলিং এবং অন্যান্য সিস্টেমগুলোকে অফলাইনে না নিয়ে এটিকে আপডেট এবং চলমান রাখার জন্য একাধিক পথ রয়েছে। যার ফলে, অ্যাপ্লিকেশন কার্যক্রম ব্যাহত না করে পরিকল্পনার ভিত্তিতে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতিগুলো সরানো/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। গত ১২ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নিকুঞ্জে ডিএসই টাওয়ারে

৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের মিছিল-মিটিং করার সুযোগ নেই
তানিয়া আমীর

স্টাফ রিপোর্টার : রিটকারী পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর বলেছেন, নিবন্ধন বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াতের আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় দলটির আর কোনো অস্তিত্ব থাকল না। তাই জামায়াত আজ থেকে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে না। কোনো মিছিল মিটিং করতে পারবে না। তিনি বলেন, যদি জামায়াত কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাহলে আমরা আদালত অবমাননার আবেদন নিয়ে আপিল বিভাগে যাব। গতকাল রোববার আপিল বিভাগের আদেশের পর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে, আজ জামায়াতে ইসলামীর আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ। ফলে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন তা বহাল রয়েছে বলে

৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলই থাকবে

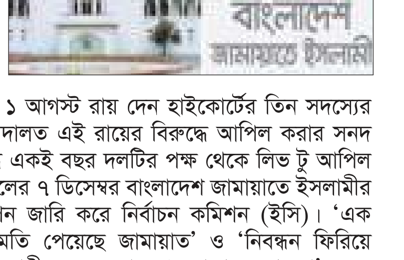

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল রবিবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের আপিল বেঞ্চ জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলই থাকবে বলে রায় দেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতকে নির্বাচন কমিশনের দেয়া নিবন্ধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০৯ সালে রিট করেন সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরীসহ ২৫ জন ব্যক্তি। রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট রায় দেন হাইকোর্টের তিন সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চ। একইসঙ্গে আদালত এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সনদ দেন। এরপর রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর দলটির পক্ষ থেকে লিভ টু আপিল (সিপি) করা হয়। ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। 'এক দশক পর সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে জামায়াত' ও 'নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জামায়াতে ইসলামীর, এক দশক পর ঢাকায় সমাবেশ'ড়এমন শিরোনামে বিভিন্ন গণমাধ্যমে গত ১০ জুন প্রতিবেদন ছাপা হয়। এসব প্রতিবেদন যুক্ত করে মিছিল, সভা, সমাবেশসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে জামায়াতকে বিরত রাখতে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে এবং জামায়াতের আমির, সেক্রেটারি জেনারেলসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরীসহ অন্যরা পৃথক আবেদন করেন।

জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান থাকবে
— মতিউর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেছেন, নিবন্ধন বাতিলের বিরুদ্ধে জামায়াতের আপিল খারিজ হলেও সংবিধান অনুযায়ী দলটি স্বাভাবিক রাজনীতি করার সুযোগ পাবে। জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। রোববার (১৯ নভেম্বর) নিবন্ধন বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াতের আপিল খারিজের আদেশের পর সাংবাদিকদের তিনি এসব বলেন। অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং হরতালের কারণে আমাদের সিনিয়র আইনজীবী শুনানি মুলতবি করার আবেদন দিয়েছিলেন। আপনারা জানেন এ মামলার আমাদের প্রধান আইনজীবী হচ্ছেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী। তার মুলতবির আবেদনটি আদালত

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

যুক্তরাজ্য-জার্মানির বাজারকে

সালের মধ্যে জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুপাত ৩১ দশমিক ৪৩ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনার কথা জানান সরকারপ্রধান। ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ও ধনীক শ্রেণির সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লাখ হবে বলে জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে আনুমানিক মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়াবে ৫ হাজার ৮৮০ মার্কিন ডলার। কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ৩০০ কোটি মানুষের আঞ্চলিক বাজারের কেন্দ্রস্থল হতে পারে। শেখ হাসিনা বলেন, এসব সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়েই, বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসুন, সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা আরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাই। আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করি। আমাদের ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং ব্যর্থ হওয়ার কোনো কারণও নেই। কারণ, আমরা একটি বিজয়ী জাতি। তিনি আরও বলেন, আসুন সবাই মিলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ সম্বলিত উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, ফিকির প্রেসিডেন্ট নাসের আজাজ বিজয় প্রমুখ। ফিকির যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৩ সালে। এ বছর চেম্বারটি ৬০ বছরে পদার্পণ করল। শীর্ষস্থানীয় একটি চেম্বার হিসেবে ফিকি বাংলাদেশের ২১টিরও বেশি খাতে বিশ্বের ৩৫টি দেশের বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্ব করছে। ছয় দশকের এ যাত্রায় চেম্বারের ২০০টিরও বেশি সদস্য-প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব অর্জনে অবদান রেখেছে। এছাড়া ফিকি দেশের ৯০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ এফডিআই-এর প্রতিনিধিত্ব করছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

‘বিএনপি ভোটে এসে সহায়তা

পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কোনো অভিযোগ আসলে এবং অভিযোগ প্রমাণ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তথ্যবহুল হতে হবে। কয়েকটি দল অভিযোগ করছে নির্বাচনের পরিবেশ নেই-এমন বিষয় সামনে আনলে মো. আলমগীর বলেন, চিরকাল সরকারি দল এবং বিরোধী দল পরস্পরের ওপর অভিযোগ করে। এটা ১৯৭০ সাল থেকে আমি দেখে আসছি। ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত। ক্ষমতাসীন দলসহ ১০টি দল এরই মধ্যে জোটবদ্ধ হয়ে ভোটে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো এখনো কোনো সাড়া দেয়নি। বরং তারা একদফা দাবি আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বেশ কয়েকটি দল তাদের প্রার্থী নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রিও শুরু করেছে।

হরতাল-অবরোধেও চলছে

তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় অবস্থিত উদয়ন স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবু সাঈদের বাবা হাজী মো. শাহজাহান বলেন, বাচ্চাদের পরীক্ষার জন্য হলেও ১৫দিন রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থগিত রাখা উচিত। আমার ছেলে নিজে স্কুলে আসতে পারলেও হরতাল-অবরোধের কারণে তাকে এখন একা পাঠাই না। অফিস রেখে তাকে স্কুলে নিয়ে আসতে হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ করে তাকে বাসায় দিয়ে তারপর অফিসে যেতে হবে। বছরের শেষে এ ধরনের কর্মসূচি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রুবাবা দৌলার বাবা সাইফুল ইসলাম বলেন, হরতাল-অবরোধে মধ্যে স্কুলে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু বাচ্চারা কীভাবে আসবে সেই চিন্তা না করছে সরকার, বিরোধী দল বা স্কুল কর্তৃপক্ষ। কারণ তাদের সন্তান পড়াশোনা করে বিদেশে। আর দেশে পড়লেও তারা নিরাপত্তা নিয়েই স্কুলে আসে। কিন্তু যত কষ্ট হয় আমাদের। হরতাল-অবরোধের মধ্যে পরীক্ষা না নিয়ে মঙ্গলবার, শুক্র ও শনিবার নেওয়ার দাবি জানান তিনি। বিরোধী দলগুলোর এসব কর্মসূচির মধ্যেই রাজধানীর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুলে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। ছুটির দিনগুলোতে সুযোগ বুঝে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আজ (রোববার) থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়ন পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী বলেন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে। এজন্য শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার তিনদিন পরীক্ষা নেওয়ার হচ্ছে। তবে যেসব ক্লাসে বিষয় বেশি সেসব ক্লাসে অন্যান্য দিনেও পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকদের বলা হয়েছে যে, আপনার সন্তানকে সাবধানে স্কুলে নিয়ে আসবেন। ভিকারুননিসা স্কুলে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, পরীক্ষা চলাকালে যাতে সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচি না দেওয়া হয়, সেজন্য গতকাল (শনিবার) রাজধানীতে মানববন্ধন করে উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছি। সন্তানরা যাতে নির্ভয়ে ও স্বাচ্ছন্দ্যে স্কুলে আসতে পারে, আনন্দের সাথে বার্ষিক মূল্যায়নে অংশ নিতে পারে সেই দাবি জানিয়েছি। তাছাড়া আনন্দের পরীক্ষা যেন বিষাদে পরিণত না হয় সেই দাবি জানিয়েছি। অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, স্কুলগুলো পড়েছে ঝামেলায়। একদিকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে, অন্যদিকে সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দাবি হলো রাজনৈতিক দলগুলোকে শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু তারা করছে না। আমরা চাই কোনো কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যেন রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার না হয়। কিন্তু গত ১৫ দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমরা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন। তার দাবি, যেসব শিক্ষার্থী হরতাল-অবরোধে স্কুলে আসতে পারছে না, তাদের অনুপস্থিত দেখানো যাবে না। বরং ক্লাসে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ক্লাস করাতে হবে।

জোট-মহাজোট নয় এককভাবে

দিতে পারবে এ আস্থা আমাদের নেই। আস্থা পেলেই আমরা ভোটে যাবো। তিনি বলেন, এখন আমরা দ্বিধায় আছি। নির্বাচনে যাবো কি না, যাওয়া ঠিক হবে কি না, জনগণের কী অবস্থা। এ সংশয় থেকে বের হতে পারিনি। যার কারণে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগছে। আমরা জনগণের দাবি প্রাধান্য দিচ্ছি। সঠিকভাবে যদি ভোট হয় আমরা এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে চাই। আমরা জোট, মহাজোট ইত্যাদি করতে চাই না। সঠিকভাবে ভোট হলে আমরা যদি একটি আসনও না পাই কোনো আপত্তি নেই। যে দল আসন বেশি পেয়ে সরকার গঠন করবে, আমরা তাদের সহযোগিতা করবো। রওশন এরশাদ প্রসঙ্গে চুন্নু বলেন, তিনি (রওশন) আমাদের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু দলীয় কোনো সিদ্ধান্তে তার এখতিয়ার নেই। উনি অসুস্থ, উনার স্বাভাবিক জ্ঞানটা নেই। উনাকে কিছু লোক বিভ্রান্ত করছে। উনি ইসিতে মহাজোটের হয়ে নির্বাচনের জন্য চিঠি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমি ওনাকে ফোন দিয়েছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করেছি কেন দিয়েছেন। উনি বলেছেন, এটা আমি এমনি দিয়ে দিয়েছি। একটা পত্রিকায় লেখা দেখলাম রওশন ম্যাডাম চিঠিতে সই করেননি। ওনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থে ওনাকে ব্যবহার করছেন।

রাজধানীর সড়কে কম

মোটরসাইকেলে ওঠা। আমার মতোই দশা অন্য সাধারণ যাত্রীদের। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে ও একদফা দাবি আদায়ে দেশব্যাপী রোববার সকাল ছয়টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টার হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো। রাত থেকেই রাজধানীসহ সারাদেশে শুরু হয়েছে পিকেটিং, বাসসহ পরিবহন পোড়ানোর মতো ঘটনা। যার প্রভাবে খা খা করছে গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল। সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, বেশিরভাগ কাউন্টারই খোলা। কিন্তু টিকিট বেচাবিক্রি নেই। কাউন্টারে নেই যাত্রী। হাঁকডাক নেই কাউন্টারগুলোতে। অনেক বাস কাউন্টার দেখা গেছে বন্ধ। কমফোর্ট লাইন (প্রা.) লিমিটেডের কাউন্টার মাস্টার মোহাম্মদ সুমন বলেন, যাত্রী না থাকার কারণে আমরা বাস ছাড়তে পারছি না। আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিদিন বাসের স্টাফ, চালকদের বেতন দেওয়া লাগে। পূর্বাসা পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার সাইফুল ইসলাম বলেন, আজকে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো যাত্রী বাস কাউন্টারে দেখা যায়নি। যাত্রী হলে আমরা অবশ্যই বাস ছাড়বো। সূর্যমুখী পরিবহনের ম্যানেজার সারওয়ার হোসেন বলেন, সকাল থেকে বসে আছি। যাত্রীর দেখা নেই। একটি বাস ছাড়তে হলে অন্তত ১৫/২০ জন যাত্রী লাগে। অবরোধ-হরতালে ক্ষতিটা বেশি পরিবহন শ্রমিকদের। নেত্রকোণা যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাউন্টারে আসা হাবিব রহমান নামে এক যাত্রী বলেন, ঢাকায় থাকি, বাড়িতে পরিবার। বউ অসুস্থতার খবর পেয়ে গাবতলীতে আসি। জানি হরতাল। তবুও যদি যায় কোনো বাস। এই আশা নিয়ে আসছিলাম কাউন্টারে। বাস থাকলেও যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তাণ্ডব

সদস্যসচিব এসএম মুরাদ হোসেন মামু এবং যুবদলকর্মী মাকসুদুর রহমান মাসুদ, মোস্তফা কামাল সুমন। বাসে আগুন দেওয়ার অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী আল আমিন (২৯)। অতিরিক্ত কমিশনার হারুন বলেন, শাহজাহানপুর থানার কমলাপুর রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে বিএনপির বিভিন্ন নেতাকর্মীরা গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও পুলিশকে মারধর করে। ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায় ইসমাঈল পাটোয়ারী দুটি সবুজ রঙের প্লাস্টিকের লাঠি নিয়ে নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ওপর হামলা করে। এছাড়া বিএনপি নেতা আবদুস সামাদের কর্মী সাঈদ রনি, মুরাদ ও মাসুদ। তারা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশের ওপর হামলা ও পুলিশ বক্সে আগুন দেওয়ার ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এছাড়া বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজেও তাদের দেখা গেছে। গ্রেপ্তার মোস্তফা কামাল সুমন ২৮ অক্টোবর সমাবেশের দিন পুলিশের ওপর হামলা করে এক পুলিশ সদস্যের দাঁত ভেঙে ফেলে। এমনকি এ ঘটনার ছবি প্রকাশ করে ফেসবুকে লিখেছেন দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছি। পৃথক আরেক ঘটনায় গত ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর বংশাল এলাকায় আকাশ পরিবহনে যাত্রীবেশে উঠে আগুন দেওয়ার ঘটনায় আল-আমিন নামে এক বিএনপির কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিবিপ্রধান বলেন, সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জ থেকে গাজীপুর রুটে চলাচল করা আকাশ পরিবহনের একটি গাড়ি বংশাল থানার নবাব ইউসুফ রোডের ট্রাফিক সিগন্যালে থামলে যাত্রীবেশে কয়েকজন উঠে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নেমে যায়। এ ঘটনায় জড়িত আল-আমিনকে কেরানীগঞ্জ থানার চুনকটিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাশকতা ও আগুনের ঘটনায় জড়িতরা গ্রেপ্তারের পর ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। পাশাপাশি তারা বলেছে, এ নাশকতা তাদের পূর্বপরিকল্পিত।

দ্বিতীয় দিনে আ.লীগের ১২১২

পাশাপাশি স্থানীয় নির্বাচনেও প্রার্থীর অংশগ্রহণ বেড়েছে বলে জানান দলটির দপ্তর সম্পাদক। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, এই দুই দিনের তুলনায় আরও বেশি বা সমপরিমাণ মনোনয়ন ফরম আগামী দুই দিনে বিক্রি হবে। এক প্রশ্নের জবাবে বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, আওয়ামী লীগই প্রথম অনলাইনে মনোনয়ন ফরম বিক্রি করা শুরু করেছে। আর কোনো দল এটি করেনি। এ প্রক্রিয়া জনপ্রিয় হতে সময় লাগবে। গত দুইদিনে ৪৬ জন অনলাইনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছে। এই সংখ্যাটি কম নয়। এর আগে, গতকাল (শনিবার) সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম বিক্রি কার্যক্রম শুরু করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর থেকে উৎসবের আমেজে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা।

দেশে রাজনৈতিক উত্তাপে

গেছে। রাজধানীর আরেক অভিজাত হোটেল আমারি লিলি লেক ভিউ রেসিডেন্সে। হোটেলটির ম্যানেজার খন্দকার এএসএম জাকারিয়া বলেন, অন্য সব ব্যবসায়ও খারাপ অবস্থা। সেজন্য করপোরেট কাস্টমার কম। তাদের মতো আমরাও ভুগছি। হোটেলের মতো মানুষ ঝুঁকি নিয়ে বাইরে থাকতে চাচ্ছে না। সেজন্য হোটেলগুলোতে বর্ডার/অতিথি কমে গেছে। শুধু প্রথম সারির এমন অভিজাত হোটেলগুলোই নয়, রাজধানীর পল্টন ও আশপাশের এলাকার মধ্যম ও নিম্নসারির সাধারণ আবাসিক হোটেলগুলোও এখন অনেকটাই ফাঁকা। সেসব এলাকার একাধিক হোটেল ঘুরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি হোটেলের অধিকাংশ কক্ষই ফাঁকা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি হয়রানির ভয়েও মানুষ সেখানকার আবাসিক হোটেলগুলো এড়িয়ে চলছেন। সেগুনবাগিচায় তোপখানা রোডের আবাসিক হোটেল কর্ণফুলীতে গিয়ে দেখা গেছে, হোটেলটিতে ৩৫টি কক্ষ। বর্তমানে সেখানে রয়েছেন মাত্র ১০ জন অতিথি। গত বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় হোটেলের ম্যানেজার সেলিম উদ্দিনের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, কিছু বর্ডার ছিল। ১৯ ও ২০ নভেম্বর (রবি ও সোমবার) আবার হরতালের খবরে পর পুরো হোটেল ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, মানুষ এখন ঢাকায় এসে কী করবে। কোথাও কোন কাজ হয়ে যাচ্ছে না। কর্মদিবসগুলোতে লাগাতার হরতাল বা অবরোধ দেওয়া হচ্ছে। পল্টন মোড়ের কাছে অভিজাত আবাসিক এশিয়া হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টেরও একই অবস্থা। সেখানে ৫৪টি কক্ষের মধ্যে অর্ধেকই খালি। এ হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসার জসিমউদ্দিন বলেন, সবাই অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চায়। যাদের ঢাকায় আসা খুব প্রয়োজন, তারাও এসময় কম আসছেন। বিদেশি গেস্টের সংখ্যাও একেবারে কম। তিনি বলেন, আমাদের এখানে ব্যবসায়ী ও মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক গেস্ট বেশি থাকেন। তারপরও এখন ফাঁকা। রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে ঢাকার বাইরে থেকে কেউ আসছেন না। বিভিন্ন হোটেলের দায়িত্বরত কর্মকর্তারাজানিয়েছেন, বেশকিছু হোটেলে দু-একদিন পরপর পুলিশ আসছে। কড়াকড়ি আগের থেকে বেড়েছে। ফলে অনেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়াতে হোটেলে আসছেন না। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত সহিংস ঘটনা ঘটছে। এসব কারণে মানুষ উদ্বিগ্ন। তবে কোনো দুর্বৃত্ত বা সহিংসতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি যেন হোটেলে না উঠতে পারেন সেজন্য অধিকাংশ হোটেলে হোটেল কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে নজরদারি বাড়িয়েছে। তারা বলেছেন, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে অতিথিদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে কক্ষ ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। নাম দিয়ে আসা ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত কি না, তা খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। শুধু ঢাকা নয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় হোটেল ব্যবসায় মন্দা সময় চলছে দেশের প্রধানতম পর্যটন শহর কক্সবাজার, কুয়াকাটা ও সিলেটেও। একই অবস্থা কুয়াকাটায়ও। সেখানকার হোটেল কর্মকর্তারা বলছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাদের হোটেল ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কুয়াকাটা গেস্ট হাউজের পরিচালক ও কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোতালেব শরীফ বলেন, হরতাল-অবরোধের কারণে বেশিরভাগ হোটেলের রুম এখন অতিথিশূন্য। দূরপাল্লার গণপরিবহন চলছে না। ফলে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছে না। এ কারণে হোটেলগুলোতেও পর্যটক/অতিথির সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক হোটেলে বুকিং বাতিল করা হচ্ছে। হরতাল-অবরোধে পরিবার-পরিজন নিয়ে কেউই ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ করতে চায় না। হোটেল ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাজনৈতিক অঙ্গনের চলমান পরিস্থিতিতে হোটেল মালিকরা যেমন লোকসানে পড়বেন, পাশাপাশি এ খাতের কর্মচারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ব্যবসায় ধস নামায় অনেক হোটেল মালিক বাধ্য হয়ে কর্মচারীদের ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে ঠিকমতো বেতন দিতে পারছেন না। এ পরিস্থিতিতে খাত সংশ্লিষ্টদের চাওয়া, দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন দেশের স্থিতিশীলতা ফেরে। যেন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়। অন্যথায় তাদের অনেকের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার উপক্রম হবে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা শিক্ষাব্যবস্থায় বিপর্যয়ের আশঙ্কা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : লাগাতার রাজনৈতিক কর্মসূচি হরতাল-অবরোধ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বছরের শেষ সময় পরীক্ষা-মূল্যায়ন ও নতুন স্কুলে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। প্রস্তুতি চলছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার। শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে অগ্নিসন্ত্রাস, বাস-ট্রেনে আগুন শিক্ষার্থীদের মনে বাড়তি চাপ ফেলছে। ফলে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অজানা শঙ্কা। এমনিতেই করোনার কারণে দুই বছরের বেশি সময় স্কুলের বাইরে থাকতে হয়েছে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীকে। বন্ধ ছিল সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনলাইনে পাঠদান আর বাড়ির কাজ চললেও তা খুব কার্যকর হয়নি। এর মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নাজুক অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্টদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, হরতাল-অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে চাকরির পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, ক্লাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। হরতাল-অবরোধের মধ্যে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে ভয় পায়। অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তায় থাকেন। চলতি বছরের শেষদিকে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শঙ্কা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে আগেভাগেই বই পাঠ ও বার্ষিক পরীক্ষা এগিয়ে আনছে প্রতিষ্ঠানগুলো। রয়েছে বছরের শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ সময় বার্ষিক পরীক্ষা, মূল্যায়ন, নতুন স্কুলে ভর্তি, এই উৎসবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। চলমান টানা অবরোধে শিক্ষা ক্যালেন্ডারে প্রভাব পড়ায় সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। অবরোধ ও হরতালে দেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়নি। ক্লাস চলছে স্বাভাবিক নিয়মে। তবে উপস্থিতি কম। সূত্র জানায়, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী চলতি মাসেই শেষ হবে বার্ষিক পরীক্ষা। এরপর শুরু হবে নতুন শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম। ফেব্রুয়ারি মাসে এসএসসি পরীক্ষায় বসবে ২০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব ফেলবে এই পরীক্ষার্থীদের ওপরও। এর মধ্যে হরতাল-অবরোধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের পরীক্ষাও পিছিয়ে গেছে। তবে উচ্চমাধ্যমিককলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো সেভাবে প্রভাব পড়েনি, তবে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমেছে। একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই হরতাল-অবরোধে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে। সবার কাছে নতুন হওয়ায় অনেকে তা বুঝে উঠতে পারছেন না। স্কুলে স্কুলে মূল্যায়ন চলছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অবশ্যই তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এদিকে শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতি সে ধরনের কর্মসূচি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর শাহেদুল খবির চৌধুরী। তিনি বলেন, হরতাল বা অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে।

সড়ককে নিরাপদ করতে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার : সড়কে প্রাণহানির সংখ্যা কমাতে হলে সড়ককে নিরাপদ করতে হবে। এজন্য জাতিসংঘ নির্ধারিত নিরাপদ সড়কের পাঁচটি স্তম্ভ অনুসরণ করে নতুন সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গতকাল রোববার 'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেমব্রেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস' উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। রোড সেফটি কোয়ালিশন বাংলাদেশের উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটি ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এই সেমিনার ও র‍্যালির আয়োজন করে। রোডক্র্যাশে হতাহতদের স্মরণে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় রোববার বিশ্বব্যাপী 'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেমব্রেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস' পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'আমরা স্মরণ করি যারা রোডক্র্যাশে মারা গেছেন তাদের, সহায়তা নিয়ে পাশে থাকতে চাই যারা আহত হয়েছেন তাদের এবং জীবন বাঁচাতে নিচ্ছি কার্যকর উদ্যোগ'। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান নিটোরের সামনে থেকে নিরাপদ সড়কের দাবিতে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এতে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরাসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। শোভাযাত্রা শেষে নিটোরের মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। যে যেভাবে পারছে সড়ক ব্যবহার করছে। ফলে দেশে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং আইন মানার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।' সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. কাজী শামীম উজ্জামান। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব এবং নিটোরের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক খন্দকার আবদুল আউয়াল (রিজভী)। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে সড়কে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যাই হোক না কেন সড়ক প্রাণহানি ঘটিয়ে চলেছে। এটা সত্য। অথচ এটি প্রতিরোধযোগ্য। তাই উন্নত দেশের মতো জাতিসংঘ স্বীকৃত নিরাপদ কৌশল অনুসরণ করে সড়ক নিরাপত্তা আইন করা প্রয়োজন। গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটরের ইন-কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর ড. শরিফুল আলম বলেন, ‘কোনো সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হলে বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। সড়কে মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করতে হলে প্রথমেই সড়কে প্রাণহানির প্রকৃত সংখ্যা উদঘাটন করে এর সমাধান করা উচিত। এ ছাড়া বিদ্যমান সড়ক পরিবহন আইন ও বিধিমালায় সড়ককে নিরাপদ করার বিষয়কে তেমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই সড়ককে নিরাপদ করতে আলাদা করে সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা জরুরি।’ সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. মোনায়েম হোসেন ও সেক্রেটারি অধ্যাপক ডা. জাহাঙ্গীর আলম। সেমিনারে আরও ছিলেন- বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড সেফটি কোয়ালিশনের সদস্য এবং সাংবাদিকরা।

আ.লীগের মনোনয়ন ফরম কিনলেন আইজিপি’র ভাই

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-২ আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন প্রয়াত সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের স্ত্রী বর্তমান সংসদ সসদ্য জয়া সেন গুপ্ত এবং পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের ভাই চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। গতকাল রোববার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তাদের পক্ষে ফরম সংগ্রহ করা হয়। সিলেট বিভাগীয় মনোনয়ন বিতরণ বুথের দায়িত্বে থাকা আওয়ামী লীগের উপ কমিটির সদস্য সামসুল কবির রাহাত জানান, জয়া সেন গুপ্ত ও চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদের পক্ষে নেতাকর্মীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মাহমুদ শাল্লা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের স্ত্রী সংসদ সদস্য জয়া সেন গুপ্তও এই আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি চলছে দ্বিতীয় দিনে। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শুরু হয়, বিকাল ৩টা পর্যন্ত ১০০৩টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। এতে আয় হয়েছে ৫ কোটি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেনআওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। তিনি জানান, সকাল থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ২২৭টি, চট্রগ্রাম বিভাগে ১৮৫টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৯টি, সিলেট বিভাগে ৫২টি, খুলনা বিভাগে ১৫৫টি, বরিশাল বিভাগে ৭৯টি, রাজশাহী বিভাগে ১১৯টি ও রংপুর বিভাগে ৯৭টি ফরম বিক্রি হয়েছে।

গ্রেফতার-দমন-পীড়ন আ.লীগের একমাত্র অবলম্বন : জোনায়েদ সাকি

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রেফতার-দমন-পীড়ন আওয়ামী লীগের একমাত্র অবলম্বন বলে মন্তব্য করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, ‘আরেকটা একতরফা নির্বাচন করতে পারলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কূটনৈতিক সংকটে পড়বে।’ গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে ‘একতরফ’ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদের দেশব্যাপী হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করে গণতন্ত্র মঞ্চ। জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু পুলিশ-র‌্যাব-বিজিবির ছায়াতলে তাদের থাকতে হয়। একা মাঠে নামার সাহস করে না। এভাবেই দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিচ্ছে তারা। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে তারা যদি আরেকটা একতরফা নির্বাচন করতে পারে তাহলে, দেশে রাজনৈতিক সংকট, দেশের মানুষের অধিকার বন্ধ করে দেবে। তাদের আর ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যায় না। কেবল দেশের মানুষের অধিকার আর অর্থনৈতিক বিপর্যয় করছে তা নয়, তারা আরেকটা একতরফা নির্বাচন করতে পারলে দেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কূটনৈতিক সংকটে পড়বে। দেশ নানা ধরনের বিপদের মধ্যে পড়বে।’ তিনি বলেন, ‘গদি টিকিয়ে রাখতে বর্তমান সরকার দেশের মানুষ এবং দেশের অস্তিত্ব নিয়ে বাজি ধরছে। মানুষ তাই একতরফা তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে।’ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে চায় মন্তব্য করে সাকি বলেন, ‘এ কারণেই তারা আজগুবি যুক্তি মানুষের সামনে হাজির করছে। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, নিজেরা সন্ত্রাস করে, নিজেদের এজেন্ট দিয়ে সন্ত্রাস করিয়ে, পুলিশ মেরে, সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে, প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনে হামলা করে পুরো দোষটা বিরোধী দলের ওপর চাপিয়ে দিল। সর্বাত্মক দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। প্রতিদিন গণতন্ত্র মঞ্চ, বিএনপিসহ সব বিরোধীদলের শত শত নেতাদের গ্রেপ্তার করছে। এটাই হলো তাদের একমাত্র অবলম্বন।’ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, ‘রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে চাই। আলাপ-আলোচনা করে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান দেখতে চাই। এই সরকার পদত্যাগ করে কীভাবে নির্বাচনকালীন সরকার হবে- এ বিষয়ে যদি সরকারি দল নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে বিরোধী দল আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের নামে আরেকটা ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো তামাশা এ দেশের মানুষ কোনোভাবেই হতে দেবে না। সময় এখনও কয়েক দিন আছে। আলোচনা করুন, সিদ্ধান্ত নিন। সোজাপথে হাঁটলে সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আপনাদের বিদায় নেওয়ার সুযোগ আছে।’ এ সময় নির্বাচনী তফসিল স্থগিত করে, সব বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিয়ে, হাজার হাজার হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান তিনি। সমাবেশে আরও ছিলেন- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সাধারণ সম্পাদক শহিদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, ভাসানী অনুসারী পরিষদের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান রিজুসহ গণতন্ত্র মঞ্চের অন্য নেতারা।

কাজের সন্ধানে ঢাকায় এসে আগুনে পুড়ে মারা গেলেন রবিউল

স্টাফ রিপোর্টার : কাজের সন্ধানে ঢাকায় এসে আগুনে পুড়ে মারা গেলেন রবিউল ইসলাম (২৭) নামে এক যুবক। গতকাল রোববার ভোরে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক মো. তরিকুল ইসলাম। তিনি জানান, রবিউলের শরীরের ২৬ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। গত শনিবার দিবাগত রাতে শ্যামপুর এলাকায় একটি স্টিল মিলে বেশ কয়েক জন শ্রমিক কাজ করার সময়ে (লোহা গলানোর) সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে, এতে রবিউল সহ চার শ্রমিক দগ্ধ হন। বরগুনা সদর উপজেলার পোট্কাখালী গ্রামের মো. সিদ্দিক মিয়ার ছেলে রবিউল। দুই বোন এক ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। তার স্ত্রী অন্তঃসত্তা। ডিএমপির কদমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রলয় কুমার সাহা বলেন, বাসেদ স্টিল মিলে শ্রমিকরা ইলেকট্রিক চুল্লিতে কাজ করার সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে চার জন শ্রমিক দগ্ধ হন। তাদের মধ্যে রবিউল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। একজন ভর্তি আছেন, বাকি দুই জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। আহতদের মধ্যে রবিউলের শরীরই বেশি পরিমাণ দগ্ধ হয়। বাকিদের মধ্যে আশহিরুল ইসলামের ৮ শতাংশ, মাজহারুল ইসলামের ১ শতাংশ ও শাহআলমের সামান্য দগ্ধ হয়। মৃতের বাবা সিদ্দিক মিয়া বলেন, ছেলে আমার বাড়িতেই ছিল। কাজের সন্ধানে সপ্তাহ খানিক আগে ঢাকা যায়। শুনেছি সে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিও পেয়েছে। এরইমধ্যে খবর পাই সে দুর্ঘটনা শিকার হয়ে মারা গেছে।

অনলাইনে নৌকার ফরম কিনে জমা দিলেন মোহাম্মদ এ আরাফাত

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম অনলাইনে কিনেছেন ও জমাও দিয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আরাফাত। গতকাল রোববার ফরম জমা দেন বলে নিশ্চিত করেছেন তার মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা মাইকেল চৌধুরী। গণমাধ্যমে পাঠানো বার্তায় মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু স্বপ্ন দেখায় না, সেটির বাস্তবায়নও করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের যে রূপরেখা দিয়েছে, সেটি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে নিজেদের দলীয় মনোনয়নপত্র ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো অনলাইন সেবা চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন স্বপ্নচারী রাজনীতিবীদ। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দিন-রাত তিনি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি চলছে দ্বিতীয় দিনে। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শুরু হয়, বিকাল ৩টা পর্যন্ত ১০০৩টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। এতে আয় হয়েছে ৫ কোটি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেনআওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। তিনি জানান, সকাল থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ২২৭টি, চট্রগ্রাম বিভাগে ১৮৫টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৯টি, সিলেট বিভাগে ৫২টি, খুলনা বিভাগে ১৫৫টি, বরিশাল বিভাগে ৭৯টি, রাজশাহী বিভাগে ১১৯টি ও রংপুর বিভাগে ৯৭টি ফরম বিক্রি হয়েছে।

নাশকতার মামলায় শ্রমিক দলের নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : নাশকতার মামলায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা শ্রমিকদলের সভাপতিসহ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-১০)। গত শনিবার দিবাগত রাতে যাত্রাবাড়ী এলকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-১০-এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন এ তথ্য জানান। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- যাত্রাবাড়ী ৬২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের আহ্বায়ক মো. আলী আকবর (৪৪), শ্রমিক দলের সদস্য সচিব মো. জিয়াউল হাসান খান (৪০),যাত্রাবাড়ী ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. শুক্কুর আলী (৫২), ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিক দলের সভাপতি মো. আবু বক্কর (৫৭)। মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন বলেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা মামলায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ সূত্রে তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন সময় নাশকতার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে তারা। এর আগে, তারা রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, সায়দাবাদ, ধোলাইপাড়, গোলাপবাগ, ডেমরা, দনিয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি ভাঙচুর, বাসে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন প্রকার নাশকতামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। গ্রেফতারদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানায় র‌্যাব।

একতরফা নির্বাচন হলে সরকার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় পড়বে : নুর

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ নির্বাচনের তফসিল বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলসমূহের ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে গণঅধিকার পরিষদ। গতকাল রোববার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে পুরানা পল্টন আল রাজী কমপ্লেক্সের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে পল্টন মোড়, নাইটিঙ্গেল মোড়, বিএনপি অফিসের সামনে দিয়ে বিজয়নগর পানির ট্যাংকের মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, একতরফা নির্বাচন হলে সরকার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় পড়বে। তাই প্রধানমন্ত্রীকে বলবো, আপনি একতরফা নির্বাচন করে দেশকে ব্যর্থ ও পঙ্গু রাষ্ট্রে পরিণত করবেন না। তিনি বলেন, এ দেশের মানুষ ৭৫-এ যেমন বাকশাল মেনে নেয়নি, একতরফা নির্বাচনও মেনে নেবে না। আমাদের উন্নয়ন সহযোগী বন্ধুরাষ্ট্র, সংস্থাগুলো বারবার সরকারকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শ্রম অধিকার সুরক্ষা দিতে সতর্ক করছে। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ব্যতীত দলীয় সরকারের অধীনে ফেরেশতা দিয়েও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না মন্তব্য করে নুর বলেন, ভারতের কথায় দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে গণতন্ত্র ধ্বংস করে ৭৫-এর মতো একদলীয় বাকশাল কায়েম করতে ১৪, ১৮-তে একতরফা নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য আব্দুজ জাহের, আবু হানিফ, শাকিল উজ্জামান, শহিদুল ইসলাম ফাহিম, ফাতেমা তাসনিম প্রমুখ।

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ, আসামির যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুরের পীরগাছায় পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের দায়ে আসামি সোহেল রানাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার দুপুরে রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২ এর বিচারক রোকনুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি উপস্থিত ছিল। পরে তাকে পুলিশি পাহারায় আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়, রংপুরের পীরগাছা উপজেলার পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া ওই শিক্ষার্থী আসামির মায়ের কাছে আরবি পড়তো। এজন্য প্রতিদিন সকালে ওই বাড়িতে যেত। ওই বাড়িতে গেলে শিশুটিকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করতো। ২০১৬ সালের ১ আগস্ট সকালে শিশুটি আরবি পড়তে গেলে ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে আসামি সোহেল রানা ঘরের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণ করে। শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে আসামি পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে পীরগাছা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে সোহেল রানা ও তার সহযোগী রত্না বেগমকে আসামি করে মামলা করে। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই কনক কুমার গত ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দুই আসামির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার বিচার শুরু হলে ১২ সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা শেষে বিজ্ঞ বিচারক আসামি সোহেল রানাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দেন। অন্যদিকে আসামি রত্না বেগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২ এর বিশেষ পিপি জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন জানান, ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে জোর করে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় সর্বোচ্চ সাজা দেওয়ায় সরকার পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করছে। বাদীপক্ষ ন্যায় বিচার পেয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী জহিরুল ইসলাম তার মক্কেল ন্যায় বিচার পাননি বলে দাবি করেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে বলে জানান তিনি।

বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলা মামলায় ইশতিয়াক মাহমুদের বিচার শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলার মামলায় সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের শ্যালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত। এর ফলে তার বিরুদ্ধে বিচার অনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর আদেশ দেন আদালত। গতকাল রোববার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালত তার অব্যাহতির আবেদন নাকচ করে চার্জ গঠনের আদেশ দেন। একই সঙ্গে আগামী ৬ ডিসেম্বর মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ ধার্য করেছেন আদালত। রাষ্ট্রপক্ষে মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু চার্জ গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এর আগে মামলাটিতে আট জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে। এখন পর্যন্ত ছয় জনের সাক্ষ্যগ্রহণও শেষ হয়েছে। তবে সম্প্রতি সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের শ্যালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দেন তদন্ত কর্মকর্তা। গতকাল শুধু তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে। আদালত বলেছেন, আসামিপক্ষের আইনজীবীরা চাইলে ওই ছয় সাক্ষীকে জেরাও করতে পারবেন। মামলার অপর আসামিরা হলেন, মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুল হাসান ওরফে রাসেল, ফিরোজ মাহমুদ, মীর আমজাদ হোসেন, সাজু ইসলাম, রাজীবুল ইসলাম, শহিদুল আলম খান, সিয়াম ও অলি আহমেদ। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার সিএমএম আদালতে সম্পূরক চার্জশিট জমা দেয় ডিবি পুলিশ। মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় ২০১৮ সালের ১০ আগস্ট রাতে ড. বদিউল আলম মজুমদার বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০২১ সালের ১৮ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. আবদুর রউফ ৯ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ মার্চ ৯ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। গত বছরের ২৮ মার্চ এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। গত ৪ ডিসেম্বর এ মামলায় ছয় জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়- এদের মধ্যে সাক্ষী ড. বদিউল আলম মজুমদার, খুশি বেগম ও মাহবুবুল আলম মজুমদার তাদের জবানবন্দিতে জনৈক ইশতিয়াক মাহমুদের নাম উল্লেখ করেন।

এস কে সিনহার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় পেছালো

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী তারিখ আগামী বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল রোববার মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কেএম ইমরুল কায়েশ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ তারিখ ধার্য করেন। এর আগে ২০২১ সালের ১০ অক্টোবর দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে (ঢাকা-১) মামলাটি করেন। মামলায় ৭ কোটি ১৪ লাখ ৫ হাজার ৮৬৫ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়। মামলার সূত্রে জানা গেছে, এসকে সিনহার ভাইয়ের নামে অবৈধভাবে বরাদ্দ নেওয়া পূর্বাচলের প্লটটি ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে পূর্বাচল থেকে উত্তরার সেক্টর-৪ এ স্থানান্তর করেন।

মধ্যরাতে ধানমন্ডি ও মিরপুরে দুই বাসে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ৪৮ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচির আগেই রাতে একাধিক বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে ২০ মিনিটের ব্যবধানে রাজধানীর ধানমন্ডি ও মিরপুরে দুইটি গণপরিবহনে আগুন লাগানো হয়। এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ধানমন্ডি ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে মৌমিতা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশনের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়। এ ঘটনার ২০ মিনিট পর রাত ১২টা ১০ মিনিটের দিকে মিরপুরে কালশি রোডে বসুমতি পরিবহনের আরেকটি একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম। তিনি জানান, খবর পায়ে ধানমন্ডিতে মৌমিতা পরিবহনের একটি বাসে ও মিরপুরে বসুমতি পরিবহনের একটি বাসে লাগানো আগুন নির্বাপণ করে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশনের দুইটি ইউনিট ১২টা ১ মিনিটে মৌমিতা পরিবহনের বাসটির আগুন নেভায়। তাছাড়া, ১২টা ১০ মিনিটে পল্লবী ফায়ার স্টেশনের দুইটি ইউনিট গিয়ে বসুমতি পরিবহনের বাসে লাগানো আগুন নেভায়। এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টার ব্যবধানে আরও দুইটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটে। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে তালতলায় বিহঙ্গ পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। এ ছাড়া সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে গুলিস্তান টোল প্লাজার সামনে কমল পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেওয়া হয়।

তফসিল পেছানো যায় কি না

উনি দেখবেন। তফসিল পেছানোর আহ্বান জানিয়েছি। ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল তো লাগবে। ৩০ নভেম্বর আয়কর জমা দেওয়ার শেষ দিন। সেটা ছাড়া তো নমিনেশন দেওয়া যাবে না। সে কারণে রাষ্ট্রপতিকে বলেছি তফসিল পেছানোর জন্য। তিনি বলেন, অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে ওরকম কিছু বলা হয়নি। বলেছি, আলাপ আলোচনা করতে। কথা বললে অনেক সময় অনেক ভালো কিছু বের হয় সেজন্য আলাপ আলোচনার কথা বলেছি। জাপার দলের মনোনয়ন বা প্রতীক নিয়ে কোনো কথা হয়নি। বৈঠকে রওশন এরশাদ রাষ্ট্রপতিকে জানান, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তফসিল ঘোষণা করতে হয়তো কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তবে ঘোষিত তফসিলের সময় যথেষ্ট নয় জানিয়ে তফসিলের সময় আরও কিছুটা বর্ধিত করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন ৩০ নভেম্বর মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ওই সময় আয়কর রিটার্নেরও শেষ দিন। তাই মনোনয়ন দাখিলে আয়কর রিটার্নের রিপোর্ট দিতে সমস্যা হবে। এ কারণেও তফসিল পিছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি, আপনি রাষ্ট্রের অভিভাবক। সেই বিবেচনায়ও আপনি সব রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন। আমরা একটি নির্বাচনমুখী দল। এবারও আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। জাতীয় পার্টি একান্ত ভাবে আশা করে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা আমরা একান্ত ভাবে প্রত্যাশা করি।

গণপরিবহনে মেশিন আছে

গ্লোরিসহ কয়েকটি পরিবহনের বাসে চালু আছে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা। তবে অনেক সময় এসব বাসেও টিকিট ছাড়াই ভাড়া আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, সুযোগ পেলেই অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করেন কন্ডাক্টাররা। এ নিয়ে কন্ডাক্টরদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের কথা-কাটাকাটি নিত্যদিনের ঘটনা। রাজধানীতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আশরাফুল আলম বলেন, 'অফিসের কাজে আমাকে প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করতে হয়। প্রায় সময় ১০ টাকার ভাড়া ১৫ টাকা রেখে দেয়। কারণ জানতে চাইলেই কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। শুধু আমার সঙ্গেই নয়, বাসের অনেক যাত্রীর সঙ্গেই এমন হয়। সুযোগ পেলেই ৫-১০ টাকা বেশি রাখেন কন্ডাক্টাররা।' দেওয়ান পরিবহনের একটি বাসের কন্ডাক্টর লিমন বলেন, 'আমাদের বাস আজিমপুর থেকে কুড়িল পর্যন্ত যায়? দিনে চারবার সিঙ্গেল ট্রিপ দিতে পারি। মালিকের কাছ থেকে গাড়িভাড়া নিয়ে চালাই। মালিককে ২ হাজার ২০০ টাকা দিতে হয়। তেল খরচ, রোড খরচ, স্টাফদের খাওয়া বাদ দিয়ে যা থাকে তাই আমাদের। আমরা মেশিনে (ই-টিকেটে) ভাড়া কাটি, বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই।' আজিমপুর থেকে গাজিপুর রুটে চলাচলকারী ভিআই.পি পরিবহনের বাসচালক লিটন বিশ্বাস বলেন, 'গাড়িতে ১০-১২ হাজার খরচ আছে। এরপর আমাগো লাভ। এহন বেশি লাভ করতে পারি না। মেশিনে ভাড়া কাটি না কাইটা উপায় নাই। কুড়িল বিশ্বরোডে চেকার আছে।' রাজধানীর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে উত্তরা-আবদুল্লাহপুর রুটে চলাচলকারী আসমানী পরিবহন, মিরপুর-হেমায়েতপুর রুটে চলাচলকারী রাজধানী ও অছিম পরিবহন, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর রুটে চলাচলকারী আলিফ পরিবহন এবং মেরাদিয়া বাগানবাড়ি থেকে মিরপুর রুটে চলাচলকারী রবরব পরিবহনেও একই চিত্র দেখা গেছে। এসব পরিবহনের গাড়িতে ই-টিকেটিং মেশিন থাকলেও তার যথাযথ ব্যবহার নেই। স্বল্প দূরত্বে তো টিকিট দেওয়া হয়-ই না, বেশি দূরত্বেও যাত্রীরা না চাইলে কন্ডাক্টররা টিকিট দিতে চান না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ রুটেই চালু নেই ই-টিকেটিং ব্যবস্থা। কোনো কোনো পরিবহনের স্টাফ সেটি স্বীকারও করেছেন। তবে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তারা। নারায়ণগঞ্জ-বাইপাইল রুটে চলাচলকারী ঠিকানা পরিবহনের একটি বাসের কন্ডাক্টর মিজান বলেন, 'এ রুটে শুধু আমরা না, কেউই মেশিনে ভাড়া কাটে না। মেশিন বুঝি না, হাতেই ভাড়া কাটি। কারও থেকে এক টাকাও বেশি নেই না। বরং যাত্রীরাই ভাড়া কম দেন।' বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী কয়েকটি বাসের চালক ও সহকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিয়মিত তদারকি না থাকায় অনেকেই মেশিনে ভাড়া নেন না। আবার অনেক সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মেশিন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এছাড়া কাগজের রোল শেষ হলেও ডিভাইসের মাধ্যমে ভাড়া তোলা সম্ভব হয় না।' এ বিষয়ে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার এনায়েত উল্যাহ বলেন, 'এখন হরতাল-অবরোধ চলছে, পেট্রোলবোমা মেরে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় কীভাবে রাস্তায় গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রেখে মানুষের যোগাযোগ সহজ রাখা যায় সেসব নিয়েই ব্যস্ত আছি। এখন ই-টিকেটিংয়ের ওপর জোর দিচ্ছি না। হরতাল-অবরোধ শেষ হলে এ বিষয় নিয়ে ভাববো।' বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, 'আমরা যাত্রীদের অধিকার নিয়ে বারবার বলে যাচ্ছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না ? এক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা প্রয়োজন। সাধারণ যাত্রীদের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যাত্রীদের স্বার্থের কথা কেউই চিন্তা করে না। আমরা যারা সাধারণ নাগরিক তথা যাত্রীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছি, আমাদের তীব্র সমালোচনার মুখে তারা এখান থেকে (হাতে ভাড়া কাটা) ফিরে আসতে চেয়েছিল, এটাই আমরা মনে করেছিলাম এবং আমরা ই-টিকেটিংকে সাধুবাদও জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেই উদ্যোগ আর বেশি এগোয়নি, ফলে হয়রানিও কমেনি। আমরা বরাবরই বলেছি, পরিবহন খাতে আপাদমস্তক সংস্কার ছাড়া কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়ে সাময়িক সমাধান হবে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'একদিকে পরিবহনের বেতন কাঠামো নেই, আবার এটি শিল্পখাত ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। আবার চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি তুঙ্গে। এখনো দেখছি চুক্তিভিত্তিক গাড়ি চলছে। এসব অনিয়ম গুছিয়ে রেখে ন্যায্য ভাড়া তোলার জন্য একটি মেশিন যদি তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অন্যায্য খরচগুলো তারা সামাল দেবে কীভাবে? এজন্য আমরা বরাবরই দাবি করেছি, এই খাতে আপাদমস্তক সংস্কার এবং জনদুর্ভোগ উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

জামায়াতের মিছিল-মিটিং

জানিয়েছেন আইনজীবীরা। ২০১৩ সালে জামায়াতকে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন অবৈধ বলে রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। বার বার সময় দেওয়ার পরও জামায়াতের আইনজীবীরা আপিল শুনানিতে অংশ না নেওয়ায় আজ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ দলটির আপিল খারিজ করে আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর ও অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম। আজ শুনানির শুরুতে জামায়াতের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এ জে মোহাম্মদ আলীর পক্ষে সময় প্রার্থনা করেন অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান। তখন আপিল বিভাগ বলেন, আপনাদের সময় আবেদন খারিজ করা হলো। একই সঙ্গে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' ঘোষণা করছি। মূল মামলার আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় দলটির মিছিল-সমাবেশসহ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে করা আবেদন এবং জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদন গ্রহণ করেননি সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনে নির্বাচন কমিশন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নিবন্ধিত দলগুলোই কেবল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। ওই বছরের ৪ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন। এর কয়েক মাস পর ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরীসহ ২৫ ব্যক্তি। ২ দিন পর ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক (পরে প্রধান বিচারপতি) ও বিচারপতি মো. আবদুল হাইয়ের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। রুলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯০ (বি) (১) (বি) (২) ও ৯০ (সি) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়। রুল জারির পর ওই বছরের ডিসেম্বরে একবার, ২০১০ সালের জুলাই ও নভেম্বরে দুইবার এবং ২০১২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে দুইবার তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেয় জামায়াত। এসব সংশোধনীতে দলের নাম 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' করা হয়। পরে ২০১৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রিট আবেদনকারীরা রুল শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠন করতে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করেন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ৫ মার্চ আবেদনটি বিচারপতি এম মোয়াজ্জাম হোসেনের নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়। ১০ মার্চ সাংবিধানিক ও আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকায় বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আবেদনটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানোর আদেশ দেন দ্বৈত বেঞ্চ। ওইদিন প্রধান বিচারপতি তিন বিচারপতির সমন্বয়ে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করে দেন। ২০১৩ সালের ১২ জুন ওই রুলের শুনানি শেষ হলে যেকোনো দিন রায় দেবেন বলে জানিয়ে অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন হাইকোর্টের বৃহত্তর (লার্জার) বেঞ্চ। পরে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতকে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে অবৈধ বলে রায় দেন বিচারপতি এম মোয়াজ্জেম হোসেন, বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি কাজী রেজা-উল-হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বৃহত্তর (লার্জার) বেঞ্চ। এ রায়ের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে জামায়াতের করা আবেদন একই বছরের ৫ আগস্ট খারিজ করে দেন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। পরে একই বছরের ২ নভেম্বর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হলে জামায়াতে ইসলামী আবার আপিল করে। ওই আপিল শুনানিতে উদ্যোগ নেয় রিটকারী পক্ষ। সে অনুসারে আপিলটি চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি কার্যতালিকায় ওঠে। এরপর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আজ আপিলটি খারিজ করা হলো।

জামায়াতের রাজনৈতিক

আমলে নেননি, খারিজ করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আপিল বিভাগ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন মামলার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যে আপিল করা হয়েছিল সেই আপিলটিও ডিসমিস ফর ডিফল্ট হিসেবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ফলে আমাদের আপিলটি ডিসমিস ফর ডিফল্ট হিসেবে শুনানির জন্য কার্যতালিকায় থাকবে না। পরে আমাদের প্রতিপক্ষ দুটি আবেদন দিয়েছিলেন, আমাদের আপিল ডিসমিস হওয়ার কারণে তাদের দুটি আবেদন শুনানির জন্য থাকবে না। আদালত রিজেক্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হলো। এই বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর পরবর্তী নির্দেশনা আলোকে আইনি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেই ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আইনজীবী বলেন, এখানে নিবন্ধনের বৈধতা নিয়ে মামলা ছিল, আদালত নিবন্ধন নিয়ে মতামত দিয়েছেন। তবে স্বাভাবিকভাবে জামায়াতের রাজনীতি বহাল থাকবে। মিছিল মিটিং করার সুযোগ পাবে। রাজনীতি করার সুযোগ জামায়াতে ইসলামী পাবে, থাকবে।

কেউ নির্বাচনে অংশ না নিলে

এশিয়ায় নির্বাচন ও এ অঞ্চলের প্রভাব: গণতন্ত্র ও সংবিধানের ধারাবাহিকতা' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। শাহরিয়ার আলম বলেন, তফসিল ঘোষণার পর দেশের জনগণ যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছে, তাতে কেউ নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে না। আমরা এখন নির্বাচনী মেজাজে আছি। আমরা দৃঢ়?ভাবে বিশ্বাস করি যে, কেউ নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে না। আওয়ামী লীগ আশা করে নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু কেউ যদি অংশগ্রহণ না করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে না। তিনি বলেন, যারা আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে না তারা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার অংশ হবে না। অতীতে বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ভুলে দেশ-বিদেশে এমনকি তাদের বিদেশি প্রভুরাও তাদের ব্যাপক সমালোচনা করেছে। বিএনপির কিছু সমর্থক গভীরভাবে হতাশ এবং তারা দলের অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র একটি লম্বা যাত্রা এবং এই যাত্রায় সহযাত্রীদের মধ্যে মিল না থাকলে বেশিদূর যাওয়া যায় না। গণতন্ত্রের শত্রুরা এখনও সক্রিয় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ যেকোনো ইস্যু দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব ফেলবে। আমরা একে অপরের কাছাকাছি বাস করি, আমাদের সমস্যা রয়েছে এবং সমস্যাগুলো থাকবে। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য সম্মিলিতভাবে আরও অনেক কিছু করার আছে। সেমিনারে বক্তব্য দেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, এডিটরস গিল্ডের প্রেসিডেন্ট মোজাম্মেল বাবু ও ভারতের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি গৌমত লাহিড়ীসহ অনেকে। গৌমত লাহিড়ী বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ঠিক করবে কীভাবে নির্বাচন হবে। এ বিষয়ে বাইরের কারো কিছু বলার সুযোগ নেই।

আমেরিকা স্যাংশনের দেশ

নতুন করে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসবে কি নাড় জানতে চাইলে মোমেন বলেন, আমি জানি না। এটা অন্য দেশের এখতিয়ার।

'উন্নত নিরাপদ টেকসই হবে

উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই।' গতকাল রোববার 'স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়' সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (আইডিয়া) ফ্লোরে এটুআই-এর উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ এ চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। স্মার্ট বাংলাদেশের এ চারটি পিলার নির্ধারণ করে দিয়েছেন আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশে একজন স্মার্ট নাগরিক হবে বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক এবং সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী মানসিকতা সম্পন্ন। স্মার্ট অর্থনীতি হবে ক্যাশলেস, সার্কুলার, উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। স্মার্ট সরকার হবে নাগরিককেন্দ্রিক, আরও বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। 'স্মার্ট সরকারব্যবস্থায় সব ধরনের সেবা দেওয়া ও কার্যসম্পাদন করা হবে কাগজবিহীন, ডেটানির্ভর, আন্তঃসংযুক্ত, আন্তঃচালিত, সমন্বিত এবং স্বয়ংক্রিয় অর্থাৎ যখন যেখানে দরকার, সেখানেই থাকবে সরকার এবং স্মার্ট সমাজব্যবস্থা হবে সব ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত ও বৈষম্যহীন বলেন প্রতিমন্ত্রী। মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে উপস্থিত অংশীজনদের প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ, সুপারিশ, লিখিত ও মৌখিক প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, এসপায়ার টু ইনোভেট প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক মো. মামুনুর রশিদ ভূঁইয়া প্রমুখ।

ক্লিয়ারিং হাউজে চেক জমা

হয়। আগামী মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) থেকে হাই ভ্যালুর চেক ক্লিয়ারিংয়ের জন্য দুপুর ১২টার মধ্যে পাঠাতে হবে। এগুলো দুপুর আড়াইটার মধ্যে নিষ্পত্তি হবে। আর যেকোনো রেগুলার ভ্যালুর চেক দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে ক্লিয়ারিং হাউজে পাঠাতে হবে। এসব চেক বিকেল ৪টার মধ্যে নিষ্পত্তি হ?বে। বর্তমানে হাই ভ্যালুর চেক ক্লিয়ারিংয়ের জন্য বেলা সাড়ে ১১টার মধ্যে পাঠানোর সুযোগ ছিল। এগুলো দুপুর আড়াইটার মধ্যে নিষ্পত্তি হতো। আর যেকোনো রেগুলার ভ্যালুর চেক দুপুর ১২টার মধ্যে ক্লিয়ারিং হাউজে পাঠানো যেত। এসব চেক বিকেল ৪টার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ক্লিয়ারিং হাউজে চেক জমা দেওয়ার সময় আধা ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) সেবা আগের নিয়মে চলবে বলে নির্দেশনায় জানানো হয়েছে।

খান ইউনিস শহরও খালি করার

শহরে হামলার ঘটনায় এক নারী এবং তার এক সন্তান নিহত হয়েছে। এর আগে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান, শনিবার গাজার উত্তরাঞ্চলের একটি শরণার্থী শিবিরে জোড়া হামলার ঘটনায় ৮০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত লোকজনের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত জাতিসংঘের একটি স্কুলও রয়েছে।

নতুন ডেটা সেন্টার চালু করলো

নতুন ডেটা সেন্টার থেকে ট্রেডিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, চালুর পর থেকেই নতুন ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে ট্রেডিং কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যা ডিএসই'র আরও একটি বড় অর্জন। ডিএসই থেকে বলা হচ্ছে, নতুন ডেটা সেন্টারে আধুনিক প্রযুক্তির সার্ভার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাংশ, স্টোরেজ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়েছে। এ অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার চালু করার মাধ্যমে ডিএসই বিনিয়োগকারী এবং সব স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করেছে। নতুন ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে লেনদেন শুরুর সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএসই'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, পরিচালক রুবাবা দৌলা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এটিএম তারিকুজ্জামান, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা এম. সাইফুর রহমান মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম প্রমুখ। নতুন ডেটা সেন্টার চালু প্রসঙ্গে ডিএসই'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের আজ যে ডেটা সেন্টার চালু করা হলো এটি আন্তর্জাতিকমানের স্টেট অব দ্য আর্ট ডেটা সেন্টার। এর মাধ্যমে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই ডেটা সেন্টার চালুর মাধ্যমে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিজিটালাইজেশনের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেলো। যার মাধ্যমে ডিএসই'র আইসিটি আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পন করলো। ডিএসই'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এটিএম তারিকুজ্জামান বলেন, নতুন ডেটা সেন্টার চালুর মাধ্যমে সাফল্যের আরও একটি মাইলফলক অর্জন করেছে ডিএসই। আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে মতিঝিল থেকে নিকুঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে ডিএসই'র ডেটা সেন্টার। এতে প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রগতি আরও বৃদ্ধি পেল। ডেটা সেন্টার প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রবেশ করা ছাড়াও, ডিএসই'র ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হবে আরও সুরক্ষিত। এর ফলে লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে একটি উন্নত ও আধুনিক পুঁজিবাজার গড়ে উঠবে।

মনোনয়নপ্রত্যাশীদের ভিড়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকতে পারলেন না ওবায়দুল কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকতে পারেননি দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ফরম বিক্রির দ্বিতীয় দিনে গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তিনি এলে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জিপিও হয়ে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন ওবায়দুল কাদের। এ সময় ভিড়ের মধ্যে অন্তত তিনবার কার্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেও ভেতরে যেতে পারেননি তিনি। তারা জানান, জিপিও-গুলিস্তান সড়ক দিয়ে কার্যালয়ের দিকে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ নেই। ফলে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কার্যালয়ের দিকে আসেন ওবায়দুল কাদের। প্রথমবার কার্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার ১০ মিনিটের মাথায় আবারও চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তিনি। অপেক্ষা করে বেলা ১২টার দিকে শেষবার কার্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে ভিড়ের কারণে ব্যর্থ হয়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরে চলে যান ওবায়দুল কাদের। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান বলেন, দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন ফরম বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শনে এসেছিলেন। কার্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে ঢুকতে না পেরে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে চলে এসেছেন। সরেজমিন দেখা যায়, প্রথম দিনের চেয়ে কিছুটা কম হলেও দ্বিতীয় দিনও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ভিড় রয়েছে। এদিন সকাল থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম কিনতে অনুসারীদের নিয়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে আসছেন মনোনয়নপ্রত্যাশীরা। ভিড় থাকায় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন অনেকেই। এ সময় পাশ থেকে অনুসারী কর্মী-সমর্থকদের নানা ধরনের স্লোগান দিতে দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের কোনো ধরনের অতিরিক্ত লোকসমাগম ছাড়া প্রার্থী নিজে অথবা প্রার্থীর একজন যোগ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সংগ্রহের সময় অবশ্যই প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে এবং ফটোকপির ওপরে মোবাইল নম্বর ও বর্তমান সাংগঠনিক পরিচয়সহ ৩টি পদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এদিন বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সরেজমিন দেখা যায়, আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে শত শত কর্মী-সমর্থক নিয়ে আসছেন অনেক মনোনয়নপ্রত্যাশী। এতে দলীয় কার্যালয়ের সামনে ভিড় তৈরি হয়েছে। ফলে উপেক্ষিত হচ্ছে দলের নির্দেশনা। এর আগে গত শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ কার্যক্রম। প্রথম দিনে ১ হাজার ৭৪ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে সরাসরি ১ হাজার ৬৪ জন ও অনলাইনে ১০ জন এই ফরম সংগ্রহ করেন। এতে দলটির আয় হয়েছে ৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রির দ্বিতীয় দিনে গতকাল রোববার সকাল ১০টা দুপুর ১টা পর্যন্ত ৬০৫টি মনোনয়ন ফরম বিক্রয় হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। তিনি জানান, সকাল থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ১৪৫টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০৭টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৫২টি, সিলেট বিভাগে ২৪টি, খুলনা বিভাগে ৮৫টি, বরিশাল বিভাগে ৫২টি, রাজশাহী বিভাগে ৭৮টি ও রংপুর বিভাগে ৬২টি ফরম বিক্রি হয়েছে। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলটির কার্যালয়ে আট বিভাগের জন্য স্থাপন করা হয় ১০টি বুথ। সেখান থেকে ফরম বিক্রি করা হয়। মনোনয়ন ফরম বিক্রির এই কার্যক্রম চলবে আগামী মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) পর্যন্ত। দলের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শনিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। এবার আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। মনোনয়ন ফরম বিক্রি শেষ হলে দলের মনোনয়ন বোর্ড যাচাই-বাছাই শেষে ৩০০ আসনে নৌকার প্রার্থী চূড়ান্ত করবে আওয়ামী লীগ।

আ.লীগের মনোনয়ন ফরম নিলেন ব্যারিস্টার সুমন

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৪ আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ব্যারিস্টার সায়েদুল হক চৌধুরী সুমন। গতকাল রোববার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্ধারিত বুথ থেকে ফরম সংগ্রহ করেন তিনি। হবিগঞ্জ-৪ আসনটির বর্তমান সংসদ সদস্য মাহবুব আলী। তিনি সরকারের বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি চলছে দ্বিতীয় দিনে। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শুরু হয়, দুপুর ১টা পর্যন্ত মোট ৬০৫টি মনোনয়ন ফরম বিক্রয় হয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। তিনি জানান, সকাল থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ১৪৫টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০৭টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৫২টি, সিলেট বিভাগে ২৪টি, খুলনা বিভাগে ৮৫টি, বরিশাল বিভাগে ৫২টি, রাজশাহী বিভাগে ৭৮টি ও রংপুর বিভাগে ৬২টি ফরম বিক্রি হয়েছে।

পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়ায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বেলা ১১টায় উপজেলার কেরানিহাট এলাকার ড্রিম হাউস কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন- বরিশাল উজিরপুর কাউরেখা এলাকার স্বচিন্দ্র নাথ বৈরাগীর ছেলে মনমত বৈরাগি (২৫) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলারহাট এলাকার ইউনুচ আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (২৩)। এর মধ্যে মনমত বৈরাগী রয়েল নামে একটি কোম্পানির সেলস অফিসার হিসেবে কর্মরত। তারা লোহাগাড়ায় যাচ্ছিলেন। দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি খান মোহাম্মদ এরফানবলেন, মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক লোহাগাড়া উপজেলার দিকে যাচ্ছিলেন। পিকআপ ভ্যানটি চট্টগ্রামমুখী ছিল। পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই জন পড়ে যান। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ওসি আরও বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ন্যায্যমূল্যে সবজি বিক্রি করছে স্বেচ্ছাসেবক লীগ

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গায় ন্যায্যমূল্যে সবজি বিক্রি করছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা। গতকাল রোববার সকাল থেকে শহরের শহীদ হাসান চত্বরে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এতে ১৩ রকমের শাকসবজি ও কাঁচাপণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাদের একটু স্বস্তি দিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মূলত কৃষকদের কাছ থেকে সবজি কিনে এনে সরাসরি ভোক্তাপর্যায়ে বিক্রি করা হচ্ছে। কার্যক্রমের প্রথম দিনেই ভালো সাড়া মিলেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে। চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু ন্যায্যমূল্যে সবজি বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মাফিজুর রহমান, সদস্য আতিউর রহমান বিপ্লব, ইমরান আহমেদ বিপ্লব, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী ইমদাদুল হক সজলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩০০ সংসদীয় আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ হলে বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব স উ ম আবদুস সামাদ লিখিত বক্তব্য পাঠ করে এ ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে স উ ম আবদুস সামাদ বলেন, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশ আরও গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হবে। ফলে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। দেশের সার্বিক অর্থনীতি যেমন বিপর্যস্ত হবে, তেমনি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশের সুফিবাদি জনতার প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ৩০০ সংসদীয় আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। তিনি বলেন, আগামীকাল ২০ নভেম্বর থেকে দলীয় কার্যালয়ে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ উদ্বোধন করবেন দলের চেয়ারম্যান এম এ মতিন। এ সময় দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আবারও বৃহৎ দুই রাজনৈতিক দলকে সংলাপের মাধ্যমে নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করার উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি। নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা সাংবাদিকের এমন এক প্রশ্নের জবাবে আবদুস সামাদ বলেন, 'আমরা আশা করছি, নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। অতীত নির্বাচনে কী হয়েছে সেটা চিন্তা করে লাভ নেই। ভবিষ্যতে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার জন্য আমরা অনেক প্রস্তাবনা দিয়েছি।' এসময় নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে ৮ দফা দাবি তুলে ধরেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, ইসলামি ফ্রন্টের চেয়ারম্যান এম এ মতিন, প্রেসিডিয়াম মেম্বার আবু সুফিয়ান খান আবেদি আল কাদেরী, অধ্যক্ষ আবু জাফর মাঈনউদ্দীন, সৈয়দ মোজাফফর আহমদ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কো-চেয়ারম্যান কাজী মোবারক হোসেন ফরাজী প্রমুখ।

হাতিয়ায় দেড়শ মণ জাটকা জব্দ দেওয়া হলো এতিমখানায়

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার জাগলার চর এলাকায় দুটি ট্রলারে অভিযান চালিয়ে ১৫০ মণ জাটকা ইলিশ জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। এ সময় ১২ মাছ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। পরে আটককৃতদের সবাইকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং জব্দকৃত মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। গতকাল রোববার সকালে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন হাতিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম সরোয়ার। এর আগে, গত শনিবার রাতে ট্রলারযোগে জাটকাগুলো ঢাকা নেওয়ার পথে জাগলার চর থেকে জব্দ করা হয়। হাতিয়া কোস্টগার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাগলার চরে মেঘনায় অভিযান চালিয়ে দুটি মাছবোঝাই ট্রলার আটক করা হয়। পরে ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে জাটকাগুলো জব্দ করা হয়। এসব মাছ ব্যবসায়ীরা ভোলার মনপুরা উপজেলা থেকে চেয়ারম্যান ঘাট হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে বিক্রি করেন। এ সময় দুটি ট্রলারসহ ১২ মাছ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। হাতিয়া কোস্টগার্ডের স্টেশন কমান্ডার এম রফিকুল ইসলাম জানান, অনেক দিন থেকে কিছুকিছু জেলে গোপনে জাটকা ইলিশ শিকার করে বিক্রি করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

সুনামগঞ্জে পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ১৩

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জে হরতালের সমর্থনে বিএনপি নেতাকর্মীদের মিছিল থেকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মিছিলে বাধা দেওয়ায় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। পরে পুলিশও রবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। আধা ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড আরপিননগর মোড় ও জামতলা মোড় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গতকাল রোববার বেলা ১১টায় শহরের আরপিনগর ও জামতলা এলাকা থেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরুলের নেতৃত্বে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা হরতাল পালনে মিছিলে নামেন। এতে পুলিশ বাধা দিলে বিএনপির নেতাকর্মীরা দূরে সরে গিয়ে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। পরে পুলিশ মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বেশ কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বিএনপির নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ওপর আবারও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এ সময় পুলিশ ছিটাগুলি বর্ষণ করে। পরে পুলিশ সদস্যরা একত্র হয়ে মিছিলকারীদের ধাওয়া দিলে তারা সরে যায়। এ সময় সড়কে আধা ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ ছিল। ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ করে দেন। দুই সড়কের পাশে আটকা পড়ে অনেক গাড়ি। জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরুল দাবি করেন, পুলিশের হামলায় বিএনপির ৭/৮ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজন কুমার দাস জানান, মিছিলকারীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপে পাঁচ পুলিশ সদস্য সামান্য আহত হয়েছেন। আহতদের তাৎক্ষণিক নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

আগুনে পিকআপ পোড়ানোর অভিযোগে বিএনপির ৪৮ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাট সদরের পাকারমাথা-বটতলী বাইপাস সড়কের বিনশিরা এলাকায় একটি খালি পিকআপ ভ্যানে আগুন দেওয়ার অভিযোগে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়কসহ ৪৮ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে গাড়ির মালিক বিপ্লব হোসেন মন্ডল বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ ৩০/৩৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে সদর থানায় বিস্ফোরক উপাদানকারী আইনে মামলা করেন। আসামিরা হলেন- জয়পুরহাট জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা প্রধান (৪৫), জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তাদুল হক আদনান (৩৫), জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কৃষকদলের জলবায়ু বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বিদ্যুৎ (৫০), কাজি মঞ্জুরে আলম পলাশ (৪৫), মাসুদ রানা (৪৫), নুর মোহাম্মদ সরদার তুলা (৫২), আলমগীর হোসেন (৪৩), মহিদুল ইসলাম খান রাজিব (৩৮), উজ্জ্বল হোসেন প্রধান (২৮), হাসানুল হক বান্না (২৮), পিয়াস আহমেদ (২৮), নাহিদ হোসেন (২৮), সাগর চৌধুরীসহ (৩২) অজ্ঞাত ৩০/৩৫ জন। জানা গেছে, গত শনিবার রাতে সদর উপজেলার ধারকী এলাকায় কয়েকজন মৎস্য ব্যবসায়ীকে পিকআপ ভ্যান থেকে নামিয়ে দেন গাড়ির চালক। এরপর পিকআপটি নিয়ে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাটে রওনা দেন। রাত পৌনে ১০টার দিকে জয়পুরহাটের পাকার মাথা বটতলী বাইপাস সড়কের বিনশিরা এলাকায় নির্মাণাধীন সেতুর কাছে পৌঁছালে ৮/১০ দুর্বৃত্ত আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। জয়পুরহাট সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির জানান, এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

১৫ ঘণ্টায় সারা দেশে ১১টি যানবাহনে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ সারা দেশে গত ১৫ ঘণ্টায় ১১টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে গতকাল রোববার সকাল ৯টা পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার বেলা ১১টায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর মিডিয়া সেল থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এসময়ে মোট ১১টি আগুন লাগানোর খবর পেয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এসব ঘটনার মধ্যে ঢাকা সিটিতে পাঁচটি, রাজশাহী বিভাগে (নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট) তিনটি, চট্টগ্রাম বিভাগে (ফেনী, কুমিল্লা) দুটি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (জামালপুর) একটি ঘটনা ঘটেছে। ১৫ ঘণ্টায় অগ্নিসংযোগে ছয়টি বাস, একটি কাভার্ড ভ্যান, একটি ট্রাক, একটি সিএনজি, একটি পিকআপ, একটি ট্রেন (তিনটি বগি) পুড়ে যায়। এই আগুন নির্বাপণ করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ২০ ইউনিট ও ১০৭ জন জনবল কাজ করে। এসব ঘটনার মধ্যে গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে রাজধানীর কাফরুল বিহঙ্গ বাসে আগুন, ৭টা ৪০ মিনিটে গুলিস্তান টোল প্লাজার সামনে কমল পরিবহনে, রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে জয়পুরহাটে ১টি পিকআপে, ১১টা ৩৫ মিনিটে কুমিল্লা পাপিয়া পরিবহন বাসে, ১১টা ৫৭ মিনিটে ধানমন্ডি ল্যাবএইডের সামনে মৌমিতা পরিবহনের বাসে এবং ১১টা ৫৮ মিনিটে মিরপুর কালশিতে বসুমতি পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এছাড়া গত শনিবার দিবাগত রাত ১টা ২০ মিনিটে জামালপুরের সরিষাবাড়িতে ট্রেনে আগুন (তিনটি বগি), রাত দেড়টায় বগুড়ায় একটি ট্রাকে, ১টা ৪০ মিনিটে ফেনীর লালপুর এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যানে এবং রাত ৩টা ২০ মিনিটে নাটোরের ভবানীগঞ্জে একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আর গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় রাজধানীর পুরান ঢাকার কাজী আলাউদ্দিন রোড এলাকায় সিএনজি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।

কুমিল্লায় ১৯ দিনে তিন দফায় রেললাইনের নাটবল্টু চুরি

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় রাতের আঁধারে রেললাইনের নাটবল্টু খুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর রাতে কুমিল্লার ময়নামতি রেল স্টেশন এলাকার আপ ক্রসিংয়ের লুব লাইন ১ ও ৪ থেকে আট সেট স্লাইড চেয়ার প্লেট, লক প্লেট, টি বোল্ট কে ক্লিপ উইথ নাট, ৪৮৮ পিস স্ক্রু স্পাইক কেউ খুলে নিয়ে যায়। এরপর বুধবার (১৫ নভেম্বর) ও শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) রাতে এ ঘটনা ঘটায় দুর্বৃত্তরা। কুমিল্লা রেল স্টেশনের সিনিয়র সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলী মজুমদার বলেন, কয়েকদিন ধরে চুরির ঘটনা ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে যেকোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার পর আমরা পুনরায় সব যন্ত্র লাগিয়েছি। আরও যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সব করেছি। বার বার লাইন চেক করা হচ্ছে। লাকসাম রেলওয়ে থানার ওসি মুরাদুল্লাহ বাহারবলেন, সম্প্রতি কয়েকটি স্থানে রেললাইনের নাট বল্টুসহ যন্ত্রাংশ খুলে নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। আরেক মামলার প্রস্তুতি চলছে। আমরা টহল বাড়িয়েছি। কিছু এলাকায় কঠোর নজর রাখছি। পরে যন্ত্রাংশ লাগানো হয়েছে। এখন ঝুঁকি নেই।

জয়পুরহাটে পিকআপ ভ্যানে আগুন, বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাটে খালি পিকআপ ভ্যানে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে আগুন দিয়ে নাশকতা সৃষ্টি সংক্রান্ত বিস্ফোরক মামলায় বিএনপি নেতা মাসুদ রানাকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গ্রেফতার মাসুদ রানা জেলার আক্কেলপুর উপজেলার পূর্ব রুকিন্দিপুর গ্রামের মৃত রেজাউল করিমের ছেলে। তিনি রুকিন্দিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট র‍্যাব-৫ সিপিসি-৩ ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর শেখ সাদিক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার পাকারমাথা-বটতলী বাইপাস সড়কের চকদাদরা ফকিরপাড়া গ্রামস্থ খাড়ী ব্রিজের পশ্চিম পাশে বিনশাড়া এলাকায় সড়কে ৮/১০ জন দুর্বৃত্ত এসে পিকআপে ইটপাটকেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে আগুন লাগিয়ে দেয়। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় গতকাল রোববার সকালে গাড়ির মালিক বিপ্লব হোসেন মন্ডল বাদী হয়ে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা প্রধান, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তাদুল হক আদনানসহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৩০/৩৫ জন বিএনপির নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা করেছেন। মেজর সাদিক বলেন, 'র‍্যাব-৫ জয়পুরহাটের একটি অপারেশন টিম ঘটনার পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মামলার এজাহারনামীয় আসামি মাসুদ রানাকে ঘটনার দুই ঘণ্টার মধ্যে সদর উপজেলার জামালপুর পূর্ব বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

মুখোশ ও হেলমেট পরে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁ শহরের ইয়াদালী মোড়ে মুখোশ পরে কামাল হোসেন নামে এক বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কামাল হোসেন (৪২) শহরের রজাকপুর এলাকার বাসিন্দা।

তিনি নওগাঁ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। এ ছাড়া নওগাঁ নজরুল একাডেমির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) নওগাঁ জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ১০টার দিকে ইয়াদালীর মোড়ে সড়কের পাশে মোটরসাইকেলে বসে মোবাইলে কথা বলছিলেন কামাল। হঠাৎ মুখোশ ও

যথাসময়ে শেষ হয় না কাজ

অবকাঠামো নির্মাণে নিয়ম মানা জরুরি

সেবা নিশ্চিত করাই হলো কোনো অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সেবা যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে ওই অবকাঠামোর ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ থাকে না। বিশেষজ্ঞরা সব সময় বলে থাকেন, আধুনিক অবকাঠামো যেমন সেবাটা হয়তো যদি মানসম্মত করা না যায় তাহলে মানুষের আগ্রহে ভাটা পড়বে। যেকোনো প্রকল্পের সামগ্রিক উপযোগিতা তৈরি করতে হলে সেবার মান বাড়ার পাশাপাশি সেবাও নিশ্চিত করতে হবে। যেকোনো ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অবকাঠামো যেন এলাকার মানুষের উপকারে আসে, কাজে লাগে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যায়? কোনো সেতু বা কালভার্ট তৈরি হয়তো হলো, কিন্তু সেই সেতুতে ওঠার রাস্তা তৈরি হয়নি। ফলে এ ধরনের অবকাঠামো সাধারণ জনসাধারণের কোনো কাজে আসে না। আবার এমনও দেখা যায়, অনেক কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় না। নির্মাণকাজের এই দীর্ঘসূত্রতা সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া খালের সেতুর কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর। প্রায় তিন বছর হতে চলল, এখনো সেতুটির ৪০ শতাংশ কাজ শেষ হয়নি। পাঁচ মাস ধরে কাজ বন্ধ। কাজ শেষ করতে না পারায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে এ পর্যন্ত ৯ বার চিঠি দিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। সেতুর কাজ বন্ধ থাকায় এলাকার ৯টি গ্রামের মানুষকে প্রায় তিন বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নির্মীয়মাণ সেতুর বেইস গার্ডারের রডগুলোতে মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের যাতায়াতের জন্য পাশে ছোট্ট একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। মানুষজন হেঁটে চলাচল করে। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, ভ্যানগাড়ি যাত্রীদের নির্মীয়মাণ সেতুর পশ্চিম পাশে নামিয়ে দেয়। ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সাঁকো পার হয় না যাত্রীবাহী ছোট যানবাহনগুলো। স্থানীয় জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাঙ্গামাটিয়া খালের ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় আনন্দিত হয়েছিল কয়েকটি গ্রামের মানুষ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় তাদের ভোগান্তি বেড়েছে দ্বিগুণ। প্রকাশিত খবর থেকে এটা অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অবহেলার কারণেই সেতুর নির্মাণকাজ বিলম্বিত হচ্ছে। এলজিইডি এইইঞ্জিনিয়ার প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েও কাজ শুরু করাতে পারেনি। তাহলে প্রশ্ন হতে কি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই? স্থানীয় জনসাধারণের কথা ভেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

> ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সাঁকো পার হয় না যাত্রীবাহী ছোট যানবাহনগুলো। স্থানীয় জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাঙ্গামাটিয়া খালের ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় আনন্দিত হয়েছিল কয়েকটি গ্রামের মানুষ

ছিটমহলবাসীর মুক্তি ও কূটনৈতিক সাফল্য

আবু জাফর মিয়া

‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’- সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের পররাষ্ট্রনীতিতে লিপিবদ্ধ এ অনুচ্ছেদকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণপূর্বক দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর আলোকে প্রায় সব ক্ষেত্রে ব্যাপক কূটনৈতিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন সব ক্ষেত্রে সাফল্যের ঝুলি ভরা থাকলেও ছিটমহল সমস্যার সমাধানের সফলতা মানবিক কারণে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। ছিটমহল সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই জানি। শব্দটির সূচনা মূলত ১৯৪৭ সালে সিরিল রেডক্লিফের মানচিত্র বিভাজন থেকেই। ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব, মর্মার্থ বুঝতে হলে এ সম্পর্কিত দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর চলে ইংরেজদের দুঃশাসন-শোষণ। এসবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন, লড়াই-সংগ্রামের পর ভারতীয় উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ইন্ডিয়ান্স ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট-১৯৪৭’ পাস হয়। এ প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে নিযুক্ত শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময়ে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমারেখা নির্ধারণের পরিকল্পনা করেন। তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করেন এবং ব্রিটিশ আইনজীবী সিরিল রেডক্লিফকে এ কমিশনের প্রধান করেন। এ প্রেক্ষিতে সিরিল রেডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই লন্ডন থেকে ভারতে আসেন। তিনি মাত্র ছয় সপ্তাহ কাজ করে ১৩ আগস্ট সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন এবং ১৬ আগস্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় সীমানার মানচিত্র। কিন্তু রেডক্লিফের অদূরদর্শিতা, কমিশনের সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা, স্থানীয় জমিদারদের লোভ এবং তৎকালীন কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভার খামখেয়ালিপনায় সীমানা নির্ধারণের কাজটি সঠিকভাবে করা হয়নি। ফলে এক দেশের ভূখণ্ডে থেকে যায় আরেক দেশের জনগণ। সীমান্ত অঞ্চলে শুরু হয় ‘নিজভূমে পরবাসী’ পরিচয়ে ছিটমহলবাসীর বসবাস। ছিটমহল হচ্ছে মূলত এক দেশের ভিতর অন্য দেশের ভূখণ্ড। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সর্বমোট ১৬২টি ছিটমহল রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল ১১১টি; ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ৫১টি, যার মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১৭,১৬০ ও ৭,১১০ একর। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সৃষ্ট উভয় দেশের মালিকানাধীন এই ছিটমহলগুলোকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে রাখা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম সীমার বাইরে। ফলস্বরূপ মালিকানা সংক্রান্ত সংঘর্ষে ছিটমহলের মানুষদের তৈরি হয় পরিচয়- সংকট। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আশ্রিত অন্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নিরপরাধ জনগণ কার্যত হয়ে পড়েন রাষ্ট্রহীন মানুষ! ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ভিতর ভারতের এবং ভারতের ভিতর বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোতে যথাক্রমে ৩৭,৩৩৪ এবং ১৪,২১৫ জন লোক বাস করে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, অর্ধলক্ষাধিক ছিটমহলবাসীর দৈনিক আয় ছিল মাত্র ১৭ টাকা। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি, বিদ্যুৎ, ভোটাধিকার, কর্মসংস্থান এর সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিলেন তারা। ছিটের ছেলে-মেয়েরা যতই মেধাবী হোক না কেন, তারা আসল বাবা-মার পরিচয়ে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করতে পারত না। কারণ, ওই বিদ্যালয় বা পরীক্ষা বোর্ডের দেশে পরীক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবা ভিনদেশি। তাই ছিটের মেধাবী শিক্ষার্থীকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে মিথ্যা পিতৃপরিচয় জোগাড় করতে হতো। শুধু তাই নয়, সন্তানসম্ভবা বধূ নিকটতম হাসপাতালে গেলে ভর্তি নিত না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তঃসত্ত্বা বধূরা কি হাসপাতালে যেত না? অবশ্যই যেত। কিন্তু যাওয়ার সে পথ সুগম ছিল না। হাসপাতালে ভর্তি হতে দেশহীন দেশের গৃহবধূকে অপরিচিত কোনো পরপুরুষের বউয়ের পরিচয়ে ভর্তি হতে হতো। যে পুরুষ মানুষটি হাসপাতালের দেশের স্বীকৃত নাগরিক। শিশুর জন্মের পর হাসপাতাল থেকে যে কার্ড দেওয়া হতো, তাতে সদ্যজাত শিশুটির বাবা হিসেবে সেই পুরুষটির নামই থাকত। সন্তানপ্রসবা নারীর স্বামীর পরিচয় কিংবা পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের পরিচয় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি হতো। কোনো মেয়েকে অপহরণকারীরা তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করলে, সে অভিযোগ নিকটতম পুলিশ ফাঁড়িতে নিত না। কারণ, দেশবিহীন ছিটের মেয়েকে ফাঁড়ির দেশ ওই দেশের নাগরিক বলে মানত না। এমনকি সীমান্তের প্রহরীদের কাছে নির্মমভাবে নির্যাতিত হওয়াও বাদ যায়নি ছিটমহলবাসীদের (৮ এপ্রিল ২০১৯, আনন্দবাজার পত্রিকা)। কতই আমানবিক, অভিশপ্ত ছিল তাদের জীবন যা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ছিটমহলবাসী রাষ্ট্রের নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করত বিনা দোষে। তাদের ছোট্ট অসহায় জীবনের ওপর যে কোনো মুহূর্তে ধেয়ে আসত চরম বিপর্যয়। তাই নাগরিকত্ব ও পতাকা-প্রতীকহীন এই মানুষগুলোর কত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিস্পেষণ, নিপীড়ন, মানবেতর জীবন- এসব নিত্যসঙ্গী করে ছিটমহলের জীবনপ্রবাহ বহমান ছিল দীর্ঘ ৬৮ বছর। এত কষ্টে ছিটমহলবাসী দীনাতিপাত করলেও তাদের নিয়ে কেউ ভাবেনি। সবাই জমি চেয়েছিল, কিন্তু কেউ চায়নি এ অসহায় মানুষদের কষ্টের অবসান। ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত কোনো আইন পাস হলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অংশটুকু বাংলাদেশ ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যাবে এবং পাশাপাশি ভারতও বাংলাদেশের অংশটুকু পেয়ে যাবে। এখানেই বাধে বিপত্তি। কারণ ছিটমহল বিনিময় চুক্তি পাস হলে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে প্রায় ১০,০০০ একর জমি বেশি পাবে। যদিও ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ছিটমহলবাসীর নাগরিক পরিচয় ও স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে জমির হিসাব এখানে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ানোয় রাষ্ট্রপ্রধানরা সর্বদা চুপ থেকেছেন। কিন্তু চুপ থাকতে পারেননি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য তনয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই তো ১৯৭৪ সালে ভারত সফরকালীন বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দুই দেশের বিরাজমান সীমান্ত সংকট নিয়ে কথা বলেন। সেখানে তিনি রেডক্লিফের কার্যক্রমকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিটমহলবাসীর দুর্বিষহ জীবন-চিত্র তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে দুজনের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা '৭৪ এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি’ নামে পরিচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় সংশোধনী জাতীয় সংসদে (২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪) বাংলাদেশ সরকার মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি পাস করলেও ভারত সরকার পাস করেনি। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দুই রাষ্ট্রের আর কোনো সরকার প্রধানই ছিটমহল সমস্যা সমাধানে তেমন আন্তরিক ছিলেন না। তাই '৭৪ এর চুক্তির পর ছিটমহলবাসীর মনে যে কিঞ্চিৎ আশার আলো ফুটে উঠেছিল, অংকুরেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। মানবতার মা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চুক্তিটি বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেন। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে কয়েক দফায় আলোচনা করেন। পরে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা শুরু করেন। ২০১১ সালের হাসিনা-মনমোহন প্রটোকল স্বাক্ষর তার স্পষ্ট প্রমাণ। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার ২০১৩ সালে এ সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সংসদ সদস্যদের বিরোধিতায় পাস করা সম্ভব হয়নি তখন। এরপরও দমে যাননি অদম্য শেখ হাসিনা। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যে বিজেপির তীব্র বিরোধিতার কারণে ২০১৩ সালে এ বিল পাস হয়নি, সেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদি ২০১৪ সালে ভারতে সরকার গঠন করলেও আশাহত হননি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান। বরং দ্বিগুণ উদ্যম নিয়ে দারুণ কূটনৈতিক দক্ষতায় এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মোদিকে রাজি করান। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি নেতৃত্বাধীন মোদি সরকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষে ৭ মে ২০১৫ সালে ভারতীয় সংসদের নিম্ন কক্ষ লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার স্থলসীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত বিল ৩৩১-০ ভোটের ব্যবধানে সংবিধানের ১০০তম সংশোধনীর মাধ্যমে পাস হয়। এ চুক্তি কার্যকর হয় ৩১ জুলাই ২০১৫ সালের মধ্য রাত থেকে। এই চুক্তির মাহাত্ম বলে শেষ করা যাবে না। কেননা, এই চুক্তির মাধ্যমে ৩০২ বছর ধরে চলমান সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় এবং ছিটমহলে বসবাসকারী অর্ধলক্ষ মানুষ ফিরে পায় নাগরিকত্ব। ৬৮ বছরের বন্দিজীবনের অবসান হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন পেছনে ফেলে ফিরে পায় আলোকিত জীবন। চুক্তি পরবর্তী বাংলাদেশের অংশের ছিটমহলের মানুষের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল। থাকার জন্য গৃহনির্মাণ করেন। মোদ্দাকথা, মানবেতর ও বদ্ধ জীবন থেকে এই মানুষগুলোকে মুক্তি দিয়ে নাগরিক মর্যাদা প্রদানপূর্বক সব অধিকার নিশ্চিতের এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন মমতাময়ী শেখ হাসিনা। তাঁর এ মহান উদ্যোগ সমহিমায় স্মরিত হবে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। তাঁকে ছিটমহলবাসী কৃতজ্ঞতায় রাখবেন আজীবন।

> ৬৮ বছরের বন্দিজীবনের অবসান হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন পেছনে ফেলে ফিরে পায় আলোকিত জীবন। চুক্তি পরবর্তী বাংলাদেশের অংশের ছিটমহলের মানুষের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে রাস্তাঘাট ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন স্কুল, কলেজ, মসজিদ মাদরাসা, হাসপাতাল। থাকার জন্য গৃহনির্মাণ করেন। মোদ্দাকথা মানবেতর ও বদ্ধ জীবন থেকে এই মানুষগুলোকে মুক্তি দিয়ে নাগরিক মর্যাদা প্রদানপূর্বক সব অধিকার নিশ্চিতের এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন মমতাময়ী শেখ হাসিনা। তাঁর এ মহান উদ্যোগ সমহিমায় স্মরিত হবে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। তাঁকে ছিটমহলবাসী কৃতজ্ঞতায় রাখবেন আজীবন

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশের নির্বাচন ও ভূ-রাজনীতির প্রভাব

মোনায়েম সরকার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ও সাংবিধানিক নিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো বিকল্প নির্বাচন কমিশনের সামনে নেই। তাই নির্বাচন ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব থাকলেও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। বিএনপি এবং আরও কোনো দল যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে না-ও আসে তবু নির্বাচন হবে। বিএনপির মতো একটি বড় দল নির্বাচনে না এলে সেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় না, সেটা ঠিক। কিন্তু নির্বাচনে আসা না-আসা তো বিএনপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সেটা বদলানোর ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। তবে ভালো হতো যদি বিএনপিসহ নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে অংশ নিতো। সময় যত যাচ্ছে, বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা তত কমে আসছে। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো সরকার পতনের আন্দোলনে আছে। যদিও এই আন্দোলনের সাফল্য নিয়ে কোনো মহলের কোনো উচ্ছ্বাস আছে বলেও মনে হয় না। বিএনপির আন্দোলন নিয়ে সরকার খুব বিচলিত বলেও মনে হয় না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে সরকার হটানো যায় না। বলা হচ্ছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বিএনপি আরো শক্ত অবস্থানে যাবে, আরও কঠোর কর্মসূচি দেবে। যা-ই করুক না কেন, নির্বাচন বন্ধ করার ক্ষমতা বিএনপির আছে বলে কেউ মনে করে না। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিভিন্ন জনসভায় আগামী নির্বাচনেও নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। উপস্থিত মানুষজন দুই হাত তুলে ভোট দেওয়ার অঙ্গীকারও করছেন। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক ঐকমত্য নেই, তেমনি বিদেশিদের মধ্যেও বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত, চীন ও রাশিয়া নির্বাচনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যাশা করছে। এই লক্ষ্য অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতিসহ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের মাথাব্যথা সম্মানজনক না হলেও এটা হচ্ছে এবং এরজন্য আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বলতা ও বিদেশি মুখাপেক্ষিতাই দায়ী। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সংকট সমাধানের তাগিদ দেওয়া হলেও সেটা কেউ করছে না। ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈশ্বিক মেরুকরণ রয়েছে। বাংলাদেশ এখন তাদের সেই লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে, এটা দুঃখজনক। বাংলাদেশে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ হওয়ায় আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ওয়াশিংটন শুরু থেকেই অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের ওপর জোর দিয়ে আসছিল। আর এখন দেশটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হোক, সেটাও চাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সব রাজনৈতিক দলকে নিঃশর্ত সংলাপের পক্ষে মত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ঢাকায় এসে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভূমিকা রাখা এবং ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পাশে থাকাকে পশ্চিমারা ভালোভাবে নেয়নি। দুটি জাতীয় নির্বাচনকে পশ্চিমারা ‘ত্রুটিপূর্ণ’ হিসেবে দেখলেও সরকারের পাশে থেকে সমর্থন জুগিয়ে গেছে ভারত। তবে আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে যখন কিছু দেশ সরব হয়, তখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ছিল দিল্লি। ফলে এমন রটনা ডালপালা মেলেছিল যে ভারত বুঝি আওয়ামী লীগের পক্ষে নেই। অবশেষে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে ভারত। দিল্লিতে গত ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২+২ বৈঠকে এটা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব জানান, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে দুদেশের নেতারা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। তৃতীয় কোনো দেশের নীতিমালা নিয়ে আমাদের মন্তব্য করার জায়গা নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সে দেশের মানুষ তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, এক বন্ধু এবং সঙ্গী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আমরা সম্মান জানাই। একটি স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে সে দেশের মানুষ যেভাবে দেখতে চায়, সেই ভিশনকে ভারত কঠোরভাবে সমর্থন করে। বাংলাদেশকে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সে দেশের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারত বরাবর সমর্থন করে আসছে। এই সমর্থন অব্যাহত থাকবে। অবশ্য ভারতের এ অবস্থানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের ভিন্নতা আছে বলেও শোনা যাচ্ছে। চীনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু হলেও বাংলাদেশের প্রসঙ্গে তারা এখনো একমত হতে পারেনি। বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রশ্নে শেষপর্যন্ত দিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটন কতটা বিরোধে জড়াবে, তা অবশ্য এগুলো খুব পরিষ্কার নয়। ভারতের বক্তব্যের একদিন আগে ঢাকায় চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াো ওয়েন বলেছেন, বাংলাদেশে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এই দেশের আইন মেনে নির্বাচন প্রত্যাশা করে চীন। এই ক্ষেত্রে বাইরের চাপ কিংবা হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কিছুদিন আগে রাশিয়াও প্রায় একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। ভূ-রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এখানে চীন, আমেরিকা, ভারত- সবার স্বার্থ আলাদা আলাদা। ভারত কখনো চাইবে না বাংলাদেশে আমেরিকার একটা নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি হোক। কারণ, পাকিস্তানে যে কাঠামো তৈরি করেছে আমেরিকা সেটার ভুক্তভোগী তারা। তাই ভারত চাইবে না এখানেও আমেরিকা তার ইন্টেলিজেন্স, তার অস্ত্র নিয়ে একটা নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করুক। আজকে হয়তো এই সরকার আছে, কিন্তু সেটা কখনো পরিবর্তন হতে পারে। তখন হয়তো ওই কাঠামো দিল্লির জন্য আরেকটা বড় মাথাব্যথা হয়ে যাবে। ভারতও বড় শক্তি। তাই তারা আমেরিকাকে এই অঞ্চলে খবরদারি করার লাইসেন্স না দেওয়াই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত যে অবস্থান জানিয়েছে তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তারা এ ব্যাপারে অন্য দেশের নাক গলানোকে সমর্থন করে না। সেই কারণে নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্র চাপ অব্যাহত রাখলে ভারত আরও সক্রিয় হতে পারে বলেও মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের নীতির অংশ। অন্যদিকে ভারত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক পুরনো। গত ১৫ বছরে এই সম্পর্ক আরও নতুন মাত্রা পেয়েছে। আবার এর সঙ্গে ঢাকা-বেইজিং সম্পর্কও নতুন উচ্চতায়। আবার চীনকে ঘিরে ওয়াশিংটন-দিল্লির কূটনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। ফলে প্রতিবেশী দেশ ভারত কোনোভাবেই বাংলাদেশের নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ অন্য কারও হাতে তুলে দেবে না। চীন ইস্যুতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। নির্বাচন নিয়ে হস্তক্ষেপ করে ভারত যেমন বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের অবনতি চাইবে না, একইভাবে চীনের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক দিল্লিকে ছাপিয়ে যাক, সেটিও ভারতের কাম্য নয়। আবার যুক্তরাষ্ট্রও এই অঞ্চলে ভারতের মাধ্যমে তাদের প্রভাব ধরে রাখতে চায়। তাই বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের স্পষ্ট অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা। ভারত কোনোভাবেই তার দীর্ঘদিনের নিয়ন্ত্রণ অন্য কোনো দেশের হাতে তুলে দেবে না। বাংলাদেশের নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, ভারতের সক্রিয়তা তত বাড়বে। কূটনীতিকরা মনে করছেন, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে নিজ প্রভাব বজায় রাখতে চায় দিল্লি, কারণ বিষয়টি তাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও শান্তি বিঘ্নিত হলে ভারতেরই ক্ষতি। দিল্লি মনে করে, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র যা করছে, তা অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে দেবে। সেই সঙ্গে চীনের প্রভাব বাড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা, ভারত কোনোভাবেই চায় না বাংলাদেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটার মতো রাজনৈতিক শক্তি আবার ক্ষমতায় আসুক। বিএনপি-জামায়াত সরকারের শাসনামলের অভিজ্ঞতা ভারতের জন্য সুখকর নয়। বাংলাদেশে উগ্রবাদের উত্থান প্রতিবেশী দেশের জন্য বড় হুমকির কারণ। নির্বাচন অবশ্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের বিদেশ নীতির প্রভাব অন্য দেশের ওপর পড়ে। সে জন্যই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বাইরের দেশগুলোর এত আগ্রহ। তবে যে যত কথাই বলুক, ভারতকে উপেক্ষা করে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ঘুঁটি চালানো কারো পক্ষেই সহজ হবে না।

> বাংলাদেশে উগ্রবাদের উত্থান প্রতিবেশী দেশের জন্য বড় হুমকির কারণ। নির্বাচন অবশ্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের বিদেশ নীতির প্রভাব অন্য দেশের ওপর পড়ে। সে জন্যই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বাইরের দেশগুলোর এত আগ্রহ। তবে যে যত কথাই বলুক, ভারতকে উপেক্ষা করে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ঘুঁটি চালানো কারো পক্ষেই সহজ হবে না

লেখক: রাজনীতিক, লেখক ও মহাপরিচালক, বিএফডিআর।

টার্গেট আমাদের ২০২৭ বিশ্বকাপ

তাহসিন খান

২০০৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪টি বিশ্বকাপেই বাংলাদেশ ৩টি করে খেলায় জয়লাভ করেছিল। ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই প্রত্যাশা করেছিলেন ২০২৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের সাফল্য অতীতের সকল অর্জনকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশেষ করে এবারের আসর ভারত আয়োজন করায় বাংলাদেশি অনেক ভক্ত পরিচিত উপমহাদেশীয় কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সেমিফাইনাল খেলবে এমন স্বপ্নও দেখেছিলেন। তবে স্বপ্ন রীতিমত দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় যখন বাংলাদেশ ৯টি খেলায় মাত্র ২টি জিতে দেশে ফিরে আসে। অর্জিত জয় ২টিও এসেছে তুলনামূলক নবাগত আফগানিস্তান এবং দুর্বল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স নিয়ে চলছে কাটাছেঁড়া। বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে শুরু করে, ঘন ঘন ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন, অধিনায়কত্ব, ফাস্ট বোলার দের নতুন বলে আঘাত হানার অক্ষমতা সবকিছু নিয়েই চলছে আলোচনা-সমালোচনা। তবে আলোচনা হওয়ার মতো এমন একটি বিষয় নিয়ে তেমন আলোড়ন পরিলক্ষিত হয়নি। আর সেটি হচ্ছে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি মারার পাশাপাশি সিঙ্গেল/ডাবল নিয়ে ‘রোটেশন অব স্ট্রাইক’ করতে বাংলাদেশি ব্যাটারদের ব্যর্থতা। একটি চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক। গ্রুপ স্টেজে প্রতিটি দল ৯টি করে খেলা খেলেছে। সেমিফাইনালের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মোট সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ভারতের বিরাট কোহলি। তবে মজার বিষয় হচ্ছে কোহলি কিন্তু তার মোট রানের ৫৬% সংগ্রহ করেছেন শুধুমাত্র সিঙ্গেল/ডাবল দিয়ে। অথচ টুর্নামেন্টে কোহলির স্ট্রাইক রেট ৮৮। অর্থাৎ প্রতি বলেই বিগ শট খেলার ঝুঁকি না নিয়েও কোহলি রানের চাকা সচল রেখেছেন। একই প্যাটার্ন লক্ষণীয় এবারের বিশ্বকাপের চমক এবং আরেকজন সফল ব্যাটার নিউজিল্যান্ডের রাচিন রাভীন্দ্রার ব্যাটিংয়ে। রাভীন্দ্রা তার মোট রানের ৪৫% সংগ্রহ করেছেন সিঙ্গেল/ডাবল নিয়ে। টুর্নামেন্টে তার স্ট্রাইক রেট ১০৮। অর্থাৎ কোহলি এবং রাভীন্দ্রা দুজনেই ক্যালকুলেটেড বিগ শটের পাশাপাশি সিঙ্গেল/ডাবলের ওপর জোর দিয়ে সফলভাবে রানের গতি চালু রেখেছেন। আর এখানেই বাংলাদেশি টপ অর্ডার একেবারেই ব্যর্থ। সুপার ফ্লপ নবাগত তানজিদ তামিম তার মোট রানের মাত্র ২৬% করেছেন সিঙ্গেল/ডাবল নিয়ে। অথচ বিগ শট খেলতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই উইকেট বিলিয়ে এসেছেন। ইএসপিএন ক্রিকইনফোতে ম্যাচ ডে আলোচনায় ক্রিকেট বিশ্লেষক মিচেল ম্যাকক্লেনাগান তামিম জুনিয়রকে আখ্যায়িত করলেন প্রতিপক্ষের জন্য রীতিমত ‘ফ্রি ডিনার’ বলে। অপরদিকে লিটন এবং শান্ত এ দুজনও করেছেন হতাশ। প্রায় ম্যাচেই তারা বিগ শটের ওপর জোর দিতে গিয়ে অল্প রানেই উইকেট খুইয়ে এসেছেন। উইকেটে যেদিন কিছুটা থিতু হতে পেরেছেন সেদিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিল্ডার দের কাছে বল ঠেলে মাঝে মধ্যে সিঙ্গেল/ডাবল নিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষকে দিয়েছেন মাত্রাতিরিক্ত ডট বল। ফলশ্রুতিতে এবারের বিশ্বকাপের সফল দলগুলোর টপ অর্ডারের সাথে তুলনা করলে লিটন ও শান্ত দুজনেরই স্ট্রাইক রেট ছিল বেশ সাদামাটা। বাংলাদেশ দলকে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দীর্ঘ মেয়াদে সফল হতে হলে ব্যাটার দের সিঙ্গেল/ডাবল নেওয়ার দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত বিরতিতে বাউন্ডারি স্কোর করতে হবে। তাহলেই রান রেট চালু থাকবে। দল বড় সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ব্যালান্স নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। বিশেষত সেমিফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করা চার দলের কোন স্কোয়াডেই কিন্তু ৫ জন ফ্রন্ট লাইন ফাস্ট বোলার নাই। সেখানে আমরা ঠিক কোন যুক্তিতে ৫ জন ফ্রন্ট লাইন ফাস্ট বোলার স্কোয়াডে রাখলাম তাও আবার ভারতীয় কন্ডিশনে তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞ সিলেকশন কমিটির সদস্য, অধিনায়ক, কোচ প্রমুখ ওনারাই ভালো দিতে পারবেন। তবে এতে সমস্যা যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে স্কোয়াডে কোনো ব্যাকআপ ব্যাটার ছিল না। ফলশ্রুতিতে যখন কেউ রান করতে পারেননি তখন ব্যাটিং অর্ডার রদবদল করা ছাড়া এর বেশি আর কিছু করা সম্ভব হয়নি। ব্যাটিং অর্ডারে প্রায় প্রতি ম্যাচেই রদবদল আনাটাকেও বিশেষজ্ঞরা অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। বিশেষত ব্যাটিং অর্ডারে মেহেদি হাসান মিরাজ এবং মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের কোনো নির্দিষ্ট পজিশন ছিল না। তা স্বত্তেও যে পজিশনেই ব্যাট করেন না কেন মাহমুদউল্লাহ সার্বিকভাবে সাফল্যের মুখ দেখেছেন। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ৫৪ গড়ে ৯১ স্ট্রাইক রেটে বাংলাদেশ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩২৮ রান সংগ্রহ করেছেন। তবে মেহেদি মিরাজের ওপর সম্ভবত এই ঘন ঘন ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন ক্ষতিকর প্রভাব রেখেছে। ৯ ম্যাচ খেলে মিরাজের সংগ্রহ মাত্র ২২ গড়ে ২০১ রান। মিরাজ অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন অলরাউন্ডার। অনেকে তাকে ভবিষ্যতের সাকিব মনে করেন। তার প্রতিভা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু প্রত্যাশার চাপ বহন করতে মিরাজকে যেন কিছুটা সংগ্রাম করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য মিরাজের ক্যারিয়ারে মোট ৩টি হাফ সেঞ্চুরি এবং ২টি সেঞ্চুরি রয়েছে। কিন্তু এর ৪টিই তুলনামূলকভাবে আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার সাথে। ভারতের সাথে ১টি সেঞ্চুরি রয়েছে কিন্তু সেটি ৮ নম্বরে ব্যাট করে। টপ অর্ডারে বড় কোন দলের বিপক্ষেই মিরাজ এখন পর্যন্ত কখনো সফল হতে পারেননি। তাই এবারের বিশ্বকাপে প্রাথমিক ভাবে মিরাজকে টপ অর্ডারে এবং আপার মিডল অর্ডারে খেলানোর পরিকল্পনা ব্যাকফায়ার করেছে। আপাতত মিরাজকে লোয়ার মিডল অর্ডারে খেলিয়ে যখন তিনি আরো ম্যাচুর্ড হয়ে উঠবেন তখন তাকে ধীরে ধীরে আরও ওপরে ব্যাট করানো যেতে পারে। এছাড়া দলের অপর তিন ব্যাটার সাকিব (অলরাউন্ডার), মুশফিক (উইকেটরক্ষক) এবং হৃদয় (ব্যাটার) আশানুরূপ ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। স্বাভাবিক ভাবেই পুরো বিশ্বকাপে আমরা মাত্র একবার ৩০০+ স্কোর করতে পেরেছি। এবার আলোচনা করা যাক ফাস্ট বোলার দের পারফরম্যান্স নিয়ে। পরপর প্রয়াত হিথ স্ট্রিক, ওটিস গিবসন এবং অ্যালান ডোনাল্ডের মত তিনজন বিশ্বমানের কোচের অধীনে ফাস্ট বোলাররা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছিলেন। তবে এবারের বিশ্বকাপে তার ছিটেফোটাও দেখা গেল না। পুরো বিশ্বকাপ খেলে ফাস্ট বোলাররা ব্যয়বহুল ৫০ গড়ে ওভার প্রতি ৬.৩২ রান দিয়ে মাত্র ২৬টি উইকেট নিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় অংশগ্রহণকারী নয়টি দলের ফাস্ট বোলিং পারফরম্যান্সের ভিতর এটিই ছিল সবচেয়ে বাজে। শরিফুল যিনি ১০টি উইকেট লাভ করেছেন তাকে বাদ দিলে দলের অন্য কোনো ফাস্ট বোলারই ৫টির বেশি উইকেট নিতে পারেননি। অনেকে এবারের বিশ্বকাপে নতুন বলে সুইং না পাওয়াকে এর পিছনে দায়ী করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন তাসকিন অথবা মুস্তাফিজ তারা কেউই সুইং বোলার না। তাদেরকে ইংরেজিতে ‘হিট দ্য ডেক’ বোলার বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাসকিন এবং মুস্তাফিজের জন্য ন্যাচারাল লেংন্থ হচ্ছে গুড লেংন্থ এবং শর্ট অব গুড লেংন্থ। কাজেই সুইং না পাওয়ার অজুহাত অন্তত তাসকিন এবং মুস্তাফিজের জন্য চলে না। অ্যালান ডোনাল্ডের সাথে চুক্তি নবায়ন না হওয়ায় তিনি দেশে ফিরে গেছেন। নতুন যিনি বোলিং কোচ হয়ে আসবেন তার অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে কোন জায়গায় ফাস্ট বোলাররা গুলিয়ে ফেলেছিলেন সেটিকে বিশ্লেষণ করে ভুলগুলো শুধরাতে সহায়তা করা। বাকি থাকলো দলের কমান্ডার সাকিব আল হাসানের অধিনায়কত্ব। বিভিন্ন কারণে বিষয়টি স্পর্শকাতর তবে কিছু জেনারেল অবজারভেশন দেওয়া যেতেই পারে। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইয়ন মর্গান। দলনেতা হিসাবে এই আইরিশ ম্যান অথচ ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেওয়া মর্গানের বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। শেষ ১০-১৫ ওভারে মর্গান বোলারদের সাথে বোলিং পরিকল্পনা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতেন এবং সেটি অনেক ক্ষেত্রে বোলারদের মানসিক ভাবে চাঙা করে তুলতে সহায়তা করতো। কেন উইলিয়ামসন অথবা রোহিত শর্মাকেও এ বিশ্বকাপে এমনটাই করতে দেখা গেছে। কিন্তু সাকিবকে এবারের বিশ্বকাপে স্লগ ওভারে বলতে গেলে কখনোই কোন বোলারের সাথে আলোচনা করতে দেখা যায়নি। কেন দেখা যায়নি তার উত্তর সাকিবের মত একজন ন্যাচারাল লিডার নিজেই সম্ভবত ভালো দিতে পারবেন। কিন্তু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা এমন প্রশ্ন তুলতেই পারেন। আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা না বললেই না। আমরা জানি সাকিব বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা একজন দলনায়ক। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে অথবা মত প্রকাশ করতে কখনোই দ্বিধা করেন না। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ৫ জন ফাস্ট বোলার নিয়ে স্কোয়াড ঘোষণা করার মত সুইসাইডাল সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাটিং অর্ডারে অযাচিত রদবদল আনা নিয়ে তিনি কেন কোন প্রতিবাদ করেননি। নাকি এ সকল বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সাকিবের সম্মতিতেই হয়েছিল। বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীদের এসব প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার রয়েছে। তবে উত্তর কখনো আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সেটিই একটি বিরাট বড় প্রশ্ন। বাংলা বাগধারার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্সকে বলা যেতে পারে ‘আশায় গুড়েবালি’। আমরা বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন তাকিয়ে থাকবো ২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে যেটি অনুষ্ঠিত হবে আফ্রিকা মহাদেশে। বলাবাহুল্য ২০০৩ সালে সর্বশেষ আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে আমরা সব কটি ম্যাচ হারার লজ্জাজনক রেকর্ড করেছিলাম। এবার নিশ্চয়ই এমনটি হবে না। বিসিবি কর্তা ব্যক্তিরা তো সবসময়ই বলে থাকেন আমাদের টার্গেট এবারের বিশ্বকাপ না, নেক্সট বিশ্বকাপ। তাই যদি হয় তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা না হয় আশায় বুক বাঁধতেই পারি। বেটার লাক নেক্সট টাইম বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম।

> আমরা বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন তাকিয়ে থাকবো ২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে যেটি অনুষ্ঠিত হবে আফ্রিকা মহাদেশে। বলাবাহুল্য ২০০৩ সালে সর্বশেষ আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে আমরা সব কটি ম্যাচ হারার লজ্জাজনক রেকর্ড করেছিলাম। এবার নিশ্চয়ই এমনটি হবে না। বিসিবি কর্তা ব্যক্তিরা তো সবসময়ই বলে থাকেন আমাদের টার্গেট এবারের বিশ্বকাপ না, নেক্সট বিশ্বকাপ। তাই যদি হয় তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা না হয় আশায় বুক বাঁধতেই পারি

লেখক: আইনজীবী, গবেষক ও ক্রীড়া বিশ্লেষক, বেলফাস্ট, যুক্তরাজ্য

উত্তরাখণ্ডে টানেল ধস: আটকে পড়াদের উদ্ধারে আশা জাগাচ্ছে ড্রিল মেশিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উত্তরাখণ্ডে নির্মাণাধীন একটি হাইওয়ে টানেল ধসে চারদিন ধরে ভূগর্ভে আটকা পড়ে আছেন ৪০ জন শ্রমিক। তাদের উদ্ধারে নতুন এক ধরণের ড্রিল মেশিন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। তাদের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, রাজধানী দিল্লি থেকে গত বুধবার নতুন এই ড্রিল মেশিনটি আনা হয়। এর আগে আরো একটি মেশিন দিয়ে ধসে পড়া ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে ড্রিল করে আটকে পড়া শ্রমিকদের বের করে আনতে একটি সুড়ঙ্গ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বিশাল বিশাল বোল্ডারের কারণে ওই মেশিনটি ড্রিল করতে ব্যর্থ হয়। শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য প্রথমে ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে ড্রিল করে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি পরিকল্পনা করা হয়েছে। তারপর ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে একটি পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এবং শ্রমিকরা পাইপ বেয়ে উপরে উঠে আসবেন। গত রোববার স্থানীয় সময় ভোর ৫টার দিকে ওই টানেলটি ধসে পড়ে। ওই দিন সকালেই একটি পাইপের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাছে খাবার, পানি ও অক্সিজেন পাঠানোর ব্যবস্থা

করা হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, শনিবার রাতের পালায় ওই টানেলে ৫০ থেকে ৬০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। ধসের পর যারা টানেলের বেরিয়ে যাওয়ার মুখে কাজ করছিলেন তারা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু মাটির প্রায় ২০০ মিটার গভীরে কর্মরত শ্রমিকরা আটকা পড়ে যান। টানেলটি প্রায় ৪ হাজার ৫৩১ মিটার লম্বা। মাটি ধসে সেটির বেরিয়ে যাওয়ার মুখটি বন্ধ হয়ে গেছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের সঙ্গে ওয়াকি-টকির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন উদ্ধারকর্মীরা। কয়েকটি গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, আটকে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে কারো কারো মাথাব্যথা, উদ্বেগ এবং বমি বমি ভাব দেখা দিয়েছে। তবে বিবিসি এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললে তারা বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, শ্রমিকরা কেউই আহত নন। নতুন যে মেশিনটি আনা হয়েছে সেটি ঘণ্টায় পাঁচ মিটার ড্রিল করতে সক্ষম বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন পরিকল্পনা হলো, ড্রিল করে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করা এবং সেই সুড়ঙ্গে একটি ৯০০ এমএম চওড়া ধাতব পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া।

চীনে কয়লা কম্পানির ভবনে আগুন, নিহত ২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর চীনের শানসি প্রদেশে একটি ভবনে আগুন লেগে অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আহত অনেক জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। স্থানীয় সময় গত বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে শানসি প্রদেশের লুলিয়াং শহরের ইয়ংজু কয়লা কম্পানির একটি চারতলা ভবনে আগুনের সূত্রপাত হয়। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, ২৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। এর আগে সম্প্রচারকারী সিসিটিভি ৬৩ জনের মৃত্যুর খবর জানায়, তবে পরে তা সংশোধন করা হয়। আহত ৫১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ মারা গেছে কিনা তা প্রতিবেদনে বলা হয়নি।

মিশর থেকে গাজায় ঢুকেছে প্রথম জ্বালানি ট্যাংকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েল পাঁচ সপ্তাহ আগে গাজায় হামলা শুরুর পর থেকে এই প্রথম সেখানে জ্বালানি সরবরাহ করেছে একটি ট্যাংকার। জাতিসংঘের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেছেন, তারা মিশরের রাফাহ ক্রসিং দিয়ে ২৩ হাজার লিটার (৫,০৬০ গ্যালন) জ্বালানি সরবরাহ পেয়েছেন। তবে তিনি এও জানান যে, ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ গাজায় ত্রাণপরিবহনের জন্য এই জ্বালানির ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করেছে এবং হাসপাতালের বিদ্যুৎ কিংবা ওয়াটার পাম্পগুলোর জন্যও কেউ জ্বালানি ব্যবহার করতে পারছে না।

সব জ্বালানি সরবরাহই আটকে দিচ্ছে ইসরায়েল। তারা বলছে, হামাস এই জ্বালানি চুরি করে সামরিক কাজে তা ব্যবহার করতে পারে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুরোধে তারা জাতিসংঘের ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় ঢুকতে দিতে রাজি হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের সেনারা আল শিফা হাসপাতালে ঢুকে তল্লাশি চালানোর কয়েকঘন্টা পর এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ঢুকে হামাসের নজিরবিহীন হামলায় ১,৪০০'র বেশি মানুষ নিহত এবং ২৪০ জন জিম্মি হওয়ার পর থেকেই সশস্ত্র এই ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় নিয়ে গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় অন্তত ১১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজায় সবচেয়ে বড় মানবিক ত্রাণকাজ চালানো জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ- মঙ্গলবার বলেছে, জ্বালানির অভাব থাকা মানে হচ্ছে, তারা আর রাফাহ সীমান্ত ক্রসিংয়ে পৌঁছানো ট্রাকগুলো থেকে ত্রাণ নামানো এবং বিতরণের কাজ করতে পারবে না। সংস্থাটির কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, "আমাদের গোটা কার্যক্রমই এখন ধসে পড়ার দ্বারপ্রান্তে।"

'চীনের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করছি'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চার ঘণ্টা ধরে কথা বললেন জো বাইডেন ও শি চিন পিং। ঠিক হয়েছে, দুই দেশের সামরিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হবে। ছয় বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন শি চিন পিং এবং মুখোমুখি বৈঠক করেছেন মার্কিন ফ্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে। বাইডেন জানিয়েছিলেন, এই বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য হলো, একে অপরকে ভালো করে জানা ও বোঝা। আর তার জন্য মুখোমুখি বৈঠকের কোনো বিকল্প নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এটাও জানিয়েছেন, অতীতে তিনি ও শি সবসময় যে সহমত হয়েছেন এমন নয়। এই বৈঠকের পরেও তাইওয়ান নিয়ে মতভেদ থেকে গেছে। তবে দুই দেশ সামরিক পর্যায়ে আলোচনা শুরুতে সম্মতি দিয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোর ঠিক বাইরে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের শেষে বাইডেন বলেছেন, তাদের মধ্যে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স(সাবেক টুইটার)-এ বাইডেন লিখেছেন, 'শির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, তাকে আমি সত্যিকারের মূল্য দিই। আলোচনা অনেকখানি এগিয়েছে।'

বাইডেনকে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়ছিল, গত জুনে শি চিন পিং-কে একজন স্বৈরশাসক বলেছিলেন আপনি, এখনও তাই মনে করেন কিনা? বাইডেনের জবাব ছিল, 'আসলে তিনি তাই। মানে আমি বলতে চাইছি, তিনি এই অর্থে স্বৈরশাসক। তিনি যে দেশ চালান, সেটা কমিউনিস্ট দেশ। সেখানে সরকারের ধরণ আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা।' এর আগেও বাইডেন এই ধরনের মন্তব্য করেছেন এবং বেইজিং তার তীব্র প্রতিবাদও করেছিল।

শপথ অনুষ্ঠানে মালদ্বীপে যাচ্ছেন না নরেন্দ্র মোদি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আমন্ত্রণ পেলেও মালদ্বীপের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার বদলে ঐ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন আর্থ (ধরিত্রী) বিজ্ঞানমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। গতকাল বৃহস্পতিবার দুই দিনের সফরে মালদ্বীপ যান তিনি। গত বুধবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। আজ শুক্রবার মুইজ্জু মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন। চীনপন্থি রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মোদি যাবেন কি না, তা নিয়ে কয়েক দিন ধরে জল্পনাকল্পনা চলছিল। মোদির বদলে রিজিজুকে মনোনীত করার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট, ঐ অনুষ্ঠানকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে ভারত রাজি নয়। তাই রিজিজুকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির 'সাগর নীতি' রূপায়ণে মালদ্বীপের বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

বিদ্রোহীদের তুমুল আক্রমণের মুখোমুখি মিয়ানমার জান্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের সামরিক সরকার স্বীকার করেছে, তারা জান্তাবিরোধী বাহিনীর ভারি আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। বিদ্রোহীরা গত অক্টোবর মাসের শেষে সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করেছিল। তারা দাবি করেছে, সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি শহর এবং বেশ কয়েকটি সামরিক পোস্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সামরিক সরকারের একজন মুখপাত্র জাও মিন তুন বলেছেন, উত্তরে শান রাজ্য, পূর্বে কায়াহ রাজ্য এবং পশ্চিমে রাখাইন রাজ্যে সৈন্যরা সশস্ত্র বিদ্রোহী সৈন্যের প্রবল আক্রমণের মুখে পড়েছে। অভ্যুত্থানবিরোধী যোদ্ধারা সামরিক পোস্টে বোমা ফেলার জন্য শত শত ড্রোন ব্যবহার করেছে। ফলে কিছু জায়গা খালি করতে হয়েছে বলে জাও মিন তুন বলেছেন। স্থানীয় সময় বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমরা কার্যকরভাবে ড্রোন হামলা থেকে বাঁচতে জরুরিভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি।' ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমার জান্তা সরকার বেসামরিক নেতা অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে নামিয়ে ক্ষমতা দখল করে। এর পরেই মিয়ানমার বিভিন্ন সংকটে নিমজ্জিত হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। কিন্তু সামরিক বাহিনী তাদের ওপর বল প্রয়োগের চেষ্টা করলে কিছু বেসামরিক মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগ দেয়। এই জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘদিন ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করে আসছে। মিয়ানমারের 'অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনারস' অনুসারে, এই

সহিংসতায় অন্তত চার হাজার ৪৮৫ জন বেসামরিক এবং অভ্যুত্থানবিরোধী কর্মী নিহত হয়েছে। মিয়ানমারের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) ও তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ)-এর একটি গ্রুপ 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'-এর অধীনে ২৭ অক্টোবর চীনের সীমান্তের কাছে শান রাজ্যে নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। তাদের লক্ষ্য হলো- 'অত্যাচারী সামরিক একনায়কত্ব' নির্মূল করা। যুদ্ধটি পশ্চিম রাখাইন ও চিন রাজ্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধের ফলে দুই লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং শিশুসহ অন্তত ৭৫ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জানিয়েছে, 'সংঘাতের বিস্তারের কারণে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'যুদ্ধের কারণে দুই মিলিয়নেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়েছে।'

এদিকে গত বুধবার মিয়ানমারে বিদ্রোহীগোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) জানায়, অন্তত ১০ সেনা ও ২৮ পুলিশ সদস্য তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। গত মঙ্গলবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ রাখাইনে সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধ শেষে সশস্ত্র সরকারবিরোধী এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। এদিকে থাই সীমান্তে কায়াহ রাজ্যে অভ্যুত্থানবিরোধী যোদ্ধারা রাজ্যের রাজধানী লোইকাওয়ের কাছে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে।

বিনোদন

বাসায় ফিরেছেন তানজিন তিশা

বিনোদন ডেস্ক : সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন ছোটপর্দার তারকা অভিনেত্রী তানজিন তিশা। খবরটি জানিয়েছে অভিনয়শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও অভিনেতা রওনক হাসান। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে এক স্ট্যাটাসে তিনি জানান, অভিনয়শিল্পী তানজিন তিশা গতরাতে হঠাৎ করে অসুস্থ হলে তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। তারপর স্কয়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি এখন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেছেন। সবার উদ্দেশে অভিনয়শিল্পী সংঘের এই নেতা বলেন,"আপনাদের সবার আবেগ, উৎকণ্ঠা ও প্রার্থনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" বুধবার মধ্যরাত থেকেই গুঞ্জন, মডেল অভিনেত্রী তানজিন তিশা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন! বুধবার রাতে তিনি মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে শোনা যাচ্ছে। তানজিন তিশার ঘনিষ্ঠজনদের বরাতে দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, বুধবার রাজারবাগের বাসায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে তানজিন তিশা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

এবার রাজা রানি চরিত্রে শাওন-টয়া

বিনোদন ডেস্ক : কোরীয় সিরিজ 'মি. কুইন'-এর ডাবিংয়ে কণ্ঠ দিয়েছেন মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া ও সৈয়দ জামান শাওন দম্পতি। নেটফ্লিক্সের সিরিজটি এ মাসেই বাংলা ভাষায় বায়োস্কোপে মুক্তি দেওয়া হবে। টয়া বলেন, 'প্রথমবার নিজের কনটেন্টের বাইরে ডাবিং করছি। কোরীয় সিরিজ ভীষণ পছন্দের। অনেক দেখি। এই সিরিজটাও আমার খুব পছন্দের। প্রায় বছরখানেক আগে একদিন বাসায় সিরিজটি দেখছিলাম, সেদিনই আমার কাছে ফোন আসে এবং প্রস্তাব দেওয়া হয় এই সিরিজের বাংলা ডাবিংয়ের। বলল, এটা আপনাকে নিয়ে করতে চাই। কাকতালীয় ঘটনাও বলতে পারেন। আমার ভালো লেগেছে। কারণ সিরিজের প্রধান চরিত্র আমার মতোই। আমি যে ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে মজা পাই, এটা তেমনই। তিন মাস ধরে ডাবিং করেছি।' সিরিজে রানির চরিত্রের ডাবিং করেছেন টয়া। চরিত্রটার নাম কিম সো। টয়ার স্বামী অভিনেতা শাওন অভিনয় করেছেন রাজা ছিওল জং চরিত্রে। 'মি. কুইন' পৌরাণিক গল্প। এই গল্পে অনেক সিনেমা হয়েছে। নেটফ্লিক্সে 'মি. কুইন' মুক্তি পায় ২০২১ সালে। টয়া বলেন, 'বেশ মজা নিয়ে ডাবিং করেছি। আমরা পর্দার চরিত্রটিকে বাংলায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। ফ্যান্টাসি আছে, ভিন্ন রকম গল্প-সাধারণত আমরা যা করে অভ্যস্ত নই। আমরা জামাই-বউ দুজনে ২০০ বছরের পুরনো রাজা-রানি হয়ে গিয়েছিলাম। ডাবিং রুমে যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ নিজেদের রাজা-রানি অনুভব করি।'

যে কারণে ডিবি কার্যালয়ে লুবাবা

বিনোদন ডেস্ক : শিশুশিল্পী সিমরিন লুবাবা সম্প্রতি এই খুদে শিল্পী ভীষণভাবে ট্রলের শিকার হওয়ায় তার মা জাহিদা ইসলাম জানিয়েছিলেন আইনি পদক্ষেপ নেযা হবে। মেয়েকে নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন লুবাবার মা। বুধবার ফেসবুকে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে লুবাবার ফেসবুক থেকে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ডিবি প্রধানের সঙ্গে দেখা গেছে লুবাবা। সঙ্গে ছিলেন তার মা জাহিদা ইসলাম। সংবাদ মাধ্যমঅনুযায়ী, লুবাবার মা ডিবি কার্যালয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ' কয়েকদিন আগে থেকেই ভাবছিলাম এখানে আসব। তবে তেমন কিছু না। এমনিতেই এসেছি ওনার (ডিবি প্রধানের) সঙ্গে দেখা করতে।'

আইনি পদক্ষেপ নিতেই কী এই দেখা করা? জাহিদা ইসলাম বলেন, 'এখনই কিছু বলতে চাচ্ছি না, দেখা যাক কী হয়।' লুবাবার মা জাহিদা ইসলাম আরো বলেন, 'লুবাবা বাচ্চা একটা মেয়ে। ওর নামে ফেক আইডি খোলা হচ্ছে, লুবাবা টিকটক ব্যবহার করে না।

প্রকাশ্যে 'নীল জলের কাব্য'

বিনোদন ডেস্ক : অনুভূতির গল্পে নির্মিত হয়েছে ওয়েব ফিল্ম 'নীল জলের কাব্য'। জাহান সুলতানার গল্পে এটি নির্মাণ করেছেন শিহাব শাহীন। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর পর্দায় দেখা যাবে আফরান নিশো ও মেহজাবীন জুটিকে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটায় ওটিটি প্লাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পায় ওয়েব ফিল্মটি। এর আগে বুধবার প্লাটফর্মটির পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়। এ সময় শিহাব শাহীন বলেন, 'এখন ওটিটিতে যে ধরনের কাজ হয় এটা একদমই তার বাইরে ভিন্ন ধরনের কনটেন্ট। থ্রিলার জনরার চাহিদার কারণে এখন ফ্যামিলি ড্রামা বা মধ্যবিত্তের গল্পগুলো একদমই বলা হয় না। নীল জলের কাব্য একটা সাধারণ গল্প। একটা মেয়ের সমুদ্র দেখার অভিলাস বা ইচ্ছে পূরণের গল্প। আমার ধারণা, আমাদের দেশের একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এখনও সমুদ্র দেখা থেকে বঞ্চিত। আমাদের গল্পের মূল চরিত্রটি সেই জনগোষ্ঠীকেই উপস্থাপন করছে।' আফরান নিশো বলেন, 'গল্পটা আমার খুব কাছের, হৃদয়ের কাছাকাছি। আমরা সবাই কাজটার জন্য লেগে ছিলাম। নিজেদের কাজের জন্যই আমরা সময় করে উঠতে পারছিলাম না। সবার চাওয়া এক হওয়াতেই আমরা সেটা শেষ করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস কাজটা খুব সহজেই আপনাদের হৃদয়ে পৌঁছাবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সমাজে নারীকেন্দ্রিক গল্পগুলো কেন জানি দর্শকনন্দিত হতে চায় না বা হয় না। এটা আমরা পুরুষদের কারণে কিনা, জানি না। কিন্তু আমি সবসময় এটা অনুভব করি, মেহজাবীনের সঙ্গে

কাজের সময়ও, কেন একটি নারীকেন্দ্রিক গল্প দর্শক লুফে নেয় না। পুরুষরা যখন কেন্দ্রীয় চরিত্রে কাজ করে, তখনই কেন সেটা সমাদৃত হয়। ওটিটির ক্ষেত্রেও এরকম দেখা যায়। এ কারণে নির্মাতারাও চান পুরুষ শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে।' মেহজাবীন চৌধুরী বলেন, 'আমার ক্যারিয়ারে কোনো কাজ এত দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকেনি, এটা যত দিন আটকে ছিল। ২০২১- আমি খুব চাচ্ছিলাম একটা ব্যতিক্রম কাজ করতে। কিন্তু গল্প পাচ্ছিলাম না। একটা সময় এই গল্পটা পাই। এখানে আমার যে ক্যারেক্টার, ও ছোটবেলা থেকে বড় হয় স্কুল-কলেজ পেরিয়ে সংসার শুরু করে, পুরো জার্নিতে ওর একটাই ইচ্ছে ছিল- কক্সবাজার যাবে। শুটিংয়ে প্রথম সমস্যাটা আমিই করি। আমার চোখে সমস্যা দেখা দেয়। তারপরও আমরা চাচ্ছিলাম কাজটা করি। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে আর শুটিং চালিয়ে যেতে পারিনি। এরপর ব্রেকের পর পর ব্রেক হতেই থাকলো। মনে হচ্ছিল, এত সুন্দর একটা গল্প দর্শককে দিতে চাচ্ছি, এত বাধা আসছে কেন? অবশেষে গত আগস্টে কাজটা শেষ হয়েছে। কাজটি দেখার পর সবাই সবার মতামত জানাবেন, সঙ্গে এটাও জানাবেন আমাদের কোন কোন জায়গায় আরও ভালো করা যেত।'

বক্স অফিসে 'টাইগার ৩'র ধ্বস

বিনোদন ডেস্ক : 'টাইগার ৩' ছবির শুরুটা ধামাকাদার হয়েছে বটে। ভারতে সাড়ে ৪৪ কোটি রুপি কালেকশন করে দীপাবলি উৎসবের সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়েছে। দ্বিতীয় দিনে আয় আরও বাড়ে। ফলে সালমান ভক্তদের প্রত্যাশার প্রদীপ আরও উজ্জ্বল হয়। কিন্তু চতুর্থ দিনে বুধবার বড় পতনের মুখে পড়লো 'টাইগার ৩'। এ দিন ভারতে ছবিটির কালেকশন মাত্র ২১ কোটি রুপিতে নেমে এসেছে। যেটা তৃতীয় দিনের (৪৩ কোটি ৫০ লাখ) চেয়ে অর্ধেকেরও কম। এ বিষয়ে বক্স অফিস বিশ্লেষক তরন আদর্শ বলেছেন, "চতুর্থ দিনের শুরুটা কিন্তু ভালোই ছিল। সকালের শো-গুলোতে প্রচুর দর্শক ছিল। কিন্তু দুপুর ১টা থেকেই ছবিটির ব্যবসায় ধ্বস নামে। কারণ তখন ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের সেমি-ফাইনাল ম্যাচ ছিল। আর ম্যাচটি রেকর্ড পরিমাণ দর্শক দেখেছে। ফলে সিনেমা হলে দর্শকের সমাগম কমে যায়।' এরপরও চতুর্থ দিনের কালেকশনকে একেবারে মন্দ বলতে নারাজ বিশ্লেষকরা।

১ দিনে আল্লু অর্জুনের পারিশ্রমিক প্রায় ৮ কোটি

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় তাকে। তবে এসব ক্ষেত্রে ভেবে-চিন্তে কাজ করেন 'পুষ্পা'খ্যাত এই অভিনেতা। কয়েক মাস আগে একটি বিজ্ঞাপনে কাজের প্রস্তাব পান আল্লু অর্জুন। এজন্য তাকে ১০ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১ কোটি ৮৯ লাখ রুপির বেশি) পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু কাজটি তার 'নীতির' সঙ্গে না মেলায় ফিরিয়ে দেন। এখনো বিজ্ঞাপনে কাজ করেন আল্লু অর্জুন। কাজটি পছন্দ হলে প্রতিদিনের জন্য তাকে কয়েক কোটি টাকা দিতে হয়। সিয়াসাত ডটকম জানিয়েছে, কয়েক বছর আগেও আল্লু অর্জুন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্য ৩০-৬০ লাখ রুপি নিতেন। কিন্তু 'পুষ্পা' সিনেমা মুক্তির পর তার জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য রকমের বেড়ে গেছে। ফলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করেছেন তিনি। এখন বিভিন্ন পণ্যের ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্য প্রতিদিন তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে ৬ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকা) দিতে হয়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটিই সত্য। আল্লু অর্জুন অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'পুষ্পা: দ্য রাইজ'। বহুল আলোচিত এ সিনেমা ২০২১ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে মুক্তি পায়। সুকুমার পরিচালিত এ সিনেমা বক্স অফিসে বাজিমাত করে; পাশাপাশি দর্শক-সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়ায়। বর্তমানে 'পুষ্পা টু' সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন আল্লু অর্জুন। এ সিনেমায়ও জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হবেন আল্লু অর্জুন-রাশমিকা। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় সিনেমাটি আরো বেশি চমকপ্রদ হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন নির্মাতারা। বাজেটও থাকছে প্রথম সিনেমার তুলনায় দ্বিগুণ। 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমার বাজেট ছিল ১৯৩ কোটি রুপি। এবার বাজেট হতে চলেছে ৪০০ কোটি রুপি। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট মুক্তি পাবে 'পুষ্পা টু' বা 'পুষ্পা: দ্য রুল'।

চড়কাণ্ডে ক্ষমা চাইলেন নানা পাটেকর

বিনোদন ডেস্ক : বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে 'জার্নি' সিনেমার শুটিং করছিলেন বলিউড অভিনেতা নানা পাটেকর। আর সেই সেটেই এক অনুরাগীকে মাথায় চড় মেরে বিতর্কের মুখে পড়েছেন নানা পাটেকর। গতাকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়ছে। যেখানে দেখা যায়, ছবি তুলতে আসা এক ভক্তকে চড় মেরেছেন নানা পাটেকর। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতা। নানা পাটেকর সামাজিকমাধ্যম ইন্সটাগ্রাম পেজে একটি ভিডিও শেয়ার করেছে, যেখানে অভিনেতা চড়কাণ্ডের বিষয়টি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। ভিডিওতে অভিনেতা নানা পাটেকর বলেছেন, 'একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে আমি একটি ছেলেকে আঘাত করেছি। এই সিকুয়েন্সটি আমাদের চলচ্চিত্রের একটি অংশ। আমরা রিহার্সাল করছিলাম। এরপর দ্বিতীয় রিহার্সালের জন্যও সময় নির্ধারিত হয়। নির্মাতা আমাকে শুরু করতে বলেছিলেন।

ফের অস্কার সঞ্চালনায় জিমি-মলি

বিনোদন ডেস্ক : অস্কারের মঞ্চে ফিরছেন অভিনেতা জিমি কিমেল। মার্কিন এ টিভি তারকা অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৬তম আসর উপস্থাপনা করবেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। জিমির এটি চতুর্থ সঞ্চালনা। এর আগে ৮৯, ৯০ ও ৯৫তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অস্কার সঞ্চালনা প্রসঙ্গে জিমি কিমেল রসিকতা করে বলেন, 'আমি সবসময় স্বপ্ন দেখেছি চতুর্থবার অস্কার সঞ্চালনা করার।' জিমির সঞ্চালনার পাশাপাশি তার স্ত্রী মলি অস্কারের নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই প্রসঙ্গে অ্যাকাডেমি সিইও বিল ক্রামের বলেন, 'জিমির সঞ্চালনায় ফেরা এবং মলির নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে ফেরায় আমরা আনন্দিত। তারা আমাদের মতোই চলচ্চিত্র ভালোবাসেন এবং বিশ্বব্যাপী দর্শকদের জন্য একটি দারুণ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল।'একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আয়োজনে ২০২৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ৯৬তম অস্কার অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়ার ডলবি থিয়েটারে ২৪টি শাখায় দেওয়া হবে পুরস্কার।

বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ করলেন ঈশানা

বিনোদন ডেস্ক : মা হবেন অভিনেত্রী ঈশানা খান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ করে তথ্যটি জানিয়েছেন নিজেই। প্রথমবারের মতো সন্তানের অপেক্ষায় ঈশানা-সারিফ চৌধুরী দম্পতি। তাঁরা দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। ২০০৯ সালে লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার আপ হয়েছিলেন ঈশানা। এরপর তাঁকে নিয়মিত দেখা গেছে টিভি পর্দায়। একের পর এক জনপ্রিয় সব নাটকে হাজির হয়েছেন। র‍্যাম্প মডেল হিসেবেও বেশ ভালো করছিলেন। মিডিয়ায় আসার এক দশক পর ২০১৯ সালে বিয়ে করেন, হয়েছেন অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী। ঈশানা জানান, শিগগিরই মা হতে যাচ্ছেন তিনি। ঘরে আসবে নতুন অতিথি। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সময় সাবধানে কাটাচ্ছেন। ঘরের বাইরের কাজকর্ম থেকেও অবসর নিয়েছেন। ঈশানা বলেন, 'সময়টা উপভোগ করছি। আমি খুব ভালো একজন লাইফ পার্টনার পেয়েছি, সে খুব সাপোর্টিভ।

গলাচিপায় উপকূল বাতিঘর উদ্বোধন

গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি : পটুয়াখালীর গলাচিপায় 'উপকূল বাতিঘর' এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নূর কুতুবুল আলম। বৃহস্পতিবার অফিসার্স ক্লাব এর পাশে উপজেলা কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার বাতিঘর উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল, পৌর মেয়র আহসানুল হক তুহিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাসিম রেজা ও গলাচিপা থানার অফিসার ইনচার্জ শোণিত কুমার গায়েনসহ সরকারি কর্মকর্তা ও সুধিজন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহিউদ্দিন আল হেলালের উদ্যোগে সর্ব সাধারনের পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন ও জ্ঞান প্রসারের জন্য 'উপকূল বাতিঘর' নামে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করেন।

শ্রীমঙ্গলে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলী রাজিব মাহমুদ মিঠুন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভানুলাল রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) সন্দ্বীপ তালুকদার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হাজী মোহাম্মদ লিটন আহমেদ, শ্রীমঙ্গল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অর্ধেন্দু কুমার দেব প্রমুখ। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, চা-বাগান প্রতিনিধি, বিজিবি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

চাটমোহরে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহর উপজেলার মথুরাপুর হাট উন্নয়ন, গাভার ব্রিজ, সড়ক ও ২টি স্কুলের উন্নয়নসহ ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন পাবনা-৩ আসনের এমপি ও ভূমি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাটমোহর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসকল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেদুয়ানুল হালিম। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য মোঃ মকবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন, উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সুলতান মাহমুদ,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম নজরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার এস এম মোজাহারুল হক, পাবনা জেলা পরিষদ সদস্য সাইদুল ইসলাম পলাশ, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান নুরু, আওয়ামী লীগ নেতা নবীর উদ্দিন মোল্লা, আঃ ছালাম প্রমুখ।

চিকিৎসকের বাসায় চুরি

বরিশাল প্রতিনিধি : জেলার গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর এলাকার চিকিৎসক আবুল বাসারের বাসায় দুর্ধর্ষ চুরি সংঘটিত হয়েছে। খবরপেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসক আবুল বাসার জানিয়েছেন, গত পাঁচদিন পূর্বে বাটাজোরস্থ তার ভবনের দরজা ও গেটে তালা লাগিয়ে তিনি ঢাকার বাসায় অবস্থান করছেন। বুধবার বিকেলে স্থানীয়দের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন বাসায় কেউ না থাকার সুযোগে সংঘবদ্ধ চোরেরা রাতের আঁধারে তালাবদ্ধ বাসা থেকে গুরুত্বপূর্ন জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গৌরনদী মডেল থানার এসআই কামাল হোসেন জানিয়েছেন, খবরপেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মহাদেবপুরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ত্রাণ বিতরণ

মহাদেবপুর (নওগাঁ) প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নওগাঁ জেলা শাখা। বুধবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা সদরের কলেজ মাঠ সংলগ্ন আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত রাবেয়া পল্লীর সম্প্রীতি মঞ্চে এর আয়োজন করা হয়। সংগঠনের নওগাঁ জেলা শাখার আজীবন সদস্য বাসস ও চ্যানেল আই প্রতিনিধি জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি কায়েস উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলার সদর, এনায়েতপুর, হাতুড়, চাঁন্দাশ ও খাজুর ইউনিয়নের ৫০ জন ক্ষতিগ্রস্ত চাষির হাতে কম্বল ও বিছানা পাটি বিতরণ করেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র সাহা এতে সভাপতিত্ব করেন। আজীবন সদস্য ও রাবেয়া পল্লীর পরিচালক ওবায়দুল হক বাচ্চুর সঞ্চালনায় ও সার্বিক পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন মহাদেবপুর অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষিকা আঙ্গুরি আক্তার, সুদেবী, আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক দীপংকর লাকড়া, অবসরপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা আশুতোষ সরকার, মডার্ণ আইডিয়াল কিন্ডার গার্টেনের অধ্যক্ষ রঞ্জন চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা নিমু ব্যানার্জী প্রমুখ।

সৈয়দপুরে ফ্রি ডায়াবেটিস চিহ্নিত করণের ক্যাম্প

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুরে ফ্রি ডায়াবেটিস চিহ্নিত করণের বিশেষ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এটির আয়োজন করা হয় হাজারীহাট স্কুল এণ্ড কলেজ ক্যাম্পাসে। ওই ক্যাম্পের আয়োজন করেন সৈয়দপুর ডায়াবেটিস সমিতি। ওই ক্যাম্পের মুখ্য আলোচক ছিলেন সৈয়দপুর ডায়াবেটিস সমিতির চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ প্রভাষ চন্দ্র রায়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজারীহাট স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ লাচ্চু হাসান চৌধুরী। এটি পরিচালনা করেন সৈয়দপুর ডায়াবেটিস সমিতির সুপার ভাইজার মোঃ আনোয়ারুল হক শাহাজী। সহযোগিতায় এ সি আই ফার্মা লিমিটেড। ডাঃ প্রভাষ চন্দ্র রায় জানান, ১০০ জনের পরীক্ষায় আমরা ২০ জন ডায়াবেটিস রোগী পেয়েছি। তাদেরকে এটি নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তারা সৈয়দপুর ডায়াবেটিস সমিতির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন এমন পরামর্শ দেয়া হয়।

গোমস্তাপুরে পেঁয়াজের বীজ ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ

গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে কৃষি প্রণোদনা আওতায় বিনামূল্যে পেঁয়াজের বীজ,রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা দুইটায় এই বিতরন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক এ কে এম গালিভ খাঁন। উদ্বোধনী দিনে উপজেলার ৫০ জন কৃষকের মধ্যে এসব বীজ ও উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। পরে উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যা। এ সময় অন্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে উপপরিচালক ড. পলাশ সরকার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ সরকার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ফিরোজ আলী, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা সেরাজুল ইসলামসহ অন্যরা।

কালীগঞ্জে কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি : কালীগঞ্জে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রবি ২০২৩-২৪ মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কালীগঞ্জ পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়নে দুই হাজার চারশত জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফারজানা তাসলিম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আজিজুর রহমান। উপজেলা সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. আতাউর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মো. আজিজুর রহমান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কালীগঞ্জ পৌরসভা এবং ৭টি ইউনিয়নে দুই হাজার চারশত জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করেন। এ সময় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অলী ভৌমিক, বিভিন্ন ইউনিয়নের উপ-সহকারী ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আবদুল কাদির নেওয়াজ সহ উপজেলার প্রায় সারে চারশত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

বাঘায় নবান্ন উৎসবে ধান কাটার উদ্বোধন করেন ইউএনও

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় নবান্ন উৎসবে ধান কাটার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আখতার। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের হাবাসপুর বিলে ধান কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হয়। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আখতার। বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান, উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) জুয়েল আহম্মেদ, মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান আসাদ, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আমিনুল ইসলাম, নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বাঘা শাখার ডিজিএম সুবির কুমার দত্ত, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মিলন কুমার দাস প্রমুখ।

রাজশাহী : বাঘায় নবান্ন উৎসবে ধান কাটার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আখতার। ছবিটি বৃহস্পতিবার উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের হাবাসপুর বিল থেকে তোলা।

বেনাপোল চেকপোস্টে জালিয়াতি চক্রের মূল হোতা আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি : বেনাপোল আন্তর্জাতিক কাস্টমস চেকপোস্টে জাল বিদেশ ভ্রমনকরের মাধ্যমে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া চক্রের মূল হোতাকে আটক করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। ভ্রমন কর জাল করে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেয়ে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। বিদেশ ভ্রমন কর জাল করে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছিল এই চক্রটি। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থাণীয় বন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এলাকা থেকে ট্যাক্স জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত ল্যাবটপ, প্রিন্টার, জাল ভ্রমনকর রশিদ ও সোনালী ব্যাংকের সীল সহ শামীম হোসেন নামে জালিয়াতি চক্রের মূল হোতাকে আটক করা হয়। এ সময় ভারতগামী ৮জন পাসপোর্ট যাত্রীর কাছ থেকে ৮টি জাল ভ্রমন কর রশিদ জব্দ করা হয়। আটক আসামি বেনাপোলের সাদিপুর গ্রামের আবদুল মোমিনের ছেলে। পুলিশী জিঞ্জাসাবাদে সে জানায়, জাল ভ্রমন ট্যাক্স ফাঁকির সাথে আরও ৫/৬ জন জড়িত। তারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতগামী পাসপোর্ট যাত্রীদের সিরিয়াল ছাড়া পুলিশ ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস'র কাজ দ্রুত করে দেওয়ার টোপ দিয়ে ভ্রমন ট্যাক্সের টাকা হাতিয়ে নেয় যাত্রীদের কাছ থেকে।

আটক শামীমের বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে ট্যাক্স জালিয়াতির মামলা রয়েছে। মামলায় সে জামিনে রয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামাল হোসেন ভূইয়া জানান, আটক শামীমকে প্রাথমিক জিঞ্জাসাবাদে সে দীর্ঘদিন ধরে ভ্রমন কর জালিয়াতি করে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছিল বলে স্বীকার করেছে। তার বিরুদ্ধে বেনাপোল পোর্ট থানায় আরও একটি ট্রাক্স জালিয়াতির মামলা চলমান আছে।

বেনাপোল বন্দরের ডাইরেক্টর মো: রেজাউল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে বেনাপোল চেকপোস্টে বিদেশ ভ্রমন কর জালিয়াতির একটি শক্তিশালী চক্র সরকারের রাজস্বফাকি দিয়ে আসছিল। এ ধরনের একটি গোপন সংবাদ পাওয়ার পর গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ট্যাক্স জালিয়াতির চক্রের মূল হোতা শামীমকে হাতে নাতে আটক করা হয়। উদ্ধার করা হয় ট্যাক্স জালিয়াতি কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। আটক শামীমকে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ভাগ্য খুলছে তিস্তা পাড়ের কৃষকদের

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : কিছুদিন আগেও যে তিস্তা নদীতে ছিল থৈ থৈ পানি। সেই প্রমত্তা তিস্তা নদী এখন ধু ধু বালু চর। তিস্তা নদী শুকিয়ে এর বুকে জেগে উঠেছে চর। যে দিকেই তাকাবেন শুধু চর আর চর। আর এই চরেই আলু, পেয়াজ, রসুন ও মিষ্টি কুমড়াসহ রোপন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিস্তা পাড়ের কৃষকরা। তিস্তার চরে ব্যাপক পরিসরে চাষাবাদ হওয়ায় তিস্তা চরের নারী পুরুষদের কর্মসংস্থানও বেড়েছে। লালমনিরহাট জেলা কৃষি নির্ভর হওয়ায় চরাঞ্চলের নারী পুরুষদের বেশির ভাগ সময় এই কৃষি কাজেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। বাকী সময়টা তাদেরকে কাজ বিহীন অবস্থায় বসে থাকতে হয়। কৃষকরা বলছেন কিছুদিন আগে ভারত থেকে হঠাৎ কাঁদা যুক্ত পানি এসে তিস্তা নদীর জেগে উঠা চর গুলোতে পলি জমেছে। তাই তারা মনে করছেন এবার তাদের ভাগ্য খুলে গেছে। এসব জমে উঠা পলি জমিতে ভাল আবাদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন তারা। মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নের তিস্তার পাড়ে গেলে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে। জানা যায়, তিস্তা নদীর উৎস ভারতের উত্তর সিকিমের হিমালয় পর্বতমালার প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মিটার উচ্চতায় সোলামো হ্রদে অবস্থিত। হ্রদটি শেসচেনের কাছে ডোংখা গিরিপথের উত্তরে অবস্থিত। তিস্তা নদী ছাঙ্গু, ইউমথাং ও ডোংকিয়া লা পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন ছোট ছোট নদীর জলে পুষ্ট। নদীটি হাতীবান্ধার গড্ডিমারী ইউনিয়ন দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর দেশের বৃহত্তম তিস্তা ব্যারাজ হয়ে কালীগঞ্জের ভোটমারী, তুষভান্ডার ও কাকিনা ইউনিয়ন, আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়ন এবং সদর উপজেলার

খুনিয়াগাছ, রাজপুর ও গোকুন্ডা ইউনিয়ন দিয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করে। বাংলাদেশ অংশে এই তিস্তা নদীর দৈর্ঘ ১১৫ কিলোমিটার। লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, তিস্তা চরে এবার ৮৫ হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের ফলন হয়েছে। যা লক্ষমাত্রার থেকে দ্বিগুন প্রায়। লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে ভুট্টার আবাদও ৩১ হাজার ৯শত হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়। এছাড়াও জেলায় এবার ১২ শত হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষমাত্রা মির্ধারন করা হয়েছে। ২শত হেক্টর জমিতে মিষ্টি কুমড়ার আবাদ অর্জিত হয়েছে। এখনো পেয়াজ ও রসুনের পরিসংখ্যান পায়নি কৃষি বিভাগ। কৃষি বিভাগ জানায়, লালমনিরহাটের বিভিন্ন চরাঞ্চলের প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার কৃষি আবাদ হয়ে থাকে। এর মধ্যে আলু, পেয়াজ, রসুন ও ভুট্টা বেশি আবাদ হয়। লালমনিরহাট সদর উপজেলার রাজপুর ইউনিয়নের কৃষক শ্রী মনো রঞ্জন রায় জানান, তিস্তার চরে আমার আড়াই একর জমি আছে। বর্ষার পর এসব জমিতে চর জেগে উঠলে তিনি আলু, পেয়াজ, রসুন ও মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজি আবাদ করেন। এসব সবজি বিক্রির পর খরচ বাদ দিয়ে তার প্রায় অর্ধেকের বেশি মুনাফা হয়। এবার মুনাফাটা একটু বেশি হওয়ার আশা করচেন। কারণ কিছুদিন আগে ভারত থেকে হঠাৎ কাঁদা যুক্ত পানি এসে তিস্তা নদীর জেগে উঠা চর গুলোতে পলি জমেছে। আর এই পলি যুক্ত জমিতে আলু, পেয়াজ, রসুনসহ যেকোন ফসলের ফলন ভাল হয় বলে তিনি জানান। গোকুন্ডা ইউনিয়নের কৃষক সামসুক হক বলেন, তিস্তার চরে তার দেড় একর জমি রয়েছে। তিনি অত্যান্ত আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, এবার ভাগ্যটা বুঝি একটু হবে। তিস্তায় তার জেগে ওঠা জমিতে প্রচুর পলি দেখতে পেয়েছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবার তিনি তার সম্পুর্ন জমিতে আলু আবাদ করবেন। একই কথা বললেন, খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের কৃষক আবদুল জলিল। তার জমির পরিমান মাত্র দুই বিঘা। এই দুই বিঘা জমিতে তিনি প্রতিবছর পেয়াজ ও রসুন আবাদ করেন। কিন্তু এবার তিনি আরো কিছু জমি বর্গা নিয়ে বলু আবাদ করবেন। এবার আলুর আবাদ ভাল হবে বলে তিণি মনে করছেন। তাছাড়া এবার আলুর দামও চড়া। সব থেকে উপকার হয়েছে তিস্তা পাড়ের নারী-পুরুষ শ্রমিকদের।

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি স্বাভাবিক

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি : বিএনপির ডাকা দেশব্যাপী পঞ্চম দফায় ডাকা ৪৮ ঘণ্টা অবরোধের দ্বিতীয় দিনেও কোন প্রভাব পড়েনি দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।এদিকে হিলি ইমিগ্রেশন দিয়ে দু'দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের পারাপার স্বাভাবিক রয়েছে। তবে অন্য দিনের তুলনায় কম সংখ্যক দিনাজপুর গামী দুরপাল্লার বাস চলালচ করতে দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টায় ভারত থেকে পণ্যবাহী ট্রাক বন্দরে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়। পানামা পোর্ট ও শুল্ক স্টেশনের সকল বিভাগ ও বন্দরের সকল কার্যক্রম সকাল থেকেই স্বাভাবিক গতিতে চলছে। বন্দরে পণ্য ওঠা- নামা ও পণ্য সরবরাহ কার্যক্রম সচল রয়েছে।বাংলাদেশী ট্রাক পণ্য নিয়ে বন্দরে ভিতরে ও বাহিরে গোডাউন গুলোতে লোড-আনলোড চলছে। এদিকে সকল ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। রেললাইনে টহল দিতে দেখা গেছে আনসার সদস্যাদের।

কালীগঞ্জে নাশকতার ৪ মামলায় গ্রেপ্তার অর্ধশতাধিক

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানায় পৃথক ৪ টি নাশকতার মামলা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি মামলা পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছেন এবং অপরটি বাদী পৌর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শামীমুর রহমান। ৪ টি মামলায় ৮৫ জন বিএনপি নেতাকর্মীদের নাম উল্লেখ করে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৩০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। এসব মামলায় অদ্যাবধি পর্যন্ত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জামাতি ইসলামের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আলীনুর রহমান, সাবরুছ সোবহ-নসহ কয়েকজন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাশকতার ৪ মামলার কারণে নেতাকর্মী বাড়িছাড়া রয়েছেন। প্রতিদিন দিন ও রাতে বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়িতে গ্রেপ্তার করতে তল্লাশি করছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের ভয়ে নেতাকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাঠ বা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন, অনেকে এলাকা ছেড়ে অন্যাত্র চোলে গেছে। এ ছাড়া হরতাল অবরোধ চলাকালে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকা খুলনা মহাসড়কের উপরে মাঝে মধ্যে টায়ারে আগুন জালিয়ে অবরোধ পালন করে থাকে।

দিঘলিয়ায় শর্ট সার্কিটে পাটের ট্রাকে আগুন

দিঘলিয়া (খুলনা) প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার সূতীর কূল বাজারে সড়কের উপর বিদ্যুতের তার ওভারলোড পাটের ট্রাকে পেঁচিয়ে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে। সড়কের দু'পাশে বাজার এবং পাশেই ছিলো বিদ্যুতের ট্রান্সমিটার। ঘটতে পারতো বড় ধরনের দুর্ঘটনা। দিঘলিয়ায় বিভিন্ন মিলের ট্রাকে পাট ও পাটজাত পৌণ্য ওভার লোড নিয়ে সর্বদা চলাচল করে আসছে। কর্তৃপক্ষের নাকের ডোগা দিয়ে এ সকল অভার লোড গাড়ি চলাচল করলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিরা অজ্ঞাত কারণে নিরব দর্শকের ভুমিকা পালন করে আসছে। এ ব্যাপারে নানা গণমাধ্যমে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ হলেও কোনোমহল একটুও নড়ে বসেনি এমনি অভিযোগ বিভিন্ন মহলের। দিঘলিয়ার দমকল বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল আনুমানিক ১০ দিকে খুলনা মেট্রো ট-১১-০৬৮৮ ট্রাকে পাটের কার্টিস ভর্তি একটি ট্রাক দেয়াড়ায় অবস্থিত মন্ডল জুট মিলে যাচ্ছিল। ট্রাকটি ব্রহ্মগাতী সরদার বাড়ির সামনে পৌঁছালে সড়কের পাশে গফফার সরদারের দোকানের সার্ভিস তার ঝুটের ট্রাকে জড়িয়ে ছিঁড়ে যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগা ট্রাক সুতির কূল বাজারে পৌঁছালে ট্রাকের ড্রাইভার জ্বলন্ত ট্রাক থামিয়ে পালিয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে বাজারের লোকজন আধা ঘন্টা ধরে পাটের ট্রাকের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ফরমাইশখানা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকাবাসী এ প্রতিবেদককে জানান, এভাবে ট্রাকে ওভার লোড নিয়ে দেয়াড়া জুট টেক্সটাইল মিল কর্তৃপক্ষ পাট ও পাট জাত পণ্য ভর্তি করে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে। এ ব্যাপারে অনেকবার রাস্তা ও কালভার্ট ভেঙ্গে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া সেনহাটি বাজারসহ জনপদের অনেকের সার্ভিস তার ছিড়ে ফেলে মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে আসছে। তাদের অভিযোগ অরণ্যে রোদনের মত কর্তৃপক্ষ উড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।

সূতিরকূল বাজারের ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের বলেন, সড়কটি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত পাট বোঝাই করে দিবারাত্রি চলাচল করে। ইতঃপূর্বে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে নেওয়া আমার দোকানের সার্ভিস তার ২ বার ছিঁড়েছে। এ ছাড়া গত এক বছরে সড়কের পাশে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে নেওয়া বাজারের অন্যান্য দোকানদারদের সার্ভিস তারও ১৫ থেকে ২০ বার ছিঁড়েছে। বিষয়টি আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে মৌখিকভাবে জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সেনহাটি বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খান হাফিজুর রহমান ও ব্যবসায়ী শেখ আঃ কাদের জনিও এ প্রতিবেদককে অনুরূপ অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সূতীরকূল বাজারে যে স্থানটিতে আগুন লাগা ট্রাকটি থামানো হয় তার পাশেই বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার ছিলো এবং সড়কের দু'পাশে অসংখ্য দোকানপাট।

কালাইয়ে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কর্মশালা

কালাই (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের কালাইয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধনে দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় মহিলা সংস্থা'র কালাই উপজেলার কেন্দ্রের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, জয়পুরহাট-২ আসনের সাংসদ ও হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন। এই অনুষ্টানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জান্নাত আরা তিথি, স্বাগত বক্তব্য রাখেন কালাই উপজেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মিসেস রত্না রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কালাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মিনফুজুর রহমান মিলন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কালাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ-সম্পাদক মো.ফজলুর রহমান প্রমুখ। এ সময় কালাই উপজেলার সমবায় কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জ্যোতি কৃষ্ণ রায়, ইন্টেরিয়র ডিজাইন এণ্ড ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্ট প্রশিক্ষক শাহরিয়া, ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষক তামান্না সুলতানা, বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক নাজনীন, ক্যাটারিং প্রশিক্ষক শারমিন আক্তার, বিজনেজ ম্যানেজম্যান্ট এণ্ড ই-কর্মাস প্রশিক্ষক মোছা.মাহবুবা আক্তারসহ উপজেলার প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। ওই কর্মশালায় প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, জয়পুরহাট-২ আসনের সাংসদ ও হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন বলেন, নারীরা সব সময়ই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রথম সারিতে থেকেছেন। এদেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। বর্তমান সরকার নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে আর তা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে নারীরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, নারীদের উন্নয়নের বাইরে রেখে কখনো প্রকৃত উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। কোনো দেশই মূল জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন করতে পারে না। সমাজের সবাইকে সঙ্গে করেই আমাদের উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাই এখন আর নারীদের বসে থাকার সময় নেই, যেকোনো উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছে এবং অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও দেশের কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন।

খুলনা : শীতের শুরুতে লেপ তৈরি করতে ব্যস্ত কারিগররা। গার্মেন্টসের জুট তুলা দিয়ে লেপ তৈরি করা হয় একদিনে পাচ থেকে ছয়টা লেপ তৈরি করা যায়। প্রতিটি লেপ আকার ভেদে ১২০০ থেকে ১৬০০ টাকা বিক্রি হয়। ছবিটি শিরোমনি এলাকা থেকে তোলা।

শেরপুরে বিএনপির ৬৪ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি : বগুড়ার শেরপুর পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার পাশে ১৫ নভেম্বর বুধবার বেলা সোয়া ১১ টায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সরকারি কাজে বাধাদান, ক্ষতিসাধন, হুমকি ধামকী, গুরুতর ও সাধারণ জখম করায় পুলিশ বাদি হয়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম বাবলু, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বাবলু, সাবেক সংসদ সদস্যের ছেলে আসিফ ইকবাল সানভি সহ ৬৪ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনায় ভোর রাতে অভিযান চালিয়ে বিএনপি নেতা জাহিদুল ইসলাম (৩৫) কে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, বিএনপির ডাকা পঞ্চম দফার অবরোধ সফল করতে ১৫ নভেম্বর বুধবার বেলা ১১ টার দিকে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মোহাম্মাদ সিরাজের নের্তৃত্বে একটি মিছিল বের করে।

ভারতকে ফাইনালে তুলে আক্ষেপের কথা বললেন মোহাম্মদ শামি

ক্রীড়া ডেস্ক : রাজসিক প্রত্যাবর্তন যাকে বলে। বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম চার ম্যাচে জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ কিংবা হার্দিক পান্ডিয়াদের ভিড়ে মাঠেই নামা হয়নি মোহাম্মদ শামির। লিগপর্বে ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফিরেই বাজিমাত। ৫৪ রানে ৫ উইকেট নিয়ে হন ম্যাচসেরা। সর্বশেষ গতকাল সেমিফাইনালে সেই কিউইদের স্বপ্ন ভেঙ্গে এক যুগ পর ভারতকে ফাইনালে তোলার মহানায়কও শামি। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কোহলির এভারেস্ট ছোঁয়ার দিনে সব আলো কেড়ে নিলেন যেন একজন মোহাম্মদ শামি। ঘরের মাটিতে ৩৯৭ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপর বল হাতে অবিশ্বাস্য কিছুই করলেন শামি। দিনশেষে তার বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ৯.৫ ওভারে ৫৭ রান খরচায় ৭ উইকেট। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল যেন বদলে গেল 'শামি-ফাইনালে।'এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে তিনটিতেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন ভারতীয় এই পেসার। ভারতের প্রথম বোলার হিসাবে বিশ্বকাপের ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়ে খুশি হলেও একটি ব্যাপারে আক্ষেপ যাচ্ছে না তার। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার নেওয়ার পর শামির গলায় আফসোস। তিনি বললেন, 'কেন উইলিয়ামসনের ক্যাচটা আমার অবশ্যই ধরা উচিত ছিল। সহজ ক্যাচ ফেলা আমার উচিত হয়নি। ভীষণ খারাপ লাগছিল। তারপর আমার লক্ষ্য ছিল, কম গতিতে বল করা। কারণ ওদের মেরে খেলতেই হত। তাই জানতাম সুযোগ আসবেই। সেটাই চেষ্টা করেছি।' এখন পর্যন্ত চলতি বিশ্বকাপে ২৩ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি শামি। কীভাবে এমন সাফল্য? শামি বলেন, 'সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। খুব বেশি সাদা বলের ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাইনি। তবে সুযোগ পেলে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। লিগ পর্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলাম। অনেকে বোলিংয়ে বৈচিত্র্যের কথা বলেন। কিন্তু আমার লক্ষ্য থাকে শুধু সঠিক জায়গায় বল ফেলা। আমি বিশ্বাস করি ঠিক জায়গায় বল রাখতে পারলে নতুন বলে উইকেট আসবেই। ম্যাচের যে কোনো সময়ই উইকেট আসতে পারে।' ওয়াংখেড়ের উইকেট থেকে কতটা সাহায্য পেলেন? শামির বক্তব্য, 'উইকেট বেশ ভালো ছিল। দুপুরে ব্যাটাররা প্রচুর রান করেছে। উইকেটে কোনো ঘাস রাখা হয়নি। শিশির পড়তে পারে, এমন একটা আশঙ্কা ছিল। তেমন হলে উইকেটে বল পিছলে ব্যাটারের কাছে যেত। তাতে রান তোলা আরও কিছুটা সহজ হত। খুব বেশি শিশির না পড়ায় সুবিধা হয়েছে। তবে সেমিফাইনালে এমন পারফরম্যান্স করতে পেরে সত্যিই দারুণ লাগছে।' এরপর ফাইনাল। কী লক্ষ্য থাকবে আপনার? শামি বলেন, 'গত দু'টা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে পারিনি আমরা। সেমিফাইনালে হারতে হয়েছে। তাই আমরা এবার সুযোগ কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। দলের কেউ চাইনি এবারের সুযোগ নষ্ট করতে। যা যা সুযোগ আসবে, সব কাজে লাগাতে চাই আমরা।'

শামি ছাড়াও সাতের ঘরে আছেন যারা

ক্রীড়া ডেস্ক : এক কথায় অবিশ্বাস্য আর অকল্পনীয় এক স্পেল। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিজের দেশের মাটিতে ৩৯৭ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপর বল হাতে অবিশ্বাস্য কিছুই যেন করলেন শামি। দিনশেষে তার বোলিং ফিগার দাঁড়ালো ৯.৫ ওভারে ৫৭ রান খরচায় ৭ উইকেট। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল যেন বদলে গেল 'শামি-ফাইনালে।' বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় নিজেকে আগেই বসিয়েছিলেন শামি। জহির খান আর জাভাগাল শ্রীনাথের সঙ্গে ৪৪ উইকেট নিয়ে ভারতের সেরা বোলারের তালিকাটা ভাগাভাগি করছিলেন তিনি। তবে গতকালের ৭ উইকেট তাকে পার করিয়েছে বিশ্বকাপের ৫০ উইকেটের মাইলফলক। তবে বিশ্বকাপে সাত উইকেট পাওয়ার ঘটনা এবারেই প্রথম না। বরং পঞ্চম বলার হিসেবে সাত উইকেটের এলিট ক্লাবে এসেছেন তিনি। এর আগে ২০০৩ সালেই দুবার সাত উইকেট নেওয়ার ঘটনা দেখা গিয়েছে।

বেনজেমাদের কোচ হচ্ছেন গালার্ডো

ক্রীড়া ডেস্ক : করিম বেনজেমা, ফাবিনহো, এনগোল কন্তের কোচ হচ্ছেন আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবল খেলোয়াড় মার্সেলো গালার্ডো। সৌদি প্রো লিগের দল আল ইত্তিহাদের সঙ্গে আর্জেন্টিনার সাবেক তারকার সঙ্গে এরই মধ্যে ১৮ মাসের চুক্তিও হয়েছে বলে ইএসপিএন জানিয়েছে। পর্তুগিজ কোচ নুনো এসপিরিতোর স্থলাভিষিক্ত হবেন রিভার প্লেটের সাবেক কোচ গালার্ডো। গত সপ্তাহে এসপিরিতোকে আল ইত্তিহাদ বরখাস্ত করেছে। সৌদি প্রো লিগের শিরোপা এনে দেওয়ার ছয় মাস পরই এসপিরিতোর সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনেছে আল ইত্তিহাদ। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হলেও লিগে আল ইত্তিহাদের অবস্থা স্বস্তিদায়ক নয়। বর্তমানে তারা পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম স্থানে রয়েছে। শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান ১১। ১৩ ম্যাচের সাতটিতে জয় ইত্তিহাদের। বাকি ছয় ম্যাচের তিনটিতে হার, তিনটিতে ড্র। ৪৭ বছর বয়সী গালার্ডো এক বছর আগে রিভার প্লেটের দায়িত্ব ছেড়েছেন। সর্বশেষ ম্যাচে তার অধীনে রিভার প্লেট রিয়াল বেতিসকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল। রিভার প্লেটের ইতিহাসে গালার্ডো সবচেয়ে সফল কোচ। ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি আর্জেন্টিনার ক্লাবটির দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় তার অধীনে রিভার প্লেট আটটি শিরোপা জয় করেছে। এর মধ্যে তিনটি ছিল কোপা লিবারতাদোরেস কাপ। গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে তিনি কোচিং থেকে দূরে ছিলেন। গালার্ডোর কোচিং ক্যারিয়ার ৪২৫ ম্যাচের। এর মধ্যে ২২৮ ম্যাচে জয়। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি রিভার প্লেটের হয়ে ছয়বার লিগ শিরোপা জয় করেছেন। একবার কোপা লিবারতাদোরেস কাপের শিরোপাও পেয়েছেন।

প্রস্তাব পেলেও যে কারণে নির্বাচক হতে চান না পাইলট

ক্রীড়া ডেস্ক : বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর থেকেই আলোচনায় রয়েছে বাংলাদেশ দলের নির্বাচক প্যানেল। ভরাডুবির দায়ে মিনহাজুল আবেদিন নান্নুর নেতৃত্বের এই প্যানেলকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। এদিকে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে নান্নুর চুক্তি। জানা গিয়েছে নতুন করে তার চুক্তি আর বাড়ানো হচ্ছে না। গুঞ্জন রয়েছে হাবিবুল বাশার সুমনেরও না থাকা নিয়ে। তবে টিকে যেতে পারেন আরেক নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক। সেক্ষেত্রে নতুন নির্বাচক হওয়ার আলোচনায় রয়েছে বেশ কিছু নাম। গুঞ্জন রয়েছে সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটকে নিয়েও। তবে তিনি কতটা আগ্রহী এই পদের জন্য। ঢাকা পোস্টের পক্ষ হতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অবশ্য এক বাক্যেই জানিয়ে দেন এই মুহূর্তে তার জন্য এই চাকরি করা কঠিন। পারিবারিক কারণই দেখিয়েছেন তিনি। পাইলট বলেন বিসিবির প্রস্তাব আসলেও করতে পারবেন না তিনি, 'বেশ কিছু সমস্যা আছে। এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয় আমার জন্য।

ফাইনালে উঠতে না পারায় হতাশ কেন উইলিয়ামসন

ক্রীড়া ডেস্ক : ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের ধারাবাহিকতা ২০২৩ বিশ্বকাপে অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হলো নিউজিল্যান্ড। ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতকে হারালেও এবার আর ভারতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি কিউইরা। ৭০ রানের পরাজয়ে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হলো কেন উইলিয়ামসনসের দলকে। এভাবে ম্যাচ হেরে অনেকটাই হতাশ কিউই অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'প্রথমেই ভারতকে অভিনন্দন। তারা দারুণ ক্রিকেট খেলেছে। তারা তাদের সেরা ম্যাচটাই আজ খেলেছে।' ম্যাচ হেরে হতাশা ব্যক্ত করে কেন বলেন, 'এভাবে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়াটা হতাশাজনক। আমাদের চেষ্টাটা ছিল কিন্তু তাদের বিশ্বসেরা ব্যাটার ও বোলার রয়েছে। তারা প্রায় চারশো করলো। আমরা ব্যাটিংয়ে চেষ্টা করেছিলাম।' ম্যাচ হারলেও এবারের বিশ্বকাপে মিচেল ও রাবিন্দ্রার ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেন কেন। 'মিচেল ও রাবিন্দ্রা আমাদের জন্য এই বিশ্বকাপে বিশেষ কিছু ছিল।'

পাকিস্তান ক্রিকেট বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর ঢেলে সাজানো হচ্ছে পুরো বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক : ব্যাপক পরিমাণ আশা জাগিয়ে ভারতের ফ্লাইট ধরেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে তারা ছিল ওয়ানডে ফরম্যাটের ১ নম্বর দল। কিন্তু সেই দলটাই যেন বিশ্বকাপে নিজেদের চিরায়ত খেলা ভুলে গেল। বাবর আজমদের শুরুটা যদিও বেশ দারুণই ছিল।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দাপুটে জয়ের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রেকর্ড রানচেজের জয়। কিন্তু এরপরেও সেমির মঞ্চে নেই পাকিস্তান। টানা চার হারে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। বড় দল তো বটেই, খর্বশক্তির আফগানিস্তানের কাছেও হার মানতে হয়েছিল তাদের। এরপর বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় যথেষ্ট হয়নি তাদের জন্য। তখন থেকেই গুঞ্জন ছিল, বড় পরিবর্তন আসছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। গতকাল সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে সেই পরিবর্তনের পুরো রূপটাই দেখেছে ক্রিকেট দুনিয়া। সবার আগে পরিবর্তন আসে অধিনায়কের জায়গায়।

বিশ্বকাপ বাছাই ফুটবল

মেসির খেলা নিয়ে শঙ্কা!

ক্রীড়া ডেস্ক : দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ে আজ মাঠে নামছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে। তবে এ ম্যাচে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি খেলবেন কিনা তা নিয়ে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে তার খেলার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্তত কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি তেমনই আভাস দিয়েছ। মেসির না খেলার কারণ হতে পারে অনুশীলনের অভাব। লম্বা একটা সময় লিওনেল মেসি মাঠে নেই। ক্লাব ফুটবলে ইন্টার মায়ামি খেলা না থাকায় মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছেন না আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। তবে এ নিয়ে চিন্তিত নয় কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি। মেসির খেলার সম্ভাবনা সম্পর্কে স্ক্যালোনি বলেন, গত ২৫ দিনে মেসি মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছেন। তবে সে দারুণ অবস্থায় রয়েছে, অনুশীলনে ভালো করছে। গত ২৫ দিনে মাত্র একটা ম্যাচ খেলা সত্ত্বেও সে স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন করেছে। সে ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং ভালো করছে। ক্লাব ফুটবলে ইন্টার মায়ামির এখন কোনো খেলায় নেই। তবে গত ১০ নভেম্বর মেসি ক্লাবের হয়ে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলেছেন। মেসির ব্যালন ডি অর জয়ের উৎসব পালনেই এই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল ইন্টার মায়ামি। তবে ফলটা তাদের জন্য মোটেও ভালো হয়নি। ১-২ গোলে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসির কাছে হেরেছিল মেসিরা। ৩৬ বছর বয়স্ক মেসি গত বছর বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার ব্যালন ডি অর জয় করেন। তার এ ব্যালন ডি অর জয় নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন উঠেছে। অনেকের ধারণা ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হালান্ডের ব্যালন ডি অর পাওয়া উচিত ছিল। কেননা সিটির হয়ে হালান্ড প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও এফএ কাপ জয় করেছেন। এ সম্পর্কে স্ক্যালোনি বলেন, মেসির ব্যালন ডি অর জয় নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক করতে পারে। তবে এখানে বিতর্কের কিছু আছে বলে মনে করি না। আমি একটা বিষয় বুঝতে পারি না। যদি সবাই বলে সে সেরা, সে সেরা তাহলে সেখানে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। মেসি সব সময়ের জন্য সেরা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দারুণ অবস্থায় রয়েছে আর্জেন্টিনা। চার ম্যাচের চারটিতে জয় তাদের। স্বাভাবিকভাবেই পয়েন্ট টেবিলের সেরা তারা। এ সময়ে তারা প্রতিপক্ষের জালে সাতটি গোল করেছে, বিপরীতে তাদের জালে কেউ বল ফেলতে পারেনি। বাছাই ফুটবলে আর্জেন্টিনা এ মাসে দুটো ম্যাচ খেলবে। আজ নিজেদের মাঠে উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলবে। আর ২১ নভেম্বর তারা ব্রাজিলে ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নামবে। ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ সম্পর্কে স্ক্যালোনি বলেন, আমাদের জাতীয় দলে এরই মধ্যে প্রমাণ করেছে তারা যে কোনো দলের বিপক্ষে খেলতে প্রস্তুত। তারা জিততেও পারে আবার নাও পারে। তবে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত। আমরা ব্রাজিলকে নিয়ে চিন্তা করছি না। কেননা আমাদের প্রথম ম্যাচ উরুগুয়ের বিপক্ষে। তাদের নিয়েই ভাবছি। কারণ উরুগুয়ে এক কঠিন প্রতিপক্ষ।

লাইফস্টাইল

দ্বিমুখী সহকর্মী চেনার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সব অফিসেই নানা ধরনের মানুষ আছেন। তাদের স্বভাব, আচরণ এবং মনোভাব বৈচিত্র্যময়। কেউ কেউ পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে যায়, কেউ হয়তো অফিসের কাজে আপনাকে সাহায্য করে এবং গাইড করে, আবার কেউ এত ভালো নাও হতে পারে। এমন সহকর্মীও থাকতে পারে যে আপনার বন্ধু হওয়ার ভান করে, কিন্তু আপনাকে নিচে নামানোর বা দমন করার সুযোগ পেলে তা ছাড়ে না। এই দ্বিমুখী স্বভাবের সহকর্মীদের থেকে আপনার দূরে এবং নিরাপদ থাকা উচিত। এই ধরনের সহকর্মীরা সব সময় আপনার দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায় এবং আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য সুযোগ খোঁজে। চলুন জেনে নেওয়া যাক দ্বিমুখী সহকর্মী চেনার উপায়-

১. তার আচরণ খেয়াল করুন : দ্বিমুখী স্বভাবের সহকর্মীর সবচেয়ে বড় চিহ্ন হলো তার আচরণ। এর মধ্যে একটি হলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। দেখা গেল সে অন্যদের সঙ্গে খুব হইহই করছে, কিন্তু আপনার সামনে এসে কোনো কারণ ছাড়াই একেবারে চুপচাপ। তাই এ ধরনের মানুষ অন্যদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে সেদিকে খেয়াল করুন। যদি সে অফিসের কর্তাদের সঙ্গে খুব গদগদ হয়ে কথা বলে কিন্তু অধীনস্তদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তার থেকে দূরে থাকুন। একজন ভালো মানুষ কখনো দুই রকমের আচরণ করে না, তার আচরণ ও কথাবার্তা সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

২. তার নৈতিকতার দিকে মনোযোগ দিন : দ্বিমুখী স্বভাবের সহকর্মীদের একটা বিষয় খেয়াল করবেন, তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের পরিবর্তন করতে দারুণ পটু। এরকম স্বভাবের মানুষেরা সবকিছু এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেন তা তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী চলে। তাই তাদের নৈতিকতার দিকে খেয়াল করুন। যদি তারা নিজের স্বার্থের জন্য অনৈতিকভাবে অন্যের কষ্টের কারণ হয় বা অন্যের পরিশ্রম নিজের বলে চালিয়ে দেয়, তবে তাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। এ ধরনের মানুষেরা মূলত কারও আপনজন হতে পারেন না। অফিসের কাজের প্রতি অমনোযোগ এবং বসকে দেখলে কাজ করার ভান করার স্বভাব তাদের থাকতে পারে। এদিকটায়ও খেয়াল করুন।

৩. সহজেই অন্যের ক্ষতি করে : যারা অফিসে অপেশাদার আচরণ করে এবং সুযোগ পেলেই অন্যের ক্ষতি করে তাদের দিকে নজর রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি যদি কাউকে অসম্মান করার জন্য মিথ্যা তথ্য ছড়াতে দেখেন বা খারাপভাবে উপস্থাপন করতে দেখেন, যদি সে যে কাজ করেনি তার জন্য কৃতিত্ব নেয়, অন্য কারো ভালো কাজের প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয় তবে তার থেকে দূরে থাকুন। কারণ দ্বিমুখী মানুষেরই এমন স্বভাব থাকে। এ ধরনের মানুষেরা পুরো টিমের বদনামের কারণ হতে পারে।

৪. সবার সঙ্গে কথা বলুন : আপনি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন হন, তাহলে কে আপনার জন্য ভালো এবং কে নয় তা বুঝতে পারা আপনার পক্ষে কঠিন হতে পারে। এই সময়ে সবার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশুন। এই সময়টাতে আপনি খুব নিখুঁতভাবে সবাইকে বোঝার চেষ্টা করুন। কারও সঙ্গেই কোনো ঝামেলায় যাবেন না। কয়েকদিন যাওয়ার পর এমনিতেই আপনি বুঝতে পারবেন কার স্বভাব কেমন। তখন কার সঙ্গে মিশবেন এবং কাকে এড়িয়ে যাবেন তা বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

৫. নিজেকে বিশ্বাস করুন : অফিসে নতুন হলে মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। যদি কেউ সত্যিই এমন থাকে যে সামনে আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে পেছনে আপনার পিঠে ছুরি বসাতে চায়, তবে শুরুতেই তাকে চিনতে পারা কষ্টকর হবে। তাই নিজের ওপর থেকে কখনো বিশ্বাস হারাবেন না। আপনি যা করছেন তাতে অন্যায় কিছু নেই, নিজের প্রতি এটুকু বিশ্বাস থাকলেই হবে। যদি কেউ অনবরত কারও বদনাম আপনার কাছে করতে থাকে, তবে এমন হতে পারে যে সে আপনার বদনামও অন্যদের কাছে করবে। তাই নিজের নৈতিকতায় অটল থাকুন। জীবন থেকে নেতিবাচক সবকিছু দূরে রাখুন, এমনকী এ ধরনের সহকর্মীদেরও।

যে ৫ পুষ্টির ঘাটতি আপনার হার্টের জন্য বিপজ্জনক

লাইফস্টাইল ডেস্ক : স্বাস্থ্যকর খাবার না খেলে শরীরে নানা ধরনের পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হওয়ার ভয় থাকে। শরীরের সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার বিকল্প নেই। কিছু পুষ্টি রয়েছে, শরীরে যেগুলোর অভাব হলে আমাদের হার্টের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। আমাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় সেসব পুষ্টিযুক্ত খাবার রাখা জরুরি। কারণ হার্ট একবার বিগড়ে গেলে তা আপনার জীবনকেও ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন পুষ্টিগুলো হার্ট ভালো রাখার জন্য প্রয়োজনীয়- **১. ম্যাগনেসিয়াম :** আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর ম্যাগনেসিয়ামের প্রভাব বেশিরভাগ সময়েই উপেক্ষা করা হয়। প্রদাহ থেকে বিষণ্ণতা এমনকী মাইগ্রেন পর্যন্ত স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে ম্যাগনেসিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির কারণ এবং এটি ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের সঙ্গেও যুক্ত। সবুজ শাক, স্যামন, অ্যাভোকাডো, কলা, লো ফ্যাট দই, বাদাম এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ হলো ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার। আপনি যদি ম্যাগনেসিয়াম সাপ্লিমেন্টরি খেতে চান তবে তার আগে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। **২. পটাসিয়াম :** গবেষণায় দেখা গেছে যে, শরীরে পটাসিয়ামের অভাব হলে তা কার্ডিয়াক রিদমে অস্বাভাবিকতা ঘটাতে এবং পেশী দুর্বল করতে পারে। পটাসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে আলু, রাজমা ডাল, কলা, অ্যাভোকাডো, রোদে শুকানো টমেটো, দুধ, স্যামন এবং টুনা মাছ। সাপ্লিমেন্ট খেতে চাইলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে খান কারণ উচ্চ পটাসিয়াম অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের কারণ হতে পারে। **৩. ভিটামিন ডি :** অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও ভিটামিন ডি শরীরের খাদ্যতালিকাগত ক্যালসিয়ামের ব্যবহারকে সহজতর করে। ডিমের কুসুম, স্যামন, টুনা, এবং ফোর্টিফাইড কমলার রসের মতো খাবার ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ।

শিশুর বেছে বেছে খাবার খাওয়ার অভ্যাস দূর করবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সাধারণত অভিভাবকরা মনে করেন যে শিশুরা সব ধরনের খাবার নাও খেতে পারে। প্রি-প্যাকেজড কিড-সাইজ স্ন্যাকস যেমন চিকেন নাগেটস, স্যান্ডউইচ শিশুদের পছন্দের খাবার। কিন্তু মায়েরা সচরাচর এমন খাবার শিশুদের খেতে দিতে চান না যদি শিশুটি জোর না করে। শিশুর জন্য অভিভাবকরা যে ধরণের খাবার তৈরি এবং পরিবেশন করে সেটি পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু বাবা-মা চাইলেই তাদের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে যদি তারা কিছু নিয়ম মেনে চলে। আসুন জেনে নিই সেই নিয়মগুলো- **১. খাবারকে না বলা চলবে না :** বাসায় শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের কোনো খাবার নিয়ে অভিযোগ করার সুযোগ রাখবেন না। এর মানে তাদের সব খাবারই খেতে হবে তেমনও নয়। কিন্তু খাবারকে না বলা চলবে না। সব খাবার শরীরে পুষ্টি জোগায়। শিশুদেরকে এটি বোঝানো উচিত। প্রত্যেক খাবারেরই নিজস্ব গুণ আছে। যারা অনেক কষ্ট করে রান্না করে শিশুরা খাবার না খেলে তারাও মনে কষ্ট পায়। ক্ষুধার্ত না থাকলে কাউকে খাবারের জন্য জোর করা উচিত নয়। খাবারের টেবিলে অবশ্যই খুশি মনে বসতে হবে। তাতে খাদ্য পরিপাক ভালোভাবে হয় এবং ভালো ঘুমও হয়। যেকোনো খাবার নিয়ে বলা উচিত না যে এটা ভালো না। এতে শিশু পরবর্তীতে ওই খাবার আর খেতে চায় না।

২. খাবার খাওয়াকে স্বাভাবিক অভ্যাস হিসেবে গড়ে তুলুন : শিশুরা খাবার খায় শরীরে পুষ্টি জোগাতে। তাই অভিভাবকের উচিত সঠিক নিয়মে খাবার দেওয়া। খাবার শেষ করতে পারলে পুরস্কার পাবে- শিশুকে কখনো এ ধরনের কথা বলবেন না। তাহলে ওরা ধরে নেবে যে খাবার খাওয়া একটি কষ্টের কাজ যা শেষ করতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যায়। বরং খাবার খাওয়াকে প্রতিদিনের সাধারণ অভ্যাস হিসেবেই গড়ে তুলুন। এমনকী শিশুর জন্মদিনেও অনেক পদের আয়োজন করার প্রয়োজন নেই। এর বদলে তাকে এই বিশেষ দিন উপলক্ষে পছন্দের কিছু কিনে দিন, ঘুরতে নিয়ে যান। আবার শাস্তি হিসাবে কখনোই শিশুর খাবার বন্ধ করা ঠিক না। এতে শিশু মনে কষ্ট পাবে এবং দুর্বল হয়েও পরবে। তবে অস্বাস্থ্যকর খাবারও দেয়া চলবে না। তাদেরকে বুঝাতে হবে কোনটি তাদের জন্য ঠিক। শিশুদেরকে খুশি রাখতে মাঝে-মধ্যে তাদের জন্য ভালো খাবার রান্না করা উচিত । এতে তাদের মনও ভালো থাকবে এবং তারা খুশিও হবে। মূলত যখন তারা কোনো ভালো কিছু করবে তখন তাদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি করতে পারেন। কিন্তু কোন খারাপ কাজ করলে শাস্তি না দিয়ে অবশ্যই বোঝাতে হবে। **৩. শিশুর ক্ষুধা নষ্ট হতে দেবেন না :** অনেকেরই খাওয়ার সময় চলাফেরা করার অভ্যাস রয়েছে যার ফলে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে শিশুরা নানা অজুহাতে এই কাজটি করে থাকে। কিন্তু তাতে আরও ক্ষতি হয়ে যায়। তাই এই কাজ তাদের করতে দেয়া যাবে না। সঠিক সময়ে খাবার দিলে শিশুরা যেকোনো খাবারই খুশি হয়ে খেয়ে নেয়। এতে তাদের খালি পেটেও বেশিক্ষণ থাকতে হয় না। পরবর্তী খাবারের জন্যও তারা উৎসাহিত থাকে। অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার জন্য ক্ষুধাকে অজুহাত হতে দেয়া যাবে না। শিশুর ক্ষুধা নিবারণে হালকা নাস্তা খাওয়ার অভ্যাস হতে দেয়া যাবে না। **৪. পারিবারিক কার্যকলাপের একটি অংশ :** টিভি দেখার সময় শিশুকে খাওয়ানোর অভ্যাস করা উচিত নয়। তাতে সে পরিবারের সঙ্গে খাবার খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুরা পরিবারের সবার সঙ্গে খাবার খেলে তাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সবার সঙ্গে খাবার খেলে শিশুরা গল্প করতে পারবে এবং পরিবারের সবার প্রতি টানও কাজ করবে। সবার জন্যে অবশ্যই একই রকমের খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত, তাতে সবাই মিলেমিশে খাওয়াদাওয়া করা শিখবে। খাবারের সময়টি পারিবারিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই এই সময় বাকি যেকোনো কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত।

৫. চেষ্টা করুন, আবার চেষ্টা করুন : যেসব শিশু খাবার বেছে খায় তদেরকে সুন্দর করে খাবারে পরিবেশন করতে হবে। যাতে খাবারগুলো তাদের কাছে সুস্বাদু লাগে এবং খুশি হয়ে খায়। বাচ্চারা যখন কোন খাবার পছন্দ না করে তখন তারা ভিন্ন খাবারের বায়না ধরে, তখন অভিবাবকরা শুধু বোঝায় যে খাবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত। শিশু কোনো খাবার খেতে না চাইলে তাকে জোর করা উচিত নয়। বরং বোঝাতে হবে যে এটি তাদের জন্য উপকারী।